বাপি-দা

বিরজ-মজলা

কবি-দা

আমরা পথিক ধূলির পথের, ভ্রমি শুধু একটি দিন,
লাভের অংক হিসাব ক'রে পাই শুধু দুখ, মুখ মলিন।
খুঁজতে গিয়ে এই জীবনের রহস্যেরই কূল বৃথাই
অপূর্ণ সাধ আশা লয়ে হবই মৃত্যুর অংকলীন।

কবি-দা

●

তিনাঙ্ক ট্রাজিডি

নজরুল-চরিতের নাট্যরূপ

বিরস-রচনা

শিল্পায়নী
৩৯, চন্দনপুরা ওয়েষ্ট লেইন
চট্টগ্রাম।

॥ **প্রথম শিল্পায়ণী প্রকাশ**
শ্রাবণ ১৩৬৭
জুলাই ১৯৬০ ॥

॥ **প্রকাশনায়**
বেগম সালেহা সাত্তার
শিল্পায়ণী
৩৯, চন্দনপুরা ওয়েষ্ট লেইন
চট্টগ্রাম ॥

॥ **মুদ্রণে**
মুহম্মদ ইউসুফ চৌধুরী
সিগনেট প্রেস
চট্টগ্রাম ॥

॥ **প্রচ্ছদ চিত্রণে**
এম্‌, সোলায়মান ॥

॥ **প্রচ্ছদ মুদ্রণে**
আর্ট প্রেস
চট্টগ্রাম ॥

॥ **দাম**
শোভন-সংস্করণ
রেক্সিন-বাঁধাই তিন টাকা আট আনা
কাগজ-বাঁধাই দু'টাকা আট আনা ॥

পাপ্‌ড়ি,

এ নাটক যখন সম্ভাবনায় উন্মুখ, তখনই
তোমার উদ্‌গম—
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭
১৮ই মে ১৯৬০
বুধবার, বিকেল ৪-২৫' মিঃ —
অমর হয়ে থাকুক তোমার এ শুভ উদ্‌গম-তিথি,
সংগে তোমার এ বই-ও !

—বাবা

চট্টগ্রাম কলেজ,
চট্টগ্রাম।
১৫ই জুলাই ১৯৬০ ॥

॥ নাট্যকারের কথা ॥

'কবি-দা' জীবন-চরিত বা ইতিহাস নয়, সেরেফ নাটক, এবং নাটকই। 'কবি-মনীষী', 'যুগ-মানব' আর 'ব্যক্তি-মানুষ'—নজরুল-চরিতের এ ত্রিরূপ এ নাটকের প্রতিপাদ্য ॥

অপরিহার্য কারণে এ নাটকে কিছু বেশী সংখ্যক গান ব্যবহার করেছি। নিম্নে কারণগুলি বিধৃত করা গেল—

(১) ড্রামাটিক রিলিফ : ট্র্যাজিডিতে তা' অত্যাবশ্যক। এ উদ্দেশ্যে Episode (শাখা-কাহিনী) সৃষ্টি এ নাটকে সম্ভব হয়নি।

(২) 'কবি-দা'-চরিত্র চিত্রণ : নজরুল প্রধানত কবি, তারপর—জলসা-প্রিয় মিশুক মানুষ, আর যুগন্ধর চিন্তানায়ক। তিন হাজারের বেশী গান তিনি রচনা করেছেন,—যা পৃথিবীতে আর কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। এহেন নজরুল-চরির্তকে 'কবি-দা' নাটকে নাট্যরূপ দিতে গিয়ে যথা-প্রয়োজন গান ব্যবহার করতে হবে বৈ কি।

(৩) তন্মধ্যে, দৃশ্য সজ্জাকালীন গেয় প্রাসংগিক গানই নয়টা। এ-সব গান শ্রোতৃমণ্ডলীর মনকে পরবর্তী ঘটনার জন্যে উন্মুখ করে তুলবে এবং দু-দৃশ্যের মধ্যবর্তী ছেদ পূরণ করে নাটকীয় কাহিনীর গতি-প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে সহায়তা করবে ॥

প্রস্তাবনা রীতি-মাফিক নাট্যরস জমানোর সহায়ক, কিন্তু এ নাটকে তা' অপরিহার্য নয়। সাধারণ রংগমঞ্চে রূপায়ণকালে অথবা কোনো বিশেষ শ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে এর ব্যবহারের সময় অসুবিধা বোধ হলে এ নৃত্য-দৃশ্য বাদও দেওয়া যেতে পারে ॥

॥ চরিত্রায়ণে ॥

SHAMSUL AREFEEN- M. A; LL.B;
41, AGHA MASIH LANE,
DACCA—2

পুরুষ

কাজী নজরুল ইস্‌লাম—কবি-দা

বুলবুল	নজরুলের তিন ছেলে
সব্যসাচী	
অনিরুদ্ধ	

'প্রবাহ'—কবি-দার আবাল্য-বন্ধু

মুজফ্‌ফর আহমদ	কবি-দার বন্ধু-বান্ধব
পবিত্র গাংগুলী	
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	
নলিনীকান্ত সরকার	
কাজী আবদুল ওদুদ	
আবদুল কাদির	
খান মঈনুদ্দীন	
শান্তিপদ সিংহ	

শরৎ পণ্ডিত—ভূয়োদর্শী প্রবীণ স্কুলমাষ্টার
আব্বাস উদ্দীন আহমদ—বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী
ভূপতি মজুমদার—সন্ত্রাসবাদী যুগান্তর দলের অন্যতম নেতা
অধ্যাপক হেম দত্তগুপ্ত—নজরুলের শুভাকাংক্ষী
বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত (রাঙা-দা)—বিরজাসুন্দরী দেবীর ছেলে
আবদুল হামিদ—নজরুল-ভক্ত
হেমন্তকুমার সরকার—জনৈক কংগ্রেস-নেতা
বরদাকান্ত মজুমদার—কালী-সাধক
মৌলবী সাহেব—সুফি-তাত্ত্বিক

বাউল, বৈষ্ণব বাবাজী, শাক্ত সন্ন্যাসী, ডাঃ গুপ্ত, ডাঃ রায়, একদল ছাত্র, নির্বাচন-সংঘের একদল ছাত্রকর্মী, জনকয়েক প্রতিবেশী, চাকর, ষ্ট্রেচার-বাহকদ্বয় ॥

স্ত্রী

নার্গিস আসার খানম—নজরুলের পরিত্যক্ত প্রথম পত্নী
প্রমীলা দেবী (আশালতা সেনগুপ্তা)—নজরুলের দ্বিতীয় পত্নী
গিরিবালা দেবী—প্রমীলার মা
বিরজাসুন্দরী দেবী—প্রমীলার কাকীমা
কমলা—বিরজাসুন্দরীর মেয়ে
ছায়া—প্রমীলার সখী
লতিকা ঘোষ—স্বেচ্ছা-সেবিকা নার্স ॥

* * *

।।। প্রস্তাবনা ।।।

॥ "পথচারী" (কবিতা) ঃ স্বপ্ন-সম্ভব নৃত্য-নাট্য-রূপ দান ॥

চরিত্রায়ণে—'নিদ্রিত নজরুল' ॥ 'স্বপ্নচারী নজরুল' ॥ নার্গিস ॥ প্রমীলা ॥
'নার্গিসের প্রেতাত্মা' ।।।

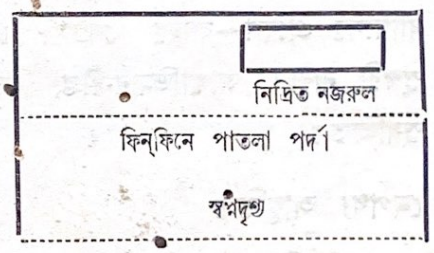

= মঞ্চরূপ =

দৃশ্য-পরিকল্পনা

নজরুলের শোবার ঘর ॥

নিশুতি রাত। পেছন দিকে একটি খাটিয়ায় নজরুল একা শুয়ে—ঘুমিয়ে আছে। মঞ্চে—প্রথমে আব্‌ছা অন্ধকার, পরে নিবিড় অন্ধকার নেমে এলো।

একটু পর। নাচের বাজ্‌না বাজার সংগে সংগে উজ্জ্বল রঙিন আলোয় ঝল্‌মল্‌ করে উঠল মঞ্চ ঃ স্বপ্নিল পরিবেশ। মাঝখানে—ফিন্‌ফিনে পাতলা পর্দা ঝোলানো। পর্দার ওপাশে—'নিদ্রিত নজরুল'। পূর্ববৎ খাটিয়ায় শুয়ে।

ভাবের তালে তালে নৃত্যচ্ছন্দে 'স্বপ্নচারী নজরুলে'র আবির্ভাব ও গতি-উন্মাদ নৃত্য—যৌবন-উচ্ছল মাদকতা-পূর্ণ চেহারা ॥

॥ নেপথ্য আবৃত্তি ॥

"কে জানে কোথায় চলিয়াছি ভাই মুসাফির পথচারী,
দু'ধারে দু'কূল দুঃখ-সুখের—মাঝে আমি স্রোত-বারি!
আপনার বেগে আপনি ছুটেছি জন্ম-শিখর হ'তে
বিরাম-বিহীন রাত্রি ও দিন পথ হ'তে আন্‌পথে।

আমি ছুটে যাই জানি না কোথায়, ওরা মোর দুই তীরে
রচে নীড়, ভাবে উহাদেরি তরে এসেছি পাহাড় চিরে।
হায় কত হতভাগী—
আমিই কি জানি—মরিল ডুবিয়া আমার পরশ মাগি'।

ওপাশে ঃ 'নিদ্রিত নজরুল'—প্রথম দিকে আনন্দোজ্জ্বল চেহারা, শান্ত ভাব; শেষের দিকে খানিক বিচলিত। ভাবের তালে তালে হাব-ভাবের ক্রম-পরিবর্তন। এপাশে ঃ 'স্বপ্নচারী নজরুল'—ভাবানুসারী নৃত্য ॥

॥ নেপথ্য আবৃত্তি ॥

"জানি সব জানি, ওরা ডাকে মোরে দু'তীরে বিছায়ে স্নেহ,
দীঘি হ'তে ডাকে পদ্মমুখীরা, 'থির হও বাঁধি' গেহ'!

নাগসের প্রবেশ—বাহির থেকে। চটুল নৃত্য-ভংগী ঃ ভরা-যৌবনা, অনিন্দ্য-সুন্দরী নারী। আত্মাভিমান-দীপ্ত, জ্যোতির্ময় চেহারা। বিচিত্র বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত ॥

॥ নেপথ্য আবৃত্তি ॥

"আমি বয়ে যাই—বয়ে যাই আমি কুলুকুলু কুলুকুলু,
শুনি না—কোথায় মোরই তীরে হায় পুরনারী দেয় উলু।
সদাগর-জাদী মণি-মাণিক্যে বোঝাই করিয়া তরী
ভাসে মোর জলে,—

'স্বপ্নচারী নজরুলে'র সামনে ঘনিয়ে আসে নার্গিস; চোখাচোখি হয়,—বিস্ময়-বিমুগ্ধ আর আনন্দ-বিহ্বল হয়ে উন্মাদ নৃত্যচ্ছন্দে মেতে ওঠে ওরা দু'জন। ………ক্রমে কি যেন কি সন্দেহের কালো ছায়ায় আচ্ছন্ন মুখ, স্তব্ধ নজরুল হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে যায়। অস্থির বিচলিত নৃত্যের পর নার্গিসও চলে যায়। ক্ষণ-তরে মঞ্চ অন্ধকার থাকে। আব্‌ছা আলো—অনুরূপ সংগীত। 'স্বপ্নচারী নজরুলে'র প্রবেশ। নৃত্য। ওপাশে ঃ 'নিদ্রিত নজরুল'—উস্‌খুস্‌ করছে।

॥ নেপথ্য আবৃত্তি ॥

"লুকাইয়া আসে গোপনে নিশীথে কূলে মোর অভাগিনী,
আমি বলি চল্‌ ছল্‌ ছল্‌ ছল্‌ ওরে বধূ তোরে চিনি!

কূল ছেড়ে আয় রে অভিসারিকা, মরণ-অকূলে ভাসি'!
মোর তীরে-তীরে আজো খুঁজে ফিরে তোরে ঘর-ছাড়া বাঁশী।

প্রমীলার প্রবেশ < বাহির। আত্মসমর্পণের ভাব,—স্নিগ্ধ-মধুর চেহারা; সারা মনোপ্রাণ যেন নিঃশেষে উজোড় করে দিতে চায়।

বহু-প্রত্যাশিত-জনের আকস্মিক দর্শনে আনন্দে স্তম্ভিত নজরুল; সে ভাব কেটে যায়। অবাক-বিস্ময়ে এগিয়ে আসে। তারপর চলে—প্রেম-বিভোর মিলন-নৃত্যাভিনয়। …… মনে পড়ে যায়, নার্গিসের কথা। বিচলিত, চঞ্চল কবি। বেদনা-বিধুর প্রমীলা। মানস-দ্বন্দ্বের ছাপ উভয়ের চোখে মুখে। প্রমীলা হঠাৎ ঝাঁপায়ে পড়ে কবির বুকে। ঝনাৎ করে যন্ত্র-সংগীতে মীড় পড়ে॥

॥ নেপথ্য আবৃত্তি ॥

"সে পড়ে ঝাঁপায়ে জলে,
আমি পথে ধাই—সে কবে হারায় স্মৃতির বালুকা-তলে।"

হেলা-ভরে প্রমীলাকে দূরে ঠেলে দিয়ে স্বভাব-সংগত দ্রুত গতিতে বাইরে বেরিয়ে যায় নজরুল।

স্তব্ধ প্রমীলা—দুঃসহ মানস-পীড়ায় জর্জরিত; বিমর্ষ মুখে এক পাশে দাঁড়িয়ে ধোঁকা।

অকস্মাৎ কাঠ-ফাটা অট্টহাসিতে চারদিক কাঁপায়ে নজরুলের প্রবেশ। 'সংহার-মূর্তি'—রুদ্র মহাদেবের মতো পাগ্‌লা-ঝোরা নট-নর্তন। প্রমীলা ভয়ে কাঁপ্‌ছে। ওপাশেঃ 'নিদ্রিত নজরুল'—উত্তেজিত॥

॥ নেপথ্য আবৃত্তি ॥

"কস্তুরী হরিণ সম
আমারি নাভির গন্ধ খুঁজে ফেরে গন্ধ-অন্ধ মন-মৃগ মম!
আপনারই ভালোবাসা
আপনি পিইয়া চাহে মিটাইতে আপনার আশা!
অনন্ত অগস্ত্য-তৃষাকুল বিশ্ব-মাগা যৌবন আমার
এক সিন্ধু শুষি' বিন্দু সম, মাগে সিন্ধু আর!

ভগবান! ভগবান!! এ কি তৃষ্ণা অনন্ত অপার!
কোথা তৃপ্তি? তৃপ্তি কোথা? কোথা মোর তৃষ্ণা-হরা প্রেম-সিন্ধু
অনাদি পাথার?”

বেদনাহত নৃত্য-তালে নজরুলের প্রস্থান > বাহির। চূড়ান্ত মানস-পীড়ায় বিকল-প্রায় প্রমীলা—বেদনা-বিহ্বল নৃত্য। আবার নজরুলের প্রবেশ—পেছনে ‘haunting mood’-এ নৃত্য-রতা নার্গিস,—কালো পোষাক, বিরহ-কাতর চেহারা। নজরুলের পেছনে পেছনে এভাবে চল্‌ছে, যেন ও না দেখে। দ্বিধা-সংশয়-সন্দেহের তীব্র দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ মানস, বিপর্যস্ত চেহারা নজরুলের। আবোল-তাবোল নৃত্য। প্রমীলা ঈর্ষা-কাতর; নার্গিসের চোখ হিংস্র। ... ... আহত প্রমীলা নিম্নাংগ অবশ হ’য়ে বসে পড়ে॥

॥ নেপথ্য আবৃত্তি ॥

“‘জানিনাক’ হায় চলেছি কোথায় অজানা আকর্ষণে,
চলেছি যতই তত সে অথই বাড়ে জল খনে খনে।
সম্মুখ-টানে ধাই অবিরাম, নাই নাই অবসর,
ছুঁইতে হারাই—এই আছে নাই—এই ঘর এই পর।
ওরে চল্ চল্ ছল্ ছল্ ছল্ কি হবে ফিরায়ে আঁখি?
তোরি তীরে ডাকে চক্রবাকেরে তোরি সে চক্রবাকী!!

ঝনাৎ করে যন্ত্র-সংগীতে মীড় পড়া। চকিত নার্গিস—আঁত্‌কে উঠে অলক্ষ্যে বেরিয়ে যায়। চম্‌কে উঠে প্রমীলার দিকে ফিরে তাকায় নজরুল। অসহায় দৃষ্টি, চলচ্ছক্তিহীন অর্ধ-অবশ প্রমীলা। নজরুলের চোখে অপরিসীম দরদ॥

॥ নেপথ্য আবৃত্তি ॥

“ওরা সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে যায় কূলের কুলায়-বাসী,
আঁচল ভরিয়া কুড়ায়ে আমার কাদায়-ছিটানো হাসি।
ওরা চ’লে যায়, আমি জাগি হায় ল’য়ে চিতাগ্নি শব,
ব্যথা-আবর্ত মোচড় খাইয়া বুকে করে কলরব!—

ওপাশে: ‘নিদ্রিত নজরুল’-এর মাথা বালিশ থেকে পড়ে গেছে; চরম অস্বস্তিতে মাঝে মাঝে ‘আঃ - আঃ’ গোঙানি-ধ্বনি মুখ থেকে বেরিয়ে আস্‌ছে। এপাশে: হঠাৎ বেপরোয়া অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে ‘স্বপ্নচারী নজরুলে’র ‘ভোলা-শিব-নৃত্য’॥

॥ নৈপথ্য আবৃত্তি ॥

> “ওরে বেনোজল, ছল্ ছল্ ছল্ ছুটে চল্ ছুটে চল্ !
> হেথা কাদাজল পংকিল তোরে করিতেছে অবিরল।
> কোথা পাবি হেথা লোনা আঁখিজল, চল্ চল্ ‘পথচারী’,
> করে প্রতীক্ষা তোর তরে লোনা সাত-সমুদ্র-বারি।”

ছুটে বেরিয়ে যাবার মুখে কান্নায় ভেঙে-পড়া প্রমীলার দিকে নজর পড়তেই থম্‌কে দাঁড়ায় নজরুল! আর্দ্র চোখে কাছে আসে! মমতাস্নিগ্ধ চাহনীতে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। ... ... হাত বাড়িয়ে নজরুল প্রমীলাকে বুকে টেনে নিতে যাবে, এমন সময়—

‘ভুতুড়ে খন্‌খনে হাসি’ !—যন্ত্র-সংগীতে ভয়ংকর পরিবেশ সৃষ্টি। ঘন আবছা আলো। রোমাঞ্চকর বাজ্‌না !

“নার্গিসের প্রেতাত্মা” — ধীর-মন্থর গতিতে প্রবেশ < বাহির।

ওপাশে ঃ ‘নিদ্রিত নজরুল’—দম্ আট্‌কানো-ধ্বনি—‘আঃ’...‘আঃ’ ! এপাশে ঃ ভয়ে রক্তলেশহীন চেহারা প্রমীলার। আতংকে বিস্ফারিত নজরুলের দু’চোখ। অট্টহাসিতে দু’ কংকালসার থাবা মেলে এগিয়ে আস্‌ছে প্রেতাত্মা...... থাবা নজরুলের কণ্ঠলগ্ন হতেই—প্রমীলার মূর্ছা ও পতন।

নজরুলের মস্তিষ্ক-বিকৃতি—নির্বিকার শূন্য চাহনী।

প্রেতাত্মার ভয়াবহ ‘রোম-হর্ষক’ অট্টহাসি ঃ জিঘাংসার ভাব।

ওপাশে ঃ তীব্র ঝাঁকুনি খেয়ে তৎক্ষণাৎ উঠে বসে ‘নিদ্রিত নজরুল’॥

মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়॥

॥। যবনিকা পতন ॥।

॥। অংক—এক ॥।

॥ দৃশ্য-সজ্জা-কালীন গান—সামনে বসে ঃ বহিরাগত যে কোনো গীতশিল্পী ॥

বল বীর—
বল উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির !
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর !
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর !
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির।

আমি অনিয়ম উচ্ছৃংখল,
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃংখল !
আমি মানিনাকো কোনো আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন !
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাত্রীর !
বল বীর—
চির- উন্নত মম শির। (ঐ)

আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা',
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পঞ্জা,
আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা !

মহা- বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না—
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত!

আমি চির-বিদ্রোহী বীর—
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির॥ (ঐ)

অংক—এক

১ম দৃশ্য

১৩২৮ সাল। অগ্রহায়ণ। রাত প্রায় বারোটা॥
কুমিল্লা—বিরজাসুন্দরী দেবীদের বাড়ীর বৈঠকখানা॥
একপাশে—টেবিলের ওপর ভাত ঢাকা-দেওয়া, জগ-ভর্‌তি পানি, লবণ-দানী ও শূন্য গ্লাস॥

চরিত্রায়ণে—প্রমীলা, কমলা॥ বিরজাসুন্দরী॥ গিরিবালা॥ নজরুল,
রাঙাদা’ ও একদল ছাত্র॥।

প্রমীলা—রুমালে ফুল তুল্‌ছে, কমলা—উলের সুতো দিয়ে কি যেন বুন্‌ছে। মাঝে মাঝে হাই উঠছে দু’জনেরই। নিদ্রালু ছল্‌ছলে চোখ। ওরা প্রায় সমবয়সী॥

॥ কমলা ॥ (হাই তুলে) আর পাচ্ছিনে, বাপু!—উঠি আমি। তুই ঘুমোতে যাবিনে, দুলি?

॥ প্রমীলা ॥ আরও একটু দেখি। ঘুমোলে কাকী-মা বক্‌বেন যে!

॥ কমলা ॥ বক্‌বেন!— হুঁঃ! বক্‌লেই হলো আর কি! ওরা তো ওদিকে ‘ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও’ করে সারা শহর মাত্‌ করে বেড়াচ্ছে আমরা এখানে বসে বসে হাই তুলি। বয়ে গেছে আমার! (হাই তোলা)—এই আমি চল্‌লুম।

॥ প্রমীলা ॥ কিন্তু, কাকী-মা—

॥ কমলা ॥ যা-যা—রেখে দে তোর কাকী-মা! আমি কাউকে কেয়ার করিনে। যাই শুতে—দেখি কে কি করেন! (যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে) তুই ততক্ষণ বসে বসে নাম জপ্ কর!—যত সব আধিক্যেতা!!
(প্রস্থান > ভেতর।)

প্রমীলা সেলাইয়ে মন দেয়। বাইরে কোথা থেকে বারোটা বাজার ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসে।

॥ প্রমীলা ॥ (উৎকর্ণ হয়ে গণনা) দুই…চার…ছয়…আট…দশ…বারো! এ্যাঁ, বারোটা!!

বিরজাসুন্দরীর প্রবেশ < ভেতর। বিরজাসুন্দরী প্রমীলার কাকী-মা। প্রবীণ বয়েস। নজরুল তাঁকে মায়ের মত শ্রদ্ধা করে।

॥ বিরজা ॥ বারোটা বাজে। দুঃখুটা এলোনা এখনো। হ্যাঁ-রে, দুলি, তুই এক্লা? বাচ্চি কোথায়?

॥ প্রমীলা ॥ ওর ভারী ঘুম পেয়েছে, কাকী-মা! তাই—

॥ বিরজা ॥ ঘুমোতে গেছে বল্। আমার হয়েছে মহা-মুশকিল! যেমন মেয়ে, তেম্নি ছেলে! ছেলেটাও যে কি—সে-ই ভোর চারটা থেকে দুঃখুর পিছু পিছু টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলি, ও না হয় কবি-মানুষ, খেয়াল কম। তুইতো বাপু নাওয়া-খাওয়ার সময় অন্তত ওকে ধরে আন্তে পারিস্!

॥ প্রমীলা ॥ কাকী-মা!

॥ বিরজা ॥ কিরে, কিছু বল্বি?

॥ প্রমীলা ॥ আমি স-ব খবর নিয়েছি।

॥ বিরজা ॥ কার কাছে?

॥ প্রমীলা ॥ ওই তরু দা,—বোসেদের বাড়ীর তরু-দার কাছে। সন্ধ্যে বেলা এসেছিলেন!

॥ বিরজা ॥ ও তো দুঃখুদের সংগে গেছ্‌ল, না

॥ প্রমীলা ॥ ফিরে এসেছেন। উনিই তো বল্‌লেন—

॥ বিরজা ॥ কী বল্‌ল? বল্‌-বল্‌।

॥ প্রমীলা ॥ বল্‌লেন, জানিস্‌ দুলি, কি অসাধারণ মানুষ তোদের ওই কাজী-দা। যেমন গান, তেম্‌নি কথা—একেবারে আগুন-ঝরানো প্রতিটি কথা! আর কাজী-দা নিজে? ওরে বা-ববাঃ! হারমোনিয়ম গলায় ঝুলিয়ে, ঝাঁক্‌ড়া চুল দুলিয়ে যখন তালে তালে গান করেন—

॥ বিরজা ॥ থাম্‌লি কেন? বল্‌-বল্‌! বল্‌, মা!

॥ প্রমীলা ॥ আমি বল্‌লাম, রীতিমত সঙ! উনি জিব্‌ কেটে বল্‌লেন, ওকথা বল্‌তে নেই। তুই দেখিস্‌নি, দুলি,— ও' যেন গাজনের পাগ্‌লা শিব!

॥ বিরজা ॥ হ্যাঁ! ঠিক তাই। (অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম) আর কি বল্‌ল?

॥ প্রমীলা ॥ বল্‌লেন, সারা কুমিল্লা টাউন নাকি একেবারে খেপে গেছে—টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুট্‌ছে যেন! পুরো 'হরতাল'—অমন নাকি কোনোদিন হয়নি। আর কাজী-দা—গান গাইতে গাইতে চর্‌কির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এ-ই এখানে, ও-ই ওখানে—মোগলটুলি, রাজগঞ্জ—

॥ বিরজা ॥ হ্যাঁ-রে! কিছু খেয়েছে শুন্‌লি?

॥ প্রমীলা ॥ কিচ্ছু খাননি সারাদিন। খালি চা আর চা! কত কাপ্‌ যে—

॥ বিরজা ॥ হুঁ! ওই করেই ছেলেটা ডুব্‌বে। খালি পেটে অত চা কখনো সয়! এ-ই আমি তোকে আজ বলে রাখ্‌লাম,—দেখিস্‌ দুলি, এ অনিয়ম করে করেই মাথা গরম হয়ে ও'যদি শেষতক পাগল না হয়···(চম্‌কে উঠে জিব্‌ কেটে) বিশ্বেশ্বর! দোষ নিও না, প্রভো! (প্রণাম)—যত নষ্টের মূল ওই ন্যাড়া-বেটা গান্ধী! 'অসহযোগ—অসহযোগ' ক'রে ছেলে-গুলোকে খেপিয়ে তুল্‌লে! আর তুমি বাবা—'প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌স্‌'!— ও আমার ভারি প্রিন্স্‌-রে!! ঠিক এ সময় এলে কিনা প্রিন্স-গিরি কলাতে!!!

গিরিবালার প্রবেশ < ভেতর। প্রমীলার মা। প্রৌঢ় বয়েস বিধবা মানুষ। সৌম্য, শান্ত চেহারা। বেশ সাবধানী, সতর্ক॥

॥ গিরিবালা ॥ এ-ই যে ছোটো-বৌ! তোমায় খুঁজ্‌ছিলাম, ভাই!

॥ বিরজা ॥ কেন, দিদি?

॥ গিরিবালা ॥ কেন আবার!—তুধ আঁচে দিয়ে এসেছি; আর ঝোল্—সে হবে 'খন। ওরা এলে তু-চার মিনিটের মধ্যেই গরম করে দেবো। হাঁ, ভাল কথা, খাবার যা' আছে এতে দশ-বারো জন—

॥ বিরজা ॥ দশ-বারো জন! অত খাবারে কি হ'বে?

॥ গিরিবালা ॥ কি আর হবে। নুরু তো এক্‌লা আস্‌বে না—শুন্‌লাম, ওর সংগে এক দংগল ছেলেপিলে ঘুরছে।

॥ বিরজা ॥ দরকার নেই, বাপু! ওই বখাটে ছেলের দলই ওকে ডোবালে! (রেগেমেগে প্রস্থান > ভেতর।)

॥ গিরিবালা ॥ সে আমি জানি,—তুমি দেবে ওদের অত রাত্রে না খেয়ে যেতে!—একি! তুই যে ঘুমে ঢুলে পড়ছিস। তুই না হয় শুতে যা, তুলি,—আমি এদিক দেখ্‌বো।

॥ প্রমীলা ॥ না—মা। ওরা তো এক্ষুণি এসে পড়বে। তা-ছাড়া—আমার এ সেলাইটুকু শেষ করে নিই।

॥ গিরিবালা ॥ আচ্ছা। আমি তাইলে ওদিক গোছাই গে'।

(প্রস্থান > ভেতর।)

প্রমীলা আবার সেলাই নিয়ে বসে। … কিন্তু, ঘন ঘন হাই ওঠে; ঢুলুঢুলু চোখ। এক সময় টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর। বাইরে গানের শব্দে ধড়মড় করে উঠে বসে প্রমীলা। চোখ রগ্‌ড়ায়।

॥ নেপথ্য গান ॥

কোরাস ঃ— ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও!
ফিরে চাও ওগো পুরবাসী,
সন্তান দ্বারে উপবাসী
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও!
জাগো গো, জাগো গো,
তন্দ্রা-অলস জাগো গো,
জাগো রে! জাগো রে!!

মুক্ত করিতে বন্দিনী মা'য়
কোটি বীরসুত ঐ হের ধায়
মৃত্যু-তোরণ-দ্বার-পানে—
কার টানে ?
দ্বার খোলো ! দ্বার খোলো !
একবার ভুলে ফিরিয়া চাও !

কোরাস :— ভিক্ষা দাও…

হুড়মুড় শব্দে নজরুলের প্রবেশ < বাহির। গলায় হারমোনিয়ম ঝোলানো; খাটো করে ধুতি-পরা; উস্কখুস্ক বাবরি চুল; এক-গা ধুলোবালি; খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। পেছনে—রাঙা-দা : বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত।—প্রমীলার খুড়তুতো ভাই,—বিরজাসুন্দরীর ছেলে। সংগে একদল ছাত্র। ভেতরে ঢুকেই টেবিলের ওপর হারমোনিয়ম রেখে দিল নজরুল। প্রমীলা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে॥

॥ নজরুল ॥ খুদে গিন্নী যে !! অমন মুখ ভার করে কেন?

প্রমীলার দুই কাঁধে ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি ও অট্টহাস্য।

॥ বীরেন্দ্র ॥ তোরা একটু দাঁড়া—আমি এ-ই আস্‌ছি।

(প্রস্থান > ভেতর।)

॥ নজরুল ॥ (খাবারের দিকে নজর পড়তেই) বাঃ ! সব Ready ! এযে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা গো !

॥ প্রমীলা ॥ (মৃদুস্বরে) তুমি যে কী, কাজী-দা ! ওরা কি ভাববে বলো তো ?

॥ নজরুল ॥ ও—ওরা ! এ-ই—নন্দী-ভৃংগী ! শিবানীর রাগ ধরেছে, প্রাণ নিয়ে পালাও সব ! (অট্টহাসি…সকলের তাতে যোগদান। প্রমীলা লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে।)

বিরজাসুন্দরীর প্রবেশ < ভেতর। প্রমীলার প্রস্থান > ভেতর॥

॥ বিরজা ॥ হুঁ ! স-ব এসে জুটেছে ! তোরা কি ও ছোঁড়াকে দু-দণ্ড জিরোতেও দিবিনে ? বেরো—বেরো সব !

নজরুল ভাতের ঢাক্‌না ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এক খাব্‌লা মুখে পুরে দেয়।

॥ জনৈক ছাত্র ॥ আমরা তো চলেই যাচ্ছিলাম। রাঙা-দাই তো—

॥ বিরজা ॥ রাঙা ?—ও-তো একখানা মাকাল ফল ! ও'ছোঁড়ার আবার আক্কেল আছে নাকি ? তাইলে এ'রাত একটার সময়—

॥ নজরুল ॥ (কাছে এসে) মা !

॥ বিরজা ॥ তুই থাম্ তো, দুঃখু ! জ্বালাস্‌নে আর ।— একি, তোরা এখনও দাঁড়িয়ে !

॥ অন্যছাত্র ॥ (মৃদুহাস্যে) এই তো যাই, মা ! (প্রস্থানোপক্রম)

॥ বিরজা ॥ যাই, মা !—মান দেখো ! 'যাও' বল্‌তেই চল্‌লেন—সুবোধ ছেলে সব ! একটু যে ঘুমোব, তারো উপায় নেই । এ'ই—দাঁড়া !

গিরিবালার প্রবেশ < ভেতর ।

॥ গিরিবালা ॥ ঝোল-তরকারী গরম হয়ে গেছে ।

॥ বিরজা ॥ ও, আচ্ছা ।— এ-ই, তোরা ক-টি আছিস ?

॥ পূর্ব-ছাত্র ॥ আমি, অমল, বিমল, খালেদ, রশিদ—

॥ বিরজা ॥ আঃ ! তোদের নামের ফিরিস্তি কে চাচ্ছে ? বলি, সংখ্যায় ক-টি আছিস্ ?

॥ নজরুল ॥ জন দশেক হ'বে, মা !

॥ বিরজা ॥ তোমাকে কে জিজ্ঞেস করছে ?— গিরি-দি ! রাঙা-কে বলো, ওদের ওঘরে খেতে দিক ।

॥ গিরিবালা ॥ আচ্ছা । (প্রস্থান > ভেতর ।)

॥ বিরজা ॥ (ছাত্রদের লক্ষ্য করে) এখনও হা-করে দাঁড়িয়ে কেন ?

॥ পূর্ব-ছাত্র ॥ আমরা তো বাড়ী গিয়েই খেতে পারতাম !

॥ বিরজা ॥ হুঁ ! তা' পারতে ! কিন্তু এ-দুপুর রাতে বাড়ী গিয়ে খাবে কি ? খাবার তো এতক্ষণে ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে আছে ।—রাগ আছে পেট-ভরা ! যাও, বারান্দায় জল দেওয়া আছে । হাতমুখ ধুয়ে পাশের ঘরে বসে পড়ো । (ছাত্রদের প্রস্থান > বাহির ।)

॥ নজরুল ॥ (গা ঘেঁষে) মা !

॥ বিরজা ॥ মা-মা করছিস্ কেন ? বল্‌না কি বল্‌বি ।

॥ নজরুল ॥ সত্যি, মা, কে যে তোমার 'বিরজা' নাম রেখেছে, জানিনে । কিন্তু, ওনাম তোমায় মানায় না !

॥ বিরজা ॥ কি নাম মানায় তবে ?—ঢেঁপ্লো ছেলে !

॥ নজরুল ॥ বল্‌ব ? বলি—'গিরিজায়া' !

॥ বিরজা ॥ গিরিজায়া ! মানে ?

॥ নজরুল ॥ সত্যি, হিমগিরির মতোই তুমি সর্বসহা ! আর গিরিজায়া 'মেনকা'র মতোই মমতাময়ী !

॥ বিরজা ॥ (বিগলিত) খুব তো সোহাগ হচ্ছে এখন ! কিন্তু কই,—সারাদিন তো মা'র কথা মনে ছিল না।

॥ নজরুল ॥ কে—কে বলেছে মনে ছিল না ? একশো বার ছিল, হাজারো বার ছিল !—মা ! মাগো !! তুমি যে আমার দেশমাতার সংগে মিশে একাকার হ'য়ে আছো ! তুমি কত বিরাট, কত ব্যাপ্ত—মহিমময়ী ! তোমায় কি আমি ভুল্‌তে পারি, মা ? (আবিষ্ট ভাবে) ওগো, আমার দুঃখিনী মা ! তোমার দুঃখ আমি দূর করবোই। তুমি যে আমার দিবসের কর্ম-প্রেরণা, রাত্রির ধ্যান-উৎস ঃ জপ্‌-তপ্‌, স্বপ্ন-সাধনা,—সব—স-ব কিছুর মূলে তুমি !

॥ বিরজা ॥ (ছল্‌ ছল্‌ চোখ) দুঃখু ! বাবা—আমি আশীর্বাদ করি, স্বপ্ন তোর সফল হবে। ভগবান তোকে সে শক্তি দান করবেন। (নজরুল বিরজাকে প্রণাম করে)—এবার হাতমুখ ধুয়ে আয় তো, বাবা ! আমি তোর খাবার নিয়ে আসি।

কান্না চাপ্‌তে চাপ্‌তে প্রস্থান > ভেতর। প্রমীলার প্রবেশ < ভেতর ॥

॥ নজরুল ॥ প্রমালা !

॥ প্রমীলা ॥ বলো।

॥ নজরুল ॥ কেন—কেন তুমি অত রাত জেগে বসে আছো ?

॥ প্রমীলা ॥ জানিনে। হয়তো—এম্‌নি !

॥ নজরুল ॥ সত্যি তুমি জানো না। জানো না—আমি কে এবং আমি কী !

॥ প্রমীলা ॥ অত জেনে কি হ'বে ?

॥ নজরুল ॥ না-না। সব ভুলে যাও—স্রেফ ভুলে যাও। নইলে মারা পড়বে। আমি যে বিষ-নাগ ঃ আমার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায় ! (স্মৃতিমন্থন)

॥ প্রমীলা ॥ আর ভয় দেখিয়ে কি হবে ! আমি—আমি তো মরেই আছি ! কিন্তু, তুমি কী বলো তো ?

॥ নজরুল ॥ কেন—কি হলো ?

॥ প্রমীলা ॥ কি আর হ'বে। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই,—সারাদিন ঘুরে বেড়াচ্ছ। আমরা এদিকে ভেবে মরি।

॥ নজরুল ॥ ভাববার কি আছে—আমি তো আর ছেলে-মানুষ নই !

॥ প্রমীলা ॥ না—তার চাইতে কম আর কি !

॥ নজরুল ॥ (অট্টহাসি) দুলি ! এ আমার Nature—এ আমার ধর্ম ! তোমরা ভেবে কি করবে ? সবাই বলে—ভেবে মরি ! কিন্তু আমি ?—

"পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম
কস্তুরীমৃগসম।
ফাল্গুনরাতে দক্ষিণবায়ে কোথা দিশা খুঁজে পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না ॥"

যাক। আমি তো কালই কোলকাতা চলে যাচ্ছি।

॥ প্রমীলা ॥ কোলকাতা !—কালই ?

॥ নজরুল ॥ কাল—কি দু-দিন পর, একই কথা। যেতে তো হবেই।

॥ প্রমীলা ॥ (কাছ-ঘেঁষে—ধরা গলায়) ওগো ! আমি—আমিও যাবো ! আমায় তুমি নিয়ে চলো।

॥ নজরুল ॥ (হাস্য) পাগল আর কি ! আমি যে জাত যাযাবর—স্রোতের শেওলা ঃ ঘাট থেকে ঘাটান্তরে নিরন্তর ভেসেই বেড়াচ্ছি ! আজ কুমিল্লা, কাল কোলকাতা, পরশু কোথায় থাকি কে জানে। ছুটেই চল্‌ছি। ঘর বাঁধবার অবকাশ অভিরুচি কোনোটাই তো নেই আমার ! আমায় নিয়ে তুমি কি করবে ? ··· আমার সংগে—হাঃ - হাঃ - হা—আমার সংগে তুমি যাবে কোথায়, প্রমীলা ?

॥ প্রমীলা ॥ তুমি যেখানে যাবে—ঘাটে ঘাটে ! (কাঁধে মাথা রেখে) ওগো, আমি যে তোমায়—

রাঙা-দার প্রবেশ < ভেতর।

॥ বীরেন্দ্র ॥ ও— I am sorry !

চম্‌কে উঠে প্রমীলার প্রস্থান > ভেতর।

॥ নজরুল ॥ রাঙা-দা যে! তুমি একটু দাঁড়াও, ভাই। দু-মিনিটের মধ্যে আমি হাত-মুখ ধুয়ে আস্‌ছি।

প্রস্থান > বাহির।

॥ বীরেন্দ্র ॥ হুঁ—! I see—

রাঙা-দার চোখে-মুখে নৈরাশ্যের বেদনা এবং ক্রূর-কুটিল হাসি ফুটে ওঠে। মঞ্চে আব্‌ছা অন্ধকার!

||| পর্দা - পতন |||

——ঃ০ঃ——

অংক—এক

২য় দৃশ্য

॥ দৃশ্য-সজ্জা-কালীন গান—সাম্‌নে বসেঃ বহিরাগত যে কোনো গীতশিল্পী ॥

(১)

কারার ঐ লৌহ-কবাট
ভেঙে ফেল্, কর্‌রে লোপাট
রক্ত-জমাট
শিকল-পূজোর পাষাণ-বেদী!
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ!
ধ্বংস-নিশান
উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি'।

(২)

গাজনের বাজ্‌না বাজা!
কে মালিক? কে সে রাজা?
কে দ্যায় সাজা
মুক্ত স্বাধীন সত্যকে রে?
হা হা হা পায় যে হাসি,
ভগবান পর্‌বে ফাঁসি?
সর্বনাশী
শিখায় এ হীন তথ্য কে রে?

(৩)

ওরে ও পাগ্‌লা ভোলা,
দে রে দে প্রলয়-দোলা
গারদ-গুলা
জোর্‌সে ধ'রে হেঁচ্‌কা টানে!
মার্‌ হাঁক হৈদরী হাঁক,
কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক,
ডাক্‌ ওরে ডাক্‌
মৃত্যুকে ডাক্‌ জীবন পানে!

(৪)

নাচে ঐ কাল-বোশেখী,
কাটাবি কাল ব'সে কি?
দে রে দেখি
ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি'!
লাথি মার্‌, ভাঙ্‌রে তালা!
যত সব বন্দী-শালায়—
আগুন জ্বালা,
আগুন জ্বালা, ফেল্‌ উপাড়ি'!

১৩২৯ সাল, ৯ই আশ্বিন। ১৯২২ খ্রীঃ, ২৬শে সেপ্টেম্বর। দুর্গা পূজার সময়॥ কোলকাতা— ৭নং প্রতাপ চাটুজ্জে লেন। নজরুল-পরিচালিত অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ধূমকেতু'র আফিস॥

এক পাশে— একটা ভাঙা তক্তপোশ, অন্য পাশে— লম্বা টুল। একখানা নড়্‌বড়ে টেবিলে অগোছালো ভাবে কাগজ-পত্র ছড়ানো। তাতে আরো আছে—ফ্লাস্ক-ভর্তি চা, পেয়ালা; একথালা সাজানো পান; আর হারমোনিয়ম। নীচে—পিকদান॥

চরিত্রায়ণে—নজরুল॥ 'প্রবাহ'॥ মুজফ্‌ফর॥ নৃপেন, শৈলজা॥ পবিত্র॥ ভূপতি॥ শরৎ॥ শান্তি॥ নলিনী॥॥

তক্তপোশে বসে নজরুল কি যেন লিখ্‌ছে। মুখে পান। পরনে লাল-ডোরা লুংগি; গায়ে কালো গেঞ্জি, হল্‌দে চাদর॥

'প্রবাহে'র প্রবেশ < বাহির। রঙিন স্যুট্‌ পরনে, মুখে সিগারেট॥

॥ 'প্রবাহ' ॥ হ্যাল্লো—কবি!!

॥ নজরুল ॥ আরে, প্রবাহ যে! দে গরুর গা ধুইয়ে!! (দৌড়ে গিয়ে আলিংগন—পাঁজাকোলা ক'রে ঘুরপাক খাওয়া!) … খবর কি বল্‌তো? —অনেকদিন দেখা নেই।

॥ 'প্রবাহ' ॥ বুঝ্‌তেই পাচ্ছিস—তোর যেমনটি উন্মাদনার মধ্যে কাল কাট্‌ছে, আমারও ঠিক তাই। এক জায়গায় বসে বসে ঝিমানো—সে কস্মিনকালেও আমার ধাতে সয় না।

॥ নজরুল ॥ তা' ছিলি কোথায় এ্যাদ্দিন, তা-ই বল্‌না ?

॥ 'প্রবাহ' ॥ সে পুরাদস্তুর এক কাহিনী। বোস্—বল্‌ছি।

॥ নজরুল ॥ বল্ এবার।

॥ 'প্রবাহ' ॥ পয়লা যাই ইউরোপ, সে প্রায় ছ-সাল আগেকার কথা। এক বছর ধ'রে ইংল্যাণ্ড আর whole continent—tour দিয়ে অবশেষে আসি মধ্যপ্রাচ্যে।

॥ নজরুল ॥ তারপর ?

॥ 'প্রবাহ' ॥ ওখানে ঘুরলাম—ডাহা একটি বছর। প্রত্যেকটা দেশ দেখেছি, তার নাড়ী-ভুঁড়ির সন্ধান নিয়েছি।

॥ নজরুল ॥ (অবাক বিস্ময়ে) কিন্তু ··· অত টাকা পেলি কোথায় ?

॥ 'প্রবাহ' ॥ মানে ? আমি কি তোর মতো গরীব নাকি !

॥ নজরুল ॥ গরীব !! (অট্টহাস্য)

॥ 'প্রবাহ' ॥ হাস্‌ছিস্ যে বড়ো !

॥ নজরুল ॥ দাঁড়া, বাবা !— যেবার আমি পল্‌টনে যাই, মানে, সে তেরো শ' তেইশ সাল—প্রায় ছ-বছর হলো ঃ তোর সাথে আমার শেষ দেখা সেবার। তাই নয় কি ?

॥ 'প্রবাহ' ॥ হুঁ !

॥ নজরুল ॥ তখনও তো তুমি গরীবই ছিলে, বাছাধন ! রাতারাতি অত টাকা—আলাদিনের চেরাগ নাকি !!

॥ 'প্রবাহ' ॥ সে বাবা মান্ধাতার আমলে ছিল, হাল জমানায় ওসব নেই।

॥ নজরুল ॥ তবে ?

॥ 'প্রবাহ' ॥ ঘিলুতে এখনও ঢুক্‌ল না ? তবে শোন্—টাকা যোগাচ্ছেন স্বয়ং গৌরীসেন !

॥ নজরুল ॥ তাই বল্। (অট্টহাস্য) গৌরীসেনটি কে ? শ্বশুর তো ?

॥ 'প্রবাহ' ॥ নিশ্চয়। সে আবার যেমন তেমন শ্বশুর নয়,—যাকে বলে রীতিমত জাঁদ্‌রেল। বিখ্যাত জমিদার—ক্রোড়পতি !

॥ নজরুল ॥ কিন্তু, চোখে পড়লি কি করে ?

॥ 'প্রবাহ' ॥ পড়বো না মানে ? দেখ্‌ছিস্‌ নে চেহারাখানা—কার্তিক ও হার মানে ! এছাড়া রয়েছে—বনেদিয়ানার সার্টিফিকেট ! আর পায় কে বল্‌ ?—ভিরমি যাস্‌নে যেন ঃ গিন্নী আবার শ্বশুরের একমাত্র সন্তান,—অদ্বিতীয় উত্তরাধিকারিণী !

॥ নজরুল ॥ এ্যাঁ !—পোয়াবারো বল্‌ !

॥ 'প্রবাহ' ॥ আরো আছে। শোন্‌-শোন্‌। শ্বশুর বেটা ভারী সুবোধ ছেলে রে ! বছর দুয়েক আগে, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ একদিন—টুপ্‌ করে মরে গেলেন ! আহা-হা ! বড্ড ভালোবাস্‌তেন আমায় !

॥ নজরুল ॥ (স-কৌতুকে) শ্বশুরের বেটী ?

॥ 'প্রবাহ' ॥ সে আর বল্‌তে ! রূপে রাধা, আর গুণে— একেবারে খাঁটি কেষ্ট !

॥ নজরুল ॥ মানে ?

॥ 'প্রবাহ' ॥ মানে—সোনায় সোহাগা ! জানিস্‌ তো, 'ফুলে ফুলে মধুপান'—আমার স্বভাব। আগে অভাব ছিল, এখন তা-ও নেই। বাস্‌ ! আর পায় কে ? গিন্নী অতটা না গেলেও নেহাৎ কম যান্‌ না। টাকা আছে, বুদ্ধি আছে, রূপের বাহার তো খোল্‌তাই ! 'Money is God'—এ অহমিকাও আছে !!

॥ নজরুল ॥ হেঁয়ালি ছাড়্‌তো।

॥ 'প্রবাহ' ॥ হেঁয়ালি নয় রে,—সত্যি। এমনটি না হলে কি আর যথেচ্ছ দেশবিদেশ ঘোরা যেত ! উনি নায়েব-গোমস্তা, চাকর-চাক্‌রানী, আর 'নিশাকর' নিয়ে দিব্বি আরামে আছেন ! আমি কিন্তু গোবিন্দলালের মতো মুনি সেজে বনে যাইনি। 'প্যারীর নন্দন-কাননে' কাটিয়ে এলাম পুরো ন-মাস !

॥ নজরুল ॥ বুঝেছি, বাবা ! এবার মধ্যপ্রাচ্যের 'নাড়ী-ভুঁড়ি'র কিছুটা সন্ধান দাও। অজ্ঞজন—অবধান ক'রে জ্ঞান সঞ্চয় করি !

॥ 'প্রবাহ' ॥ সে আর কি শুনবি—যেন আগুন ধরে গেছে ! লাল হয়ে

উঠেছে মধ্যপ্রাচ্যের আকাশ আর মাটি। ফ্রান্স আর বৃটেনের কূট-চক্রে অথোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর আরব-হতাশা আর -বিক্ষোভ তলে তলে ধূমায়িত হয়ে উঠ্‌ছিল। এখন তা-ই ভীষণ বিদ্রোহের রূপ নিয়েছে।

॥ নজরুল ॥ (উৎসুক) কি রকম ? বল্—বল্ না !

॥ 'প্রবাহ' ॥ ওদিকে কামাল আতাতুর্ক, এদিকে শেরে-মিশর জগলুল। তুল্‌কালাম কাণ্ড আর কি ! এই তো সেদিন জগলুল পাশা ইংরেজের কবল থেকে জোর করে স্বদেশের স্বাধীনতা আদায় করে নিলেন। তুই দেখিস্‌নি তাঁকে। আমি দেখেছি।

॥ নজরুল ॥ দেখতে কেমন রে ?

॥ 'প্রবাহ' ॥ এ যেন অফুরন্ত প্রাণ-বন্যা ! বক্তৃতাও শুনেছি তাঁর : যেমন চেহারা, তেম্‌নি বুলন্দ আওয়াজ ! জনগণের প্রতি কি দরদ ! উদ্দীপনায় শ্রোতারা টগ্‌বগ্‌ করে ফুট্‌তে থাকে ! আর মিশর—এ যেন দু-কূল ভেঙে উপ্‌চে-ওঠা নীল-নদ !

॥ নজরুল ॥ আমিও তা-ই চাই, 'প্রবাহ'। এ ঝিমিয়ে-পড়া বাঙালী জাতির মরা-জীবন-গাঙে আবার বান ডাকুক। এ জন্যেই তো 'ধূমকেতু'র আবির্ভাব। জানিস্‌, 'ধূমকেতু'র উদ্দেশ্য কি ?

॥ 'প্রবাহ' ॥ কি ?

॥ নজরুল ॥ 'ধূমকেতু' চায়—ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। স্বরাজ-টরাজ বুঝি না। সোজা কথা—ভারতবর্ষের এক পরমাণু-ভূমিও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতের সম্পূর্ণ-দায়িত্ব থাক্‌বে ভারতীয়ের হাতে। বিদেশীর মোড়লগিরিও আমরা সহ্য কর্‌ব না।

॥ 'প্রবাহ' ॥ বলিস্‌ কি রে ! এই তো গত ডিসেম্বরে—কংগ্রেসের আহমদাবাদ অধিবেশনে—অগ্নিপুরুষ মাওলানা হসরত মোহানীর প্রথম ও আকস্মিক "পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবে" টাল সাম্‌লাতে না পেরে গান্ধীজি বিরোধিতা করে বস্‌লেন। প্রস্তাব তো নাকচ হলই ; বিচারের প্রহসনে মাওলানার হলো যাবজ্জীবন-কারাদণ্ড। এ নজির সামনে থাক্‌তেও তুই—

॥ **নজরুল** ॥ ওসব তোয়াক্কা করি না আমি। দে গরুর গা ধুইয়ে !—
জাতিকে আমি একটা কথাই স্পষ্ট বল্‌তে চাই।

॥ **'প্রবাহ'** ॥ কি কথা ?

॥ **নজরুল** ॥ 'বিদ্রোহ করো'! অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে, সমস্ত সনাতন সংস্কারের বিরুদ্ধে—বিদ্রোহ করো! বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করো ঃ আমার যা' খুশি তা-ই করবো! আমি—ধর্ম মানি না, সমাজ মানি না, রাজা-দেবতা কাউকে মানি না! 'রক্তের বদলে রক্তদান'— এ আমার একমাত্র নীতি। প্রার্থনা ? হুঁঃ! ওই ভিক্ষে করার দুর্বুদ্ধি-টুকুও দূর করতে হবে !!

॥ **'প্রবাহ'** ॥ এ পথ কি ঠিক ?—এতো দেখছি—একেবারে উচ্ছৃংখলতা !

॥ **নজরুল** ॥ হ্যাঁ, তা-ই। উচ্ছৃংখলতা আর অনিয়মের মধ্য দিয়েই নিয়মের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ধ্বংসের মধ্য দিয়ে তৈরী হবে নতুন সৃষ্টির পথ। বিপ্লব—আমি বিপ্লব চাই,—চাই Revolution! সমাজকে ভেঙে আবার গড়তে হবে। তাতেই আস্‌বে জাতির মুক্তি !

॥ **'প্রবাহ'** ॥ (ঘড়ি দেখে) উঃ! আমার যে অনেক দেরি হ'য়ে গেল। এখন উঠি।··· হ্যাঁ! আমি কিন্তু শিগগির রা'শা ভ্রমণে বেরুচ্ছি। এবার বছর-তিন-চারেক বিদেশেই কাট্‌বে।

দ্রুত গতিচ্ছন্দে প্রবাহের প্রস্থান > বাহির। নজরুল হারমোনিয়ম নিয়ে গান গাইতে সুরু করে। ঝাঁকড়া চুল দুলছে। আন্তরিকতার সুর ; তন্ময় ভাব।

॥ **নজরুল** ॥ (গান)—

(১)

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,—
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,—
তোমারি হউক জয়।

হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে—
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারি হউক জয়॥

(২)

এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়,—
তোমারি হউক জয়।
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়,
তোমারি হউক জয়।
প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্ত-মাঝে—
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমারি হউক জয়॥

গানের মাঝখানে—মুজফ্‌ফর আহমদের প্রবেশ। নিঃশব্দে বসে গান শোনা। তিনি স্থির-ধীর ও গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। চিন্তামগ্নতার ছাপ চেহারায়।

॥ নজরুল ॥ মুজফ্‌ফর দা যে! কখন এলে?

॥ মুজফ্‌ফর ॥ তোমার গানের মাঝখানেই! তা' আজ একটু আগেই এলাম। আড্ডা জম্‌তে তো এখনো দেরি আছে। এ ফুরসতে একটা গুরুতর ব্যাপারে তোমার সংগে কিছু আলাপ-আলোচনা ক'রে নিই।

॥ নজরুল ॥ ওরে বা-ব্বাঃ! গুরুতর? তবেই হয়েছে! (অট্টহাসি) 'দ্বৈপায়ন'! 'সারথী' কিন্তু মারাত্মক Mood-এ আছে আজ!

॥ মুজফ্‌ফর ॥ ঠিক বন্‌বে!

॥ নজরুল ॥ বলো,—কি বল্‌বে।

॥ মুজফ্‌ফর ॥ প্রথমত, একটা Allegation—

॥ নজরুল ॥ Allegation!— কার বিরুদ্ধে?

॥ মুজফ্‌ফর ॥ তোমারই বিরুদ্ধে। আমার মতে, তুমি বন্ধন-মুক্তির যে গান গাইছ, তা' একটা বিশেষ শ্রেণী-কেন্দ্রিক !

॥ নজরুল ॥ মানে ?

॥ মুজফ্‌ফর ॥ মানে—মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তোমার লেখায়—শুধু বাঙ্‌লার মধ্যবিত্ত-মানস-বিক্ষোভ এবং তাদেরি মুক্তির জন্যে সংগ্রামী সুর প্রকাশ পাচ্ছে।

॥ নজরুল ॥ কি বল্‌তে চাইছ—আরো স্পষ্ট করে বলো। হ্যাঁ ! তার আগে এক কাপ চা হোক। তাইলে তর্ক জম্‌বে ভালো !

॥ মুজফ্‌ফর ॥ আপত্তি নেই।

নজরুল ফ্লাস্ক থেকে দু-কাপ চা ঢেলে এক কাপ নিজে নিল, আর এক কাপ দিল মুজফ্‌ফরকে। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে।

॥ নজরুল ॥ তারপর ?

॥ মুজফ্‌ফর ॥ সন্ত্রাসবাদী-দাদাদের অনেকে তোমার এখানে আজকাল যাতায়াত সুরু করেছে। 'যুগান্তর'-দলের কেউ কেউ তো রীতিমত বাসা বাঁধতেই চাইছে।

॥ নজরুল ॥ তাতে ক্ষতি কি ? আমিও তো তা-ই চাই। এ হলো ভাঙন-পর্ব—সন্ত্রাসবাদী-বিপ্লবের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব। আমার ধূমকেতুর মূল সুরও যে তাই।

॥ মুজফ্‌ফর ॥ আমার বক্তব্য তা' নয়। আমি জান্‌তে চাই, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূ এ গুটি-কয়েক সন্ত্রাসবাদী কি দেশের মুক্তি আন্‌তে পারবে ? এ শ্রেণীর লোকেরাই কি কম অত্যাচারী ? দেশের দাসত্বের নিগড় সুদৃঢ় করার ব্যাপারে জমিদার ও ধনী যতটা দায়ী, এরা তার চাইতে কোনো অংশে কম নয়।

॥ নজরুল ॥ তাই বটে ! (দ্বিধা—একটু চিন্তা করে) না-না, তোমার গোড়াতেই কিন্তু গলদ ! আমি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুল্‌তে চাই !! এরা মুক্তি আন্‌তে না পারুক, পথ তো পরিষ্কার কর্‌তে পার্‌বে। এদের

ধ্বংসাত্মক কার্য-কলাপ দেখে ভাঙনের নেশায় মেতে উঠ্‌বে সমগ্র জাতি। তা'ছাড়া কোনো শ্রেণী-বিশেষের উপাসক তো আমি নই। কোনোদিন হ'তেও পারব না। বেদনার কবি, মানুষের কবি আমি। নির্যাতিত মানুষের মুক্তিই আমার কাম্য। জাতি-ভেদ, ধর্ম-ভেদ—ও'সবও আমি মানি না।

॥ মুজফ্‌ফর ॥ আদর্শের দিক থেকে তা মহত্তর, সন্দেহ নেই। বাহ্‌বা ও পেতে পারো! কিন্তু আমি তা' চাইনে।

॥ নজরুল ॥ তোমার চাওয়া আর আমার চাওয়া যে একই হবে—এমন তো কোনো কথা নেই!

॥ মুজফ্‌ফর ॥ তা আমিও জানি। তবু আমার অনুরোধ, তুমি তোমার আদর্শকে বস্তুভিত্তিক করে তোলো। তুমি কবি, তুমি শিল্পী,—নিজের মতে নিজের পথেই তুমি গড়ে তুল্‌বে নতুন জীবন ও নতুন জাতির বুনিয়াদ। আমার মত তোমার ওপর আমি চাপাতে চাইনে। তা' চাইলেও তুমি মেনে নেবেই বা কেন?

॥ নজরুল ॥ কী চাও তবে?

॥ মুজফ্‌ফর ॥ জনগণের প্রতি তোমার দরদ আছে। কিন্তু দুঃখ যে তাদের সম্বন্ধে আজো তুমি পরিষ্কার করে কিছু বলোনি।

॥ নজরুল ॥ বলিনি মানে! নির্যাতিত মানুষের বেদনার কাহিনী নিয়েই তো আমার "রিক্তের বেদন", "ব্যথার দান" ও অন্যান্য গল্প রচিত।

॥ মুজফ্‌ফর ॥ নির্যাতিত জন-সাধারণ বল্‌তে আমি কৃষক- ও শ্রমিক-দিগকেই বুঝি। তাদের জীবনের স্পষ্ট চিত্র কোথায়?

॥ নজরুল ॥ আমি কবি। তাদের প্রাণের বেদনার সুরই আমার কাব্যের উপজীব্য। জীবন-চিত্র আঁকবেন নাট্যকার, আর ঔপন্যাসিক। তবে—হাঁ! এ ব্যাপারে আমারও হাত দেবার ইচ্ছে আছে।

॥ মুজফ্‌ফর ॥ তা-ই হোক!···কিন্তু, আমাদের এ-লক্ষ্মীছাড়া দেশ! এখানে যে যত অলস, যে যত কর্ম-বিমুখ, সে-ই তত ভদ্দরলোক! আর যারা কাজের লোক তারাই ছোটোলোক। চাষা আর মজুর শব্দ এ-দুর্ভাগা দেশে

গালি। আমার অনুরোধ, এ চাষা আর মজুরদের তুমি জাগাও। ওদের বুঝতে দাও যে—ওরাও মানুষ !!···ওরাই দেশের শক্তি। ওদের না জাগালে, আত্ম-বোধ না শেখালে, তোমার তথাকথিত ভদ্দরলোকেরা কিছুই করতে পারবে না। কোনো ক্ষমতাই নেই ওদের। যুগ-যুগান্তর ধ'রে কৃষকের মুখের গ্রাস যারা কেড়ে খাচ্ছে, তারাই ভদ্দরলোক; তারাই সমাজপতি ! এ-সংকীর্ণ মনোবৃত্তির মূলে তুমি কুঠারাঘাত করো।

আবৃত্তি করতে করতে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবেশ। ছেলে মানুষ; কলেজে পড়ে। কিন্তু চোখে আগুন। পেছনে—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। মুখে বিড়ি। নজরুলের বাল্যবন্ধু॥

॥ নৃপেন ॥ (আবৃত্তি—টেনে টেনে)—

আয় চলে আয় রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন,

অলক্ষণের তিলকরেখা
রাতের ভালে হোক্‌না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।

॥ নজরুল ॥ (উদ্দীপ্ত কণ্ঠে আবৃত্তি)—

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু !
সাত— সাত শ' নরক-জ্বালা জ্বলে মম ললাটে !
মম ধূম-কুণ্ডলী ক'রেছে শিবের ত্রিনয়ন ঘন ঘোলাটে !
আমি স্রষ্টার বুকে সৃষ্টি-পাপের অনুতাপ-তাপ হাহাকার—
আর মর্ত্যে সাহারা-গোবী-ছাপ
আমি অশিব তিক্ত অভিশাপ !

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু !
ঐ বামন বিধি সে আমারে ধরিতে বাড়িয়েছিল রে হাত,
মম অগ্নি-দাহনে জ্বলে পুড়ে তাই ঠুঁটো সে জগন্নাথ !
আমি জানি জানি ঐ স্রষ্টার ফাঁকি, সৃষ্টির ঐ চাতুরী,
তাই বিধি ও নিয়মে লাথি মেরে ঠুকি বিধাতার বুকে হাতুড়ি,
আমি জানি জানি ঐ ভুয়ো ঈশ্বর দিয়ে যা হয়নি হবে তা'ও !
তাই বিপ্লব আনি বিদ্রোহ করি, নেচে নেচে দিই গোঁফে তাও !
তোর নিযুত নরকে ফুঁ দিয়ে নিবাই, মৃত্যুর মুখে থু থু দি,
আর যে যত রাগে রে তারে তত কাল্-আগুনের কাতুকুতু দি,
মম তুরীয় লোকের তির্যক-গতি তূর্য-গাজন বাজায় !
মম বিষ-নিঃশ্বাসে মারীভয় হানে অরাজক যত রাজায় !

(অবারিত অট্টহাস্য। হাসি থামলে—নৃপেনের পিঠে এক প্রচণ্ড থাপ্পড় কঁষে দিয়ে—)

এই যে, আমার 'ত্রিশূল' এসে গেছে ! আর পরোয়া নেই। কি বলিস্, নৃপেন, এবার তাইলে তাণ্ডব-নৃত্য সুরু হোক !... শৈল, তোর আপত্তি নেই তো ?

॥ শৈলজা ॥ মোটেই না ! লেলিয়ে দাও তোমার ভূত-পেরেত-দানো ! দানবের টুঁটি ছিঁড়ে খাক্। মাটির মানুষ হাঁপ ছেড়ে বাঁচুক, ভাইয়া !! (বিড়িতে জোর-টান দিয়ে উপরের দিকে ধুঁয়া ছুঁড়ে মারা)

॥ নজরুল ॥ ওই যে—পবিত্র আস্‌ছে। তাইলে চলুক !

পবিত্র গাংগুলির প্রবেশ < বাহির।

॥ পবিত্র ॥ চলুক না। আমি এদিকে একটু—

॥ নজরুল ॥ (অট্টহাস্য) ও, তোমার খইনি ! তা টেপো—

পবিত্র টুলে বসে খইনি টেপা সুরু করে। শৈলজা আবার বিড়ি ধরায়।...সকলের আবোল-তাবোল নৃত্য।

॥ সমবেত কণ্ঠে ॥ (কোরাস)—

আমরা সব লক্ষ্মীছাড়ার দল !
আমরা সব লক্ষ্মীছাড়ার দল !!

ভূপতি মজুমদারের প্রবেশ। 'যুগান্তর'-দলের জনৈক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নেতা ॥

॥ ভূপতি ॥ এই যে—আমিও এলাম। এই তো চাই, দাদা ! একেই বলে জীবনোন্মাদনা। জাতিটা একেবারে মরে গে'ছে ! ছেঃ !!—(আবৃত্তি)—

সুতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, ব'সে ব'সে কাল গুণি !
জাগো রে জোয়ান ! বাত ধ'রে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি।

॥ নজরুল ॥ ভূপতি, তুমিও এসে গেছ ! সত্যি, গান্ধীজির অহিংস-দর্শন এযুগে অচল।

॥ ভূপতি ॥ কি করে সচল হ'বে শুনি ? এ বিপ্লব-বিরোধী মনোভাব—এ'তো মধ্যযুগীয় জীবন-দর্শন। 'অহিংসা', 'চরকা-দর্শন', 'রামরাজত্ব',—এসব রামায়ণী ব্যাপার—রামের যুগে চল্‌তে পারত ! এ'যুগে তা' টেনে আনা কেন, বাপু ?

॥ নৃপেন ॥ এ যুগের কথা হল—

রক্তাম্বর পর মা এবার
জ্ব'লে পুড়ে যাক শ্বেত বসন।
দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন
বাজে তরবারি ঝনন্‌-ঝন্‌।

॥ নজরুল ॥ (আবৃত্তি)—

আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল ?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।
দেব-শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা,—আস্‌বি কখন সর্বনাশী ?

॥ মুজফ্‌ফর ॥ কিন্তু, পুলিন দাসের 'অনুশীলন-দলে'র সন্ত্রাসবাদী-ভায়ারা যে

ক্ষেপে আছে তোমার ওপর, কাজী! গোল বাধিয়েছে তোমার ওই দু'ছত্র—

"বারি-ইন্দ্র বরুণ আজি করুণ সুরে বংশী বাজায়,
বুড়িগংগার পুলিন-বুকে বাঁধছে ঘাঁটি দস্যু-রাজায়।"

॥ নজরুল ॥ দে গরুর গা ধুইয়ে! ওসব আমি থোড়া-ই কেয়ার করি। অন্যায় যে করবে, সে আমার বাপ হোক না কেন, আঘাত আমি তাকে হানবই!

শরৎ পণ্ডিতের প্রবেশ < বাহির। প্রৌঢ় মানুষ। অত্যন্ত রসিক।

॥ শরৎ ॥ এযে ভায়ারা! ঠিক time-এ এসে পড়েছি। এ-শর্মাকে ফাঁকি দেওয়া—হে-হে-হে সে হয়না। আগে হতো! ক্লাশে যেতাম ঃ এমন সব অংক দিতাম ছোঁড়াদের—যাতে দাঁত গলাতে না পারে! তারপর, টেবিলে মাথা রেখে, নাক ডাকিয়ে দে-ঘুম। তখন ফাঁকিও দিতাম, ফাঁকেও পড়তাম!

॥ নজরুল ॥ আর এখন?

॥ শরৎ ॥ সে আর বলো না, ভায়া,—তুমিই তো যত নষ্টের মূল! তোমার সে' 'বল বীর—বল উন্নত মম শির' কানে যেতেই বিদ্যুৎ- স্পৃষ্টের মতো মাথা সে যে তড়াক্ ক'রে খাড়া হ'য়ে থস্‌ল; আর—'Not নড়ন্-চড়ন্'!! (সকলের হাসি) হাস্‌ছ তোমরা,—আমি এদিকে মরি!

॥ নৃপেন ॥ কি হলো, দাদু?

॥ শরৎ ॥ সে আর জিজ্ঞেস করো না। এ ছোঁড়ার বদৌলতে বুড়ো দেহেও রক্ত টগ্‌বগ্ করে ফুটছে। ঘুম হয় না, ভায়া, রাতে জেগে জেগে ভাবি—

॥ নৃপেন ॥ কি ভাবেন? বলুন না, দাদু!…লজ্জা কিসের?

॥ শরৎ ॥ তা বটে! বল্‌ব? বলি তাইলে—"বৃদ্ধস্য তরণী ভার্যা'র কথা আর কি!

॥ নজরুল ॥ তা হয় না, দাদু!

॥ শরৎ ॥ ও বা-ব্বাঃ! চোখ্ রাঙাচ্ছ কেন? বুঝেছি: ত্যাজ্য-স্বামী হ'বার ভয় তো! (সকলের হাসি) আর দেরী কেন? ডাকি শান্তি ভায়াকে।—শান্তি!—ওম্ শান্তি!!

॥ নেপথ্যে শান্তি ॥ যাই, দাদু!

শান্তিপদ সিংহের প্রবেশ < ভেতর। একেবারে বাচ্চা ছোক্‌রা! উদ্বিগ্ন-যৌবন। স্কুলের ছাত্র।

॥ শরৎ ॥ ওরা যে সব অশান্ত হ'য়ে উঠল, ভায়া! শান্তি-দারু পরিবেশন করো! সব Ready তো?

॥ শান্তি ॥ হাঁ, দাদু!···আন্‌বো, কবি-দা?

॥ নজরুল ॥ তা'—আনো। (শান্তির প্রস্থান > ভেতর।) তাইলে তোমরা সব বসে পড়ো।

অর্ধ-বৃত্তাকারে মাটিতে আসনপিঁড়ি হয়ে সকলের উপবেশন। শান্তি চা-পানের মাটির ভাঁড় এনে একটা একটা ক'রে সবাইকে দিয়ে দিল। পরে, প্রস্থান > ভেতর।

॥ সমবেত কণ্ঠে ॥

আমরা সব লক্ষ্মীছাড়ার দল!
আমরা সব লক্ষ্মীছাড়ার দল!!

নলিনীকান্ত সরকারের প্রবেশ < বাহির।

॥ নলিনী ॥ যাক্—বাদ পড়িনি তাইলে। (এক পাশে মাটির ভাঁড় নিয়ে বসে পড়ল।) কবি-দা! দু-টো খবর আছে—একটা 'সু', আরেকটা 'কু'!

॥ নজরুল ॥ (মধ্যমণি হয়ে বসেছে) এখন 'সু'-টাই বলো। 'কু'-টা আপাতত স্থগিত থাক। পরে হ'বে।

॥ নলিনী ॥ এ সংখ্যা 'ধূমকেতু'র দু-প্রিণ্ট আজ শেষ হয়ে গেল তৃতীয় মুদ্রনের অর্ডার দিয়ে এলাম। বীরেন-দা প্রেসে আছেন।

॥ সবাই সমস্বরে ॥ 'দে গরুর গা ধুইয়ে' !!

শান্তির কেত্‌লীতে ক'রে চা নিয়ে প্রবেশ। সবাইকে পরিবেশন। সকলের চা-পান।

॥ নজরুল ॥ (চা-পানান্তে) নলিনী-দা! এবার তোমার কু-সংবাদ শুনি।

॥ নলিনী ॥ জান্‌লাম, এ সংখ্যা ধূমকেতুতে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' রচনার অপরাধে পুলিশ তোমাকে গ্রেপ্তার করার ষড়যন্ত্র করছে।

॥ নজরুল ॥ পুলিশ? ফুঃ!! একথা!—Be ready!

সকলের শূন্য মাটির ভাঁড় তুলে ধরা।

॥ সমবেত-কণ্ঠে ॥ দে গরুর গা ধুইয়ে!!

সংগে সংগে সকলের ভাঁড় ছুঁড়ে মারা। এ হলো নিত্য-নৈমিত্তিক চা-পর্ব-শেষে ভাঙন-উৎসব।

॥ মুজফ্‌ফর ॥ কিন্তু পুলিশের ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার নয়। তুমি বরং গা-ঢাকা দাও। কিছুদিন না হয় রাশিয়া গিয়েই থাকো। 'কমিউনিষ্ট ইণ্টার-ন্যাশন্যালে'র সংগে যোগাযোগ ক'রে আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

॥ নজরুল ॥ দেশ-ত্যাগ? হুঁঃ! সে প্রাণ গেলেও নয়!!

॥ মুজফ্‌ফর ॥ অন্তত কোলকাতা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাও। তুমি গ্রেপ্তার হলে 'ধূমকেতু' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবে।

॥ নজরুল ॥ 'ধূমকেতু'র আগুন কোনোদিন নিব্‌বে না! তার পুচ্ছ-তাড়নে সব জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে!!

॥ পবিত্র ॥ তা হোক। তবু তোমার যাওয়াই উচিত। মুজফ্‌ফর-দা ঠিকই বলেছেন।

॥ নজরুল ॥ (চিন্তিতভাবে) তোমরা সবাই যখন বল্‌ছ, তা-ই হোক··· আপাতত আমি সমস্তিপুর যাচ্ছি।

॥ শরৎ ॥ সমস্তিপুর?

॥ নজরুল ॥ হাঁ!···প্রমীলার মামা-বাড়ী। ওরা ওখানেই আছে কিনা! পরে ওদের নিয়ে কুমিল্লাও যেতে পারি!—বার বার লিখ্‌ছে।

॥ শরৎ ॥ তাই বলো! সমস্তিপুর!!— সমস্ত রহস্যের উৎস তাইলে ওখানে! শাস্ত্রে বলেঃ "নারী চরিত্রস্য রহস্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ!"—

নারী চরিত্রের রহস্য দেবতাই জানেন না, মানুষ তো কোন্ ছার! হে-হে-হে! বলি, ভায়া, সে অতল রহস্য-সমুদ্রে ডুব মারছ, না ডুবে মরছ, দেবাই জানেন!··· হুঁ! ওখান থেকে খুঁজে বের করা— সে পুলিশের বাবারও সাধ্যি নেই!!

সকলের হাসি।

।।। পর্দা-পতন ।।।

০ঃ০

অংক—এক

৩য় দৃশ্য

॥ দৃশ্য-সজ্জা-কালীন গান—সামনে বসে ঃ বহিরাগত যে কোনো গীতশিল্পী ॥

অন্তর-ন্যাশন্যাল-সংগীতের সুর

কোরাস ঃ জাগো—
জাগো অনশন-বন্দী, ওঠ রে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত!
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি'
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী,
নব জনম লভি' অভিনব ধরণী
ওরে ওই আগত ॥

আদি শৃংখল সনাতন শাস্ত্র-আচার
মূল সর্বনাশের; এরে ভাঙিব এবার!
ভেদি' দৈত্য-কারা
আয় সর্বহারা!
কেহ রহিবে না আর পর-পদ-আনত ॥
কোরাস ঃ

নব ভিত্তি 'পরে
নব নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে!
শোন্ অত্যাচারী! শোন্ রে সঞ্চয়ী!
ছিনু সর্বহারা, এই সংগ্রাম-মাঝ
ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম-মাঝ।
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ!
এই 'অন্তর-ন্যাশন্যাল-সংহতি' রে
হবে নিখিল-মানব-জাতি সমুদ্ধত ॥

কোরাস ঃ

১৩৩২ সাল, ১৯শে চৈত্র। ১৯২৬ খ্রীঃ, ২রা এপ্রিল। শুক্রবার— বিকেল বেলা ॥
কৃষ্ণনগর। নজরুলের বাসা,—বৈঠকখানা ॥

চরিত্রায়ণে—'প্রবাহ' ॥ গিরিবালা ॥ হেমন্ত, চাকর ॥ নজরুল, নির্বাচন-সংঘের একদল ছাত্র-কর্মী ॥ প্রমীলা ॥ মঈন ॥।

'প্রবাহে'র প্রবেশ < বাহির। বিচিত্র রঙের স্যুট পরনে, লাল 'ফেল্ট-হ্যাট' মাথায়। অসহিষ্ণুভাবে এদিক ওদিক তাকানো ॥

॥ 'প্রবাহ' ॥ (যেন কি স্মরণ ক'রে) হেঁ—মাসি-মা! ও মাসি-মা !!

॥ নেপথ্য ॥ কে?

গিরিবালার প্রবেশ < ভেতর।

॥ 'প্রবাহ' ॥ আমি 'প্রবাহ', মাসি মা!

॥ গিরিবালা ॥ ও!—তোমার কথা আমি অনেক শুনেছি নুরুর কাছে। বোসো, বাবা!

॥ 'প্রবাহ' ॥ বস্‌বো?—তা' বসি। কিন্তু বেশীক্ষণ বস্‌তে পারব না, মাসি-মা!

॥ গিরিবালা ॥ তুমি দেশে ফির্‌লে কবে?

॥ 'প্রবাহ' ॥ এইতো—গতকাল। এসেই শুন্‌লাম, নজরুল কৃষ্ণনগরে আছে। বাস্—দে-ছুট!

॥ গিরিবালা ॥ সত্যি, তুমিও ঠিক নুরুর মতো। (স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠে) ওকে নিয়ে আর পারিনে, বাবা! রাস যত টেনে ধরি, ও' তত পালাতে চায়!

॥ 'প্রবাহ' ॥ ও যে বাঁধন-হারা,—ওকে বেশী বাঁধতে যাবেন না। তাইলে—ঠিক পালাবে!

॥ গিরিবালা ॥ (দীর্ঘশ্বাস) আমার যত দুশ্চিন্তা—এজন্যেই তো!—একটিমাত্র মেয়ে,—আর যে আমার কেউ নেই! ওকে ওই পাগ্‌লা ছেলের হাতে দিয়ে অবধি আমার স্বস্তি নেই। একটা রাতও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারিনি। মেয়েটাও গোবেচারী! বুক ফেটে মরবে, তবু মুখ ফুটে কিচ্ছু বল্‌বে না! আর বলেই বা কি হ'বে বলো,—অরণ্যে রোদন!!

॥ 'প্রবাহ' ॥ ও-ছোঁড়া এখন আছে কোথায়, বলুন তো?

॥ গিরিবালা ॥ ওই ইলেক্‌শান! ওনিয়ে ই মেতে আছে। একদিন গেল তো সাতদিনে দেখা নেই। জেদ ধরেছে, যেমন করেই হোক হেমন্তকে জেতাবেই!—হেমন্তকে চেনো তো?

॥ 'প্রবাহ' ॥ হেমন্ত কুমার সরকার, না?

॥ গিরিবালা ॥ হাঁ! 'কংগ্রেসের টিকেট' নিয়ে এবারকার প্রাদেশিক নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে। ও'ই তো আমাদের নিয়ে এলো হুগলী থেকে। তা' তোমাকে বল্‌তে কি, বাবা—এক রকম ভালোই হলো। ওখানে হয়তো এ্যাদ্দিন না খেতে পেয়ে মারাই যেতাম।

॥ 'প্রবাহ' ॥ কেন, মাসি-মা?—মাসিক পত্রিকা আর বই-পত্র থেকে তো ওর যথেষ্ট আয় হচ্ছে। তাতেই সংসার চল্‌বার কথা!

॥ গিরিবালা ॥ কোথায় অত আয়? বারোভূতে খেয়ে যা হাতে আসে, তা-ও দু'দিনেই সাবাড়। ওকে তো জানো—টাকা এলে কোনো দিকে খেয়াল থাকেনা। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সারাদিন হৈ-হুল্লোড়,—চা-বিসকিট, পান দেদার চল্‌তে থাকে! আমিও আবার না বলতে পারিনে।— এখানে আমারও দুর্বলতা!

॥ 'প্রবাহ' ॥ নইলে কি আপনি সকলের মাসি-মা হতে পার্‌তেন! এসেই সর্বাগ্রে এ সু-খবরটুকু শুনেছি।—এখন কোনো অসুবিধা নেই তো?

॥ গিরিবালা ॥ নারে, না—এখন তো রাজার হালেই কাট্‌ছে! যাবতীয়

খরচ পত্তর যোগাচ্ছে হেমন্ত। বাড়ীতে ভালো কিছু রান্না-বান্না হ'লে নিয়েও আসে। এ বাসাও ওদেরি—ভাড়া পর্যন্ত নেয়না।…কিন্তু—

॥ 'প্রবাহ' ॥ এতে আবার কিন্তু কি, মাসি মা?

॥ গিরিবালা ॥ কাছে এসো,—বল্‌ছি।

॥ 'প্রবাহ' ॥ বলুন্।

॥ গিরিবালা ॥ আমার ভারি ভয়,—নির্বাচন শেষ হ'য়ে গেলে তখন কি উপায় হ'বে? নুরুকে ব'লে ব'লে আর পারিনে। বলি, এ সুযোগে কিছু হাত ক'রে নাও। ও' হেসেই উড়িয়ে দেয়। তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে বলো তো, বাবা!

॥ 'প্রবাহ' ॥ ও' কী বলে?

॥ গিরিবালা ॥ বলে, তুমি ভেবো না, মাসি-মা। হেমন্ত-দা অমন ছেলেই নয়! ও' একবার মেম্বার হ'তে পারলে—

॥ 'প্রবাহ' ॥ কি করবে?

॥ গিরিবালা ॥ করবে—কাঁচকলা!!— অমন অনেক দেখেছি আমি। হুগলীতে প্রথমদিকে অনেকে এর চাইতেও বেশী দরদ দেখিয়েছে। শেষে—ফিরেও চায়নি। কাজ চুকে গেলে হেমন্তও…এই যা',—ভুলে গেছি। তুমি বসো—তোমার চা নিয়ে আসি। (প্রস্থান > ভেতর।)

'প্রবাহ' উঠে অস্থিরভাবে পায়চারী করে। হেমন্তকুমার সরকারের প্রবেশ < বাহির। হাতে টিফিন-কেরিয়ার। সংগে চাকর…ট্রেতে কি সব ঢাকা-দেওয়া। 'প্রবাহ' থম্‌কে দাঁড়িয়ে হেমন্তের আপাদ-মস্তক দেখে নেয়॥

॥ হেমন্ত ॥ কে আপনি?—অমন ক'রে কি দেখ্‌ছেন॥

॥ 'প্রবাহ' ॥ এ্যাঁ! ও—আপনাকে।

॥ হেমন্ত ॥ আমাকে!

॥ 'প্রবাহ' ॥ হাঁ—একটু Scrutiny ক'রে নিচ্ছি

॥ হেমন্ত ॥ what d'you mean?

॥ 'প্রবাহ' ॥ মানে, দেখে নিচ্ছি—কতটা খাঁটী, আর কতটা মেকী! (হাসি)

॥ হেমন্ত ॥ আশ্চর্য !—কিন্তু কে আপনি বলুন তো ? জান্‌বেন, এ আমার বাড়ী। আমার বাড়ীতে ব'সে আমাকেই অপমান করা—

॥ 'প্রবাহ' ॥ বসে নয়, মশাই,—দাঁড়িয়ে ! (অট্টহাসি)···জানি, হেমন্তবাবু, এ আপনার বাড়ী ! আপনারই থাক্‌বে,—কেউ কেড়ে নেবে না।

গিরিবালার প্রবেশ < ভেতর। চা-বিস্‌কিট্ হাতে ॥

॥ গিরিবালা ॥ হেমন্ত ? কি হলো, বাবা ?

॥ হেমন্ত ॥ দেখুন তো, মাসি-মা,—এ-লোকটার কাণ্ডখানা একবার দেখুন ! আলাপ নেই, পরিচয় নেই, অথচ কি সব বাজে বক্‌ছে !!

॥ গিরিবালা ॥ ওযে আমাদের 'প্রবাহ' ঃ নুরুর বন্ধু।

॥ 'প্রবাহ' ॥ ঠিক হলো না, মাসি-মা ! বলুন, 'আত্মারাম-বন্ধু' !!

॥ গিরিবালা ॥ শোনো—ছেলের কথা ! বদ্ধ পাগল !! ওর কথায় রাগ করতে নেই, বাবা !—তা' অত খাবারে কি হ'বে ?

॥ হেমন্ত ॥ কেন—খাবেন। নন্তু, ভেতরে দিয়ে আয়।

নন্তুর খাবার নিয়ে প্রস্থান > ভেতর ॥

॥ গিরিবালা ॥ একলা মানুষ। তা-ই বলছিলাম—

॥ 'প্রবাহ' ॥ কেন, মাসি-মা ? বৌদি কোথায় ?

॥ গিরিবালা ॥ দুলি ? ওতো এ-ক'মাস কিছু খেতেই পারে না। সব তাতে 'গন্ধ-গন্ধ' ক'রে নাক সিট্‌কায় !

॥ 'প্রবাহ' ॥ তা-ই বলুন ! এ-ই প্রথম নাকি, মাসি মা ?

॥ গিরিবালা ॥ না !—ওদের প্রথম সন্তান 'আজাদ কামাল' মারা গেছে। এ-টি দ্বিতীয়।

নন্তুর প্রত্যাবর্তন ও প্রস্থান > বাহির ॥

॥ হেমন্ত ॥ নজরুল এসেছে, মাসি-মা !

॥ গিরিবালা ॥ কোথায় ?

॥ হেমন্ত ॥ আমাদের বাড়ী গেছ্‌ল। ঘণ্টা-খানেক আগে বেরিয়ে এসেছে। এক্ষুণি এসে পড়বে। আমি এখন যাই।

॥ গিরিবালা ॥ সে কি !— বসো। চা খেয়ে যেয়ো।

॥ হেমন্ত ॥ না, মাসি-মা ! অনেক কাজ পড়ে আছে—যাই।

বক্র-কটাক্ষে একবার প্রবাহের পানে চেয়ে প্রস্থান > বাহির ॥

॥ গিরিবালা ॥ চা-যে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। তুমি ততক্ষণ খাও—আমি ভেতর থেকে আস্‌ছি। (প্রস্থান > ভেতর।)

প্রবাহের চা-পান ! নজরুল ও নির্বাচন-সংঘের একদল ছাত্রকর্মীর প্রবেশ < বাহির ! নজরুলের পরনে রং-বেরঙের লুংগি, গায়ে লাল শার্ট, চুল এলোমেলো। জনৈক ছাত্রের গলায় হারমোনিয়ম ঝোলানো ॥

॥ নজরুল ॥ তুই এসে গেছিস্, 'প্রবাহ' ! বাঃ !! তাইলে আগে একখানা শুনিয়ে দিই। বোস্ !— একেবারে তাজামাল। এ-মাসে— ঐ কৃষ্ণনগরেই প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন বস্‌ছে কিনা। তাতে গাইব বলে লিখেছি। দেখ্ তো, কেমন হলো। (কোরাস-সংগীত)—

কোরাস ঃ—

দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লংঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা, হুঁশিয়ার !

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি-পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হ'বে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার ॥
কোরাস ঃ
তিমিররাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা, সাবধান !
যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদেরে পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার ॥
কোরাস ঃ
অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী ! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি-পণ !

"হিন্দু না ওরা মুসলিম ?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কাণ্ডারী ! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র ॥
কোরাস ঃ
গিরি-সংকট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গর্জায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।
কাণ্ডারী ! তুমি ভুলিবে কি পথ ? ত্যজিবে কি পথমাঝ ?
ক'রে হানাহানি, তবু চলো টানি' নিয়াছ যে মহাভার ॥
কোরাস ঃ
কাণ্ডারী ! তব সম্মুখে ঐ পলাশির প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর !
ঐ গংগায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর !
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার ॥
কোরাস ঃ
ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান ?
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী, হুঁশিয়ার ॥
কোরাস ঃ

॥ 'প্রবাহ' ॥ Excellent !!

॥ নজরুল ॥ (ছাত্রদের)—তোরা যা' এখন।

ওদের প্রস্থান > বাহির।

॥ 'প্রবাহ' ॥ এবার বল্—কেমন চল্‌ছে।

॥ নজরুল ॥ মোটেই ভালো নয়।

॥ 'প্রবাহ' ॥ বলিস্ কি রে !— যুগন্ধর কবি, চিন্তা-নায়ক যুগ-মানব তুই। দেশ তো দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছিল,—তোরি জাগর-গানে জেগে উঠে আবার পূর্ব-গৌরব ফিরে পেতে বসেছে। সর্বত্র তোরি জয়জয়কার !!

॥ নজরুল ॥ কিন্তু, প্রবাহ, কোথাও যে শান্তি নেই ! কোন্ পথে তা' আস্‌বে—খুঁজে ফিরছি।....'লাঙলে'র প্রথম সংখ্যায় বেরিয়েছে আমার

'সাম্যবাদী' কবিতা-গুচ্ছ! আমার বিশ্বাস—একমাত্র এ সাম্যের পথে;—সমন্বয়ের পথেই শান্তি আস্‌তে পারে। কিন্তু···(দীর্ঘশ্বাস)

॥ 'প্রবাহ' ॥ কিন্তু কি রে? এই তো পথ—এতে সন্দেহ কি?

॥ নজরুল ॥ সন্দেহ !!···না-না—কিন্তু, কই?—সাম্য কোথায়? বর্ণ-ভেদ, সম্প্রদায়-ভেদ—কিছুতেই তো ঘোচানো গেল না। জাতির কর্ণধার ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ,—যথার্থ কর্ণ-ধার, পুরুষ-সিংহ! শিবারা তখন মাথা তুল্‌তেও সাহস পায়নি। (ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে) আজ ১৯শে চৈত্র, ১৩৩২—দু-বছরও হয়নি; এক-তিরিশের বোশেখ মাসে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সিরাজগঞ্জ-অধিবেশনে দেশ-বন্ধুর 'হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য ফর্মুলা' গৃহীত হয়!—আজ তিনিই নেই,—কী থাকল বল্! (দীর্ঘশ্বাস) শিবা-শকুনীর রাজত্ব চল্‌ছে এখন!

॥ 'প্রবাহ' ॥ এম্‌নি অবস্থা দেখে এসেছি রা'শায়।

॥ নজরুল ॥ মানে?—সে তো অমৃতের দেশ! সর্বহারার স্বর্গ-লোক !!

॥ 'প্রবাহ' ॥ গোলাপেও কীট থাকে রে! ভেতরের সন্ধান তোরা পাবি কি ক'রে? আমি নিজ চোখে দেখে এসেছি।

॥ নজরুল ॥ কি দেখলি?

॥ 'প্রবাহ' ॥ মানুষ ছিলেন লেনিন,—জনদরদী নেতা, দেশ-প্রেমিক। এখন চল্‌ছে ডিক্‌টেটর-শিপ্। ষ্টালিনের রাজত্বে মানুষের স্বাধীন-চিন্তা, বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার, আর আত্মপ্রকাশের সহজাত দাবীটুকুও নেই! পার্টি আর নেতার স্বার্থে অসংখ্য লোকের প্রাণহানি ঘটছে।

॥ নজরুল ॥ স্বার্থ-বুদ্ধি আর ভেদ-জ্ঞান তাইলে স্থান-কাল-নির্বিশেষে সমগ্র মানব-জাতির অস্থি-মজ্জা বিষিয়েই চলেছে!···এর কি কোনো প্রতিকার নেই, প্রবাহ?

॥ 'প্রবাহ' ॥ ও-সব এখন থাক। তোর সৃষ্টি-ক্রিয়া কেমন চল্‌ছে, তা'ই শুনি।

॥ নজরুল ॥ দে গরুর গা ধুইয়ে! (অট্টহাসি)—আমি তো মেতে আছি—

(গান অথবা আবৃত্তি)

আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে—
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগ্‌বগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে—
বান্‌ ডেকে ঐ জাগ্‌ল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে!
আস্‌ল হাসি, আস্‌ল কাঁদন,
মুক্তি এলো, আস্‌ল বাঁধন,
মুখ ফুটে আজ বুক ফাটে মোর তিক্ত দুখের সুখ আসে!
ঐ রিক্ত বুকের দুখ আসে—
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

॥ 'প্রবাহ' ॥ আমি এখন উঠি, দুঃখু!

॥ নজরুল ॥ আবার আস্‌বি কবে?

॥ 'প্রবাহ' ॥ কিচ্ছু ঠিক নেই। (দ্রুত প্রস্থান > বাহির।)

প্রমীলার প্রবেশ < ভেতর। অভিমান-ভারাতুর চেহারা ॥

॥ নজরুল ॥ (উঠে গিয়ে) কেন হেন রুষ্ট, দেবী?

॥ নজরুল ॥ (চিবুক তুলে ধরে) মান ভাঙাতে হবে বুঝি! তাইলে—

॥ প্রমীলা ॥ ছাড়ো! তুমি যে কী!!

॥ নজরুল ॥ (চুম্বন) কি?

॥ প্রমীলা ॥ অসভ্য!— খেয়াল আছে তোমার? যদি এক্ষুণি কেউ এসে পড়ে?

॥ নজরুল ॥ (অট্টহাসি) কুছ্‌ পরোয়া নেহি, ডার্লিং!

॥ প্রমীলা ॥ থাক্‌বে কেন!— ওই ক'রেই তো বেড়াচ্ছ! (ফিক্‌ ক'রে হেসে দিয়ে) তা' এভাবে আর কদ্দিন কাট্‌বে?

॥ নজরুল ॥ কি ভাবে?

॥ প্রমীলা ॥ এমনি—বাইরে বাইরে,—ঘুরে ঘুরে।

॥ নজরুল ॥ 'দেবা ন জানন্তি' ! (অট্টহাস্য)

খান মঈনুদ্দীনের প্রবেশ < বাহির। উদ্বিগ্ন চেহারা ॥

॥ মঈন ॥ কবি-দা !

॥ নজরুল ॥ কে রে—মঈন ? অমন হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে আস্‌ছিস্ কোথেকে ?

॥ মঈন ॥ কোলকাতা থেকে। সর্বনাশ হয়ে গেছে, কবি-দা !

॥ নজরুল ॥ কেন—কি হ'লো ?

॥ মঈন ॥ দাংগা ! দাংগা বেধে গেছে !!

॥ নজরুল ॥ (আহত) দাংগা !!

॥ মঈন ॥ হাঁ ! হিন্দু-মুসলমানে দাংগা ! রাজ-রাজেশ্বরী মিছিল উপলক্ষ ক'রে,—আজকেই। কি জঘন্য কাণ্ড !—মায়ের চোখের সাম্‌নে কচি-শিশুকে দু'পায়ে ধরে ফেড়ে ফেলছে !!

॥ নজরুল ॥ উঃ ! পাশব !!···বাধল কী ক'রে ?

॥ মঈন ॥ তথাকথিত জাতীয় নেতাদের কারসাজি !

নজরুল স্তম্ভিত, আহত। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। নির্বাক ॥

॥ মঈন ॥ শুন্‌লাম, আসন্ন 'প্রাদেশিক কংগ্রেস-অধিবেশনে' দেশবন্ধুর 'হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য ফর্মুলা' নাকচ করার তালে আছে সবাই।··· ওদিকে বোম্বাইতে সুরু হয়ে গেছে 'মোপ্‌লা-বিদ্রোহ' !

॥ নজরুল ॥ মোপ্‌লা ! মানে ?

॥ মঈন ॥ মালাবার অঞ্চলের মুসলমান অধিবাসী।— অমানুষিক, নৃশংস নির্যাতন চল্‌ছে ওদের ওপর !!

॥ নজরুল ॥ উহ্ !! (আর্তনাদ)—আর কংগ্রেস ?

॥ মঈন ॥ নিশ্চুপ !!—তুমি তো নির্বাচন নিয়েই আছো ; ওদিকের খবর কিছুই রাখো না। সরকারী দালাল্‌রা বোঝাচ্ছে—মোপ্‌লারা হিন্দুদের সংগে দাংগা বাধিয়েছে। আসলে ব্যাপার তা' নয়। ওদের বিদ্রোহ—ব্রিটিশের বিরুদ্ধে।

॥ নজরুল ॥ দেশ-বন্ধু !! এ সময় তুমি কোথায় ?—হাসছ, না কাঁদছ ?—হা-হা-হা—(আর্তহাসি)···নির্বাচন ? ওতো উপলক্ষ রে ! লোকে বলে—

আমি নাকি চারণ-কবি,—জনগণের কবি ! ঠিক তা-ই। জাগিয়ে দেবো আমি আপামর জন-সাধারণকে !! (চম্‌কে উঠে) হাঁ ! ঠিক আছে—(বেদনার্দ্রস্বরে আবৃত্তি)

মাভৈঃ ! মাভৈঃ ! এতদিনে বুঝি ভারতে জাগিল প্রাণ,
সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান-গোরস্থান !
ছিল যারা চির-মরণ-আহত,
উঠিয়াছে জাগি' ব্যথা-জাগ্রত,
'খালেদ' আবার ধরিয়াছে অসি, 'অর্জুন' ছোঁড়ে বাণ।
জেগেছে ভারত, ধরিয়াছে লাঠি হিন্দু-মুসলমান !

অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ে দ্রুত পাশের ঘরে চলে যায় নজরুল,—লেখার Mood এসে গেছে। মঈন আর প্রমীলা স্তম্ভিত !!

||| যবনিকা - পতন |||

।।। অংক—দুই ।।।

॥ সংগীত ও ছায়ানৃত্য

নৃত্য সম্ভব না হ'লে,—
দৃশ্য-সজ্জাকালীন গান।—
সামনে বসে ঃ বহিরাগত যে
কোনো গীত-শিল্পী ॥

কোরাস্ ঃ—

চল্ চল্ চল্!
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্ রে চল্ রে চল্
চল্ চল্ চল্ ॥

ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল।

নব-নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।

বল্ রে নৌ-জোয়ান,
শোন্ রে পাতিয়া কান—
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে-দুয়ারে
জীবনের আহ্বান।

ভাঙ্ রে ভাঙ্ আগল,
চল্ রে চল্ রে চল্
চল্ চল্ চল্ ॥

কোরাস্ ঃ

ঊর্ধ্বে আদেশ হানিছে বাজ,
শহীদী-ঈদের সেনারা সাজ,
দিকে দিকে চলে কুচ্‌কাওয়াজ
খোল্ রে নিদ্-মহল!

কবে সে খোয়ালী বাদ্‌শাহী
সেই সে অতীতে আজো চাহি'
যাস্ মুসাফির গান গাহি'
ফেলিস্ অশ্রুজল।

যাক্ রে তখ্ত্-তাউস্
জাগ্ রে জাগ্ বেহুঁস !
ডুবিল রে দেখ্ কত পারস্য
কত রোম্ গ্রীক্ রুষ,

জাগিল তারা সকল,
জেগে ওঠ্ হীনবল !
আমরা গড়িব নতুন করিয়া
ধূলায় তাজমহল !
চল্ চল্ চল্ ॥

কোরাস্ ঃ

অংক—দুই

১ম দৃশ্য

১৩৩৪ সাল, বোশেখ মাস। ১৯২৭ খ্রীঃ, ২০ই এপ্রিল। সন্ধ্যা ॥
কৃষ্ণনগর— নজরুলের বাসা ঃ সামনের বাগান ॥

চরিত্রায়ণে— গিরিবালা, বুলবুল ॥ প্রমীলা ॥ পবিত্র, নলিনী, নৃপেন ॥ **নজরুল** ॥ হেম ॥ মঈন ॥।

শূন্যমঞ্চ। দরজার ওপর—শিল্প-সুন্দর আখরে লেখা, 'GRACE-COTTAGE' ! ···বকুল গাছের একটা ডাল ঝুঁকে আছে মঞ্চের ওপর। তারি নীচে—ছোটো একটা টেবিলে সদ্য-লেখা একখানা পোষ্ট-কার্ড, একখানা কাব্য-গ্রন্থ, আর কিছু পত্র-পত্রিকা ছড়ানো। পাশে—তিন-চারখানা চেয়ার। আট মাসের কচি শিশু বুলবুলকে নিয়ে গিরিবালার প্রবেশ < ভেতর। বুলবুল কাঁদছে,—কোনো মতে কান্না থামানো যাচ্ছে না। অনশনক্লিষ্ট উভয়ের চেহারা ॥

॥ গিরিবালা ॥ (বুলবুলকে নাচাতে নাচাতে) দাদু কাঁদে না—কাঁদে না ··· দাদু আমার কাঁদে না !! (পায়চারী···বিরক্তি) উঃ !··· (টেনে-আনা হাসি) টুকটুকে বউ দেবো, রাঙা ফুল দেবো—দাদু কাঁদে না !··· (ঘরময় ঘুরে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে।)

বুলবুল একটানা কেঁদেই চলেছে ॥

॥ গিরিবালা ॥ কত সহ্য করা যায় আর! (হাঁপানো) দুলি! ও-দুলি—

॥ নেপথ্যে ॥ যাই, মা!

প্রমীলার প্রবেশ < ভেতর। উপবাসে চোখ-বসা। এসেই ঝুপ্ ক'রে অন্য চেয়ারে বসে পড়ল। মা'কে দেখে বুলবুলের কান্না থামে॥

॥ প্রমীলা ॥ কেন অযথা ডাকাডাকি করছ, মা?

॥ গিরিবালা ॥ অত চটিস্ কেন, বাপু?

॥ প্রমীলা ॥ চটি সাধে! যত দুর্ভোগ তো সইতে হয় আমাকে!—ক'দিক সামলাই আমি? কত ক'রে বললাম, এ ঠাডা রোদ্দুরে জ্বর গায়ে বেরিও না। কে শোনে কার কথা!...

॥ গিরিবালা ॥ খেতে হবে তো! টাকা না আন্‌লে—

॥ প্রমীলা ॥ উপোস ক'রে মরব! সে-ও ভালো!! যেন ধার দেবে বলে কত জন টাকা নিয়ে বসে আছে! কাল এক বিকেল ঘুরেও এক পয়সা পেলো না। তুমিও যে কী, মা! একে অনাহার—তদুপরি জ্বর··· (আঁত্‌কে উঠে) যদি মাথা ঘুরে কোথাও—

॥ গিরিবালা ॥ তাই তো!—কাকে পাঠাই এখন? এ দুঃসময়ে কারো টিকিটি দেখার যো নেই! বন্ধু-বান্ধব—সব হাওয়া হয়ে গেছে! (হাঁপানো) মরার পেট—ফ্যাসাদ তো ও' নিয়ে! ভগবানের কি ছিষ্টিছাড়া কাণ্ড!!... মাত্র দু'টো দিন, এতেই—মাথা ঘুরছে, গা কাঁপছে! (বুলবুলের কান্না) তুই থাম্ তো!...তা-ও বলি, অতটুকুন খুদে বাচ্চা—না খেয়ে কি ক'রে থাকে? ওকে একটু 'মাই' দে, মা।

॥ প্রমীলা ॥ কত বলব আর? সে ভোর থেকে তো বলছি, দুধ নেই।

॥ গিরিবালা ॥ একটু চুষেই না হয় দেখুক।

॥ প্রমীলা ॥ পারব না! দু'দিন এককণা অন্ন পেটে পড়েনি, দুধ আস্‌বে কোত্থেকে শুনি?

॥ গিরিবালা ॥ তবু—

॥ প্রমীলা ॥ তবু—তবু—তবুঃ! দাও তবে। (টল্‌তে টল্‌তে উঠে এসে ওকে কেড়ে নেওয়া) যত আপদ!!

॥ গিরিবালা ॥ ষাট্ ষাট্,—বাছা! মা হ'য়ে ওকথা বল্‌তে নেই !!

পবিত্রের প্রবেশ < বাহির। পেছনে নলিনী ও নৃপেন ॥

॥ পবিত্র ॥ (সবিস্ময়ে) একি, বৌদি, তোমার চোখে জল !...বুলবুল অত কাঁদ্‌ছে কেন ?

টল্‌তে টল্‌তে প্রমীলার প্রস্থান > ভেতর ॥

॥ নলিনী ॥ কিছুই তো বুঝছিনে।

॥ পবিত্র ॥ মাসি-মা ! বৌদির অসুখ করেছে নাকি ?

॥ নৃপেন ॥ অসুখ ! (গিরিবালার দিকে একবার দেখে নিয়ে) হ'বে হয়তো ! তবে, দৈহিক অসুখ নয়, আর্থিক। গুরুদেবের কথাতেই বলি—

হে অলক্ষ্মী, রুক্ষকেশী, তুমি দেবী অচঞ্চলা—
তোমার রীতি সরল অতি নাহি জানো ছলাকলা।
জ্বালাও পেটে অগ্নিকণা, নাইকো তাহে প্রতারণা,
টানো যখন মরণ-ফাঁসি বলো নাকো মিষ্টভাষ,
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করবো মোরা পরিহাস।

(হঠাৎ বাড়ীর নামের দিকে নজর পড়তেই) 'গ্রেস-কটেজ' ! বাঃ ! মানিয়েছে বেশ !!

॥ পবিত্র ॥ (চম্‌কে উঠে) নলিনী-দা !

॥ নলিনী ॥ বলো—কি কি আন্‌তে হবে। বরং একটু চিরকুটে টুকেই দাও।

কাগজ খুঁজতে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে পোষ্টকার্ড তুলে নিয়ে সাগ্রহে পাঠ ॥

॥ নৃপেন ॥ কার চিঠি, পবিত্র-দা ?

॥ পবিত্র ॥ নুরুর লেখা। লিখেছে বর্মণকে।

॥ নলিনী ॥ ব্রজবিহারী বর্মণ ?

॥ পবিত্র ॥ হাঁ ! তারিখ তো দেখছি আজকেরই—পোষ্ট করা হয়নি।

॥ নলিনী ॥ কি লিখেছে, পড়ো তো।

॥ পবিত্র ॥ পড়বো? (ইতস্তত করে) তা পড়ি! এ থেকেই সব আঁচ করতে পারবে—(থেমে থেমে পড়া)

কৃষ্ণনগর
২০—৪—২৭

স্নেহের বর্মণ!

আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। প্রায় প্রত্যহ Slow fever আসিতেছে। গোপালের টাকা পাঠাইবার কথা ছিল। আজও টাকা পাঠাইল না। বাড়ীতে একটা পয়সাও নাই। তুমি পত্র পাঠ মাত্রই অন্তত কুড়িটি টাকা T. M. O. ক'রে পাঠাও। নৈলে বড় মুশকিলে পড়ব। বাজার খরচের পর্যন্ত পয়সা নেই। টাকা না পাঠালে বড় বিপদে পড়ব। বহু দেনা করেছি, আর টাকা পাওয়া যাবে না ধার এখানে।

তোমার—কাজী-দা

সকলের পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় ॥

॥ নৃপেন ॥ প্রকাশক, আর সম্পাদকরাই ডোবালো ওকে!

॥ পবিত্র ॥ ব্রজ কিন্তু যথাসাধ্য দিচ্ছে।...হ্যাঁ!—ভেবে দেখো, কতটা মানস-বিপর্যয় ঘটলে নুরুর পক্ষেও ভাষায় ভুল করা সম্ভব! জ্বর? হবেই তো!

॥ নৃপেন ॥ কবি-দা এখন কোথায়, মাসি-মা?

॥ গিরিবালা ॥ ওই টাকা—টাকার খোঁজে গেছে।

॥ পবিত্র ॥ জ্বর গায়ে?...উহ্!!

॥ নলিনী ॥ মাসি-মা! একটা কেত্‌লি আর একটা বাজার-ব্যাগ—

গিরিবালার প্রস্থান > ভেতর। পবিত্র চিরকুট লিখে নলিনীকে দিল ॥

॥ নলিনী ॥ নৃপেন, তুমিও চলো।

॥ পবিত্র ॥ এ-ই কার্ডটা যাবার পথে পোষ্ট করে যেয়ো। (নলিনীকে কার্ড দেওয়া।)

॥ নলিনী ॥ তুমি ততক্ষণ বসো। আমরা যাবো আর আস্‌বো।

গিরিবালার প্রত্যাবর্তন। কেত্‌লি ও ব্যাগ-নিয়ে নলিনী ও নৃপেনের প্রস্থান > বাহির ॥

॥ পবিত্র ॥ নুরু কবে থেকে জ্বরে ভুগ্‌ছে, মাসি মা ?

॥ গিরিবালা ॥ মাস-খানেক হবে। জ্বর অবশ্য সব সময় থাকে না—মাঝে মাঝে ওঠে, আবার ছেড়ে যায়।

॥ পবিত্র ॥ এক মাস !!—অন্তত আমাকে একবার জানানো উচিত ছিল ওর। ওষুধ-পত্রের যে ব্যবস্থা হয়নি, সে তো বুঝতেই পাচ্ছি।

॥ গিরিবালা ॥ সে না হওয়ারই মতো। হেম এক ডাক্তার নিয়ে এসেছিল। তাতে বিশেষ ফায়দা হয়নি।

॥ পবিত্র ॥ হেম—

॥ গিরিবালা ॥ ও, তুমি চেনো না বুঝি! আমাদের পাশেই থাকে—প্রফেসর হেম দত্তগুপ্ত। ভারি ভালো ছেলে! ও'ই তো আমাদের উদ্ধার ক'রে আনল হেমন্তর কবল থেকে। ওখানে থাকলে—এ্যাদ্দিন জ্যান্ত পেতে না, না খেয়ে মরতে হতো! হেমের বিরাট সংসার, সব সময় দিতে পারে না। তবু টাকা-পয়সা, এটা-ওটা দিয়ে প্রায়ই সাহায্য করে। ক'দিন বাড়ী নেই—

॥ পবিত্র ॥ ওরা এখনই এসে পড়বে, মাসি-মা। নুরুর তো আবার চা না হলে চলে না! আপনি বরং জল আঁচে দিয়ে রাখুন।

॥ গিরিবালা ॥ তুমি—

॥ পবিত্র ॥ আমি বসে বসে কিছু একটা পড়বো।

গিরিবালার প্রস্থান > ভেতর। পবিত্র "কল্লোল" পত্রিকায় চোখ বুলায়; মন বস্‌ছে না। বাইরে নজরুলের গলা শোনা গেল—আবৃত্তি করতে করতে প্রবেশ ॥

॥ নজরুল ॥ (আবৃত্তি—বেদনার্দ্র স্বর)—

সহসা চমকি' উঠি। হ'য়ে মোর শিশু
জাগিয়া কাঁদিছ ঘরে, খাওনিক' কিছু
কালি হ'তে সারাদিন তাপস নিঠুর,
কাঁদ' মোর ঘরে নিত্য তুমি ক্ষুধাতুর!

পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,
দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে!—মোর অধিকার
আনন্দের নাহি নাহি! দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হ'য়ে জায়া হ'য়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি'! কে বাজাবে বাঁশি?
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি?
কোথা পাব পুষ্পাসব?—ধুতুরা-গেলাস
ভরিয়া করেছি পান নয়ন-নির্যাস!

আজো শুনি আগমনী গাহিছে সানাই,
ও যেন কাঁদিছে শুধু—নাই, কিছু নাই!

মর্মাহত নজরুল। হাঁপাচ্ছে। পবিত্র এসে ওর কাঁদে হাত রাখে॥

॥ নজরুল ॥ (চমকে উঠে) কে!—ও, পবিত্র?

॥ পবিত্র ॥ এদিকে আয়। এ চেয়ারটায় বোস্। (কপালে, বুকে হাত দিয়ে তাপ দেখা) জ্বর নেই এখন। যাক্, বাঁচা গেল। (স্বস্তির নিঃশ্বাস)

ক্লান্তিতে চোখ বোজে নজরুল॥

॥ পবিত্র ॥ আর ভয় নেই, নুরু! আমি এসে পড়েছি!—এক ব্যবস্থা করবই।

॥ নজরুল ॥ ভয়!! (অট্টহাস্য) আমার অভিধানে তো ওশব্দ ছিল না! তবে, হাঁ, ওই বুলবুল—তুই বুঝবিনে, পবিত্র—ওই আমাকে কেমন যেন ভয় ধরিয়ে দিয়েছে! ভাবনা ও বটে।

॥ পবিত্র ॥ ওই যেন কারা আস্ছে।—ওই তো—নলিনী-দা আর নৃপেন এসে গেছে।

দ্রুতপদে নলিনী ও নৃপেনের প্রবেশ < বাহির। হাতে কেতলি ও অন্যান্য জিনিস-পত্র। একবার দেখেই অবস্থা বুঝে নিল নলিনী॥

॥ নলিনী ॥ মাসি মা! ও মাসি-মা!!

গিরিবালার প্রবেশ < ভেতর॥

॥ নলিনী ॥ এ-ই নিন—এতে আছে দু'সের দুধ। (ঝাঁকানী খেয়ে কিছু দুধ পড়ে যায়।) আর এ ঠোঙায় চিনি। ওই বড়ো ঠোঙায় চা'ল। এ-ই ব্যাগ—এ হলো, 'ওমর-উম্মিয়ার জুম্বিল'! এতে সব পাবেন—তরি-তরকারী, মাছ, তৈল ইত্যাদি। এ ছোট্ট ব্যাগটা—নতুন কিনে এনেছি। (নজরুলের দিকে আড় চোখে চেয়ে) এতে আছে—কবি-দা'র চা, পান, সুপুরী, জর্দা—

॥ নৃপেন ॥ রাখো তো, নলিনী-দা—ফর্দ দিতে হবে না। বসো তোমরা, —আমি চা ক'রে আনি। চলুন, মাসি-মা!

॥ গিরিবালা ॥ চলো!

ওদের চলে যাওয়ার সময়, অধ্যাপক হেম দত্তগুপ্তের প্রবেশ < বাহির। নৃপেন দ্রুত বেরিয়ে যায়। পবিত্র ও নলিনী এ পরিস্থিতিতে অপরিচিত লোকের আগমনে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। হেম এক নজরেই বুঝে নেয় সব ॥

॥ হেম ॥ আপনারা অবিচলিত থাকুন, মশাই,—এ আমিও জানি। মাষ্টার মানুষ, বোঝেনই তো, মাসের শেষ ক'দিন প্রায়ই হাঁড়ি চড়ে না! (দিল খোলা হাসি)

॥ নলিনী ॥ কিন্তু আপনি—

॥ হেম ॥ ও, পরিচয়ই বুঝি দিইনি। তবে অবধান করুন, আমি হলাম এহেন জীব,—গোবেচারী তো বটেই, ভারবাহীও বল্‌তে পারেন! জানেন, মশাই, (মস্তিষ্কের প্রতি ইংগিত) এ তরীতে ভর ক'রে হাজার হাজার সুবোধ-অবোধ, সুবিচারী-অবিচারী ছাত্তর দিব্বি বৈতরণী পার হয়ে গেছে! টুঁ-শব্দটি করিনি কোনোদিন। আর আমি—

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।

॥ নজরুল ॥ (অট্টহাস্য) তুমি এসে গেছ, হেম-দা! যাক্।...তোদের সংগে পরিচয় করে দিচ্ছি। উনি হেম-দা,—অধ্যাপক হেম দত্তগুপ্ত। আমার দুঃসময়ের বন্ধু! পাশের বাসায় থাকেন। উনি না থাকলে—

॥ হেম ॥ (প্রণাম করে) রাখো, ভাই। ওদের পরিচয়-টুকু আগে পেতে দাও। ওদের যে ওদিকে হাত নিশপিশ করছে !

॥ নজরুল ॥ এ-ই পবিত্র—পবিত্র গংগোপাধ্যায়, ‘অজাত-শত্রু’ সাহিত্যিক। আর, এ হলো নলিনী-দা—নলিনীকান্ত সরকার, হাসির গানের তানসেন। (চা নিয়ে নৃপেনের প্রবেশ) এ নৃপেন—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। আমার ‘ত্রিশূল’ !

॥ হেম ॥ তোমাদের কিন্তু ছাড়ছিনে, ভাই! আমার ‘কুঁড়েঘরে’ একবার পায়ের ধুলো দিতেই হ’বে। (নজরুল এক কাপ চা ঢেলে খেতে সুরু ক’রে দেয়) বউয়ের বাপের বাড়ী গেহলাম, কবি-ভাই! তা-ই এ ক’দিন আস্‌তে পারিনি !… শালী এসেছে,—কুমারী বাসন্তী দেবী! বাসায় এ নিদাঘের দিনেও বসন্তের হাওয়া বইছে! তাই তো নেমন্তন্ন করছি তোমাদের! (হাসি)

॥ নলিনী ॥ তাই হোক! তোমরা তাইলে চা পান ক’রে নাও—আমি এ শুভ-লগ্নে কবি-দার ‘শালার বোনে’র গানখানা ধরি—(কীর্তন)

যদি শালের বন হ’ত শালার বোন,
আর কনে’ বৌ হ’ত ঐ গৃহের কোণ !

আঁখর {
আমি থাকিতাম প’ড়ে শুধু খেতাম না গো !
আমি ঐ বনে যে চারিয়ে যেতাম !
ঐ বৃন্দাবনে হারিয়ে যেতাম !—
}

ঐ মাকুন্দ হ’ত যদি কুন্দবালা,
হ’ত দাড়িম্ব-সুন্দরী দাড়িওয়ালা !

আঁখর {
আমি ঝুলে যে পড়িতাম !
দাড়ি ধ’রে তার ঝুলে যে পড়িতাম !
দুগ্‌গা বলে আমি ঝুলে যে পড়িতাম !
}

হ’ত চিম্‌টি শালীর যদি বাব্‌লা কাঁটা,
আর শর বন হ’ত তার খ্যাংরা ঝাঁটা !

দুয়ার্কি {
বিষ ঝেড়ে যে দিত তোর
খ্যাংরা মেরে বিষ ঝেড়ে যে দিত তোর !
}

যদি একই শালী দিলে গো মা কালী,
সে যে শালী নয় শালী নয় সে যে বিশালী, মা!
বিশাল বপু তার বিশালী কালিমা!
(শালী নয়, শালী নয়!)

সকলের হাসি॥

॥ হেম ॥ নলিনী-দা! চা তো খেলে না, চলো—শালীর হাতের খ্যাংরাই খাইয়ে আনি। কবি-ভাই, তুমি ক্লান্ত; একটু জিরোও। আমরা আসি।

সকলের প্রস্থান > বাহির। নজরুল এক সংগে দু'খিলি পান মুখে পুরে দেয়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে।

মঈনের প্রবেশ < বাহির॥

॥ মঈন ॥ সোজা সওগাত আফিস থেকে ছুটে আস্‌ছি, কবি-দা! এ ট্রেনেই এলাম। সুখবর আছে।

॥ নজরুল ॥ কী খবর?

॥ মঈন ॥ তোমাদের কোল্‌কাতায় নেওয়ার ব্যবস্থা ক'রে এলাম।

॥ নজরুল ॥ মানে?

॥ মঈন ॥ ১১নং ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীটে—সওগাত আফিসের নীচের তলায় একখানা ঘর মেরামত হচ্ছে। আপাতত তোমরা ওখানেই উঠ্‌বে।

॥ নজরুল ॥ (সানন্দে) কোল্‌কাতা! তাইলে সত্যি আমরা কোল্‌কাতা যাচ্ছি—সপরিবারে?— A long-waited dream of me!…দে গরুর গা ধুইয়ে!! (অট্টহাস্য)

॥ মঈন ॥ যাই। মাসি-মা আর বৌদিকে খবরটা দিয়ে আসি।

প্রস্থান > ভেতর।…এক গ্লাস সরবত, কয়েক টুক্‌রো রুটি, আর দু'টো ডিমের পোচ নিয়ে প্রমীলার প্রবেশ॥

॥ নজরুল ॥ এ-ই যে, প্রমীলা! এসো! ওখানে নয়,—এখানে—আমার এ পাশটিতে এসে বসো!…বুলবুল কোথায়?

॥ প্রমীলা ॥ মঈনের কোলে।—দুধ খাওয়াচ্ছে!

॥ নজরুল ॥ (স্বস্তির নিঃশ্বাস) আ—(এক-টুক্‌রো রুটি হাতে নিয়ে,—আবিষ্টভাবে প্রমীলাকে জড়িয়ে ধরে : স্বপ্নিল স্বর)—

Here with a Loaf of Bread beneath the Bough,
A Flask of Wine, a Book of Verse—and Thou
Beside me singing in the Wilderness—
And Wilderness is Paradise enow.

কিছুক্ষণ পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে—নির্বাক আনন্দে। নজরুলের ঠোঁট নত হয়ে আসে…

।। পর্দা - পতন ।।।

অংক—দুই — ২য় দৃশ্য

॥ দৃশ্য-সজ্জা-কালীন গান—সামনে বসে : বহিরাগত যে কোনো গীতশিল্পী ॥

জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা।
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্তটিকা॥

দিকে দিকে মেলি তব লেলিহান রসনা,
নেচে চলো উন্মাদিনী দিগ্‌বসনা,
জাগো হতভাগিনী ধর্ষিতা নাগিনী,
বিশ্ব-দাহন তেজে জাগো দাহিকা॥

ধূ ধূ জ্বলে ওঠ ধূমায়িত অগ্নি,
জাগো মাতা, কন্যা, বধূ, জায়া, ভগ্নী!

পতিতোদ্ধারিণী স্বর্গ-স্খলিতা
জাহ্নবী সম বেগে জাগো পদ-দলিতা,
মেঘে আনো বালা বজ্রের জ্বালা,
চির-বিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা ॥

১৩৩৬ সাল। সন্ধ্যার একটু আগে ॥

কোলকাতা। মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীটে নজরুলের বাসা—বৈঠকখানা ॥

চরিত্রায়ণে—প্রমীলা ॥ 'ছায়া' ॥ নজরুল ॥ চাকর ॥ নৃপেন ॥ নলিনী ॥ ওদুদ, পবিত্র ॥ বুলবুল ॥ বাউল ॥ 'প্রবাহ' ॥ শরৎ ॥ মঈন ॥ গিরিবালা ॥।

প্রমীলা—টেবিলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছে। একটু পর—বাইরে কার পায়ের শব্দে চম্‌কে উঠল এবং আঁচলে চোখ মুছে নিল। সাম্‌নে দু'খানা মাসিক পত্রিকা—খোলা পড়ে আছে।

'ছায়ার' প্রবেশ < বাহির ॥

॥ প্রমীলা ॥ আয়,—বোস্‌, 'ছায়া'! এ্যাদ্দিন ছিলি কোথায়?

॥ 'ছায়া' ॥ রংপুর।—দাদার বাসায় গেছলাম। তা'—তুই এক্‌লা কেন? বুলবুল কই?

॥ প্রমীলা ॥ মা'র সংগে বেড়াতে বেরিয়েছে।

॥ 'ছায়া' ॥ চোখ-মুখ তোর অমন ফোলা ফোলা কেন রে!— কাঁদ্‌ছিস্‌ নাকি?

॥ প্রমীলা ॥ কান্না? (দীর্ঘশ্বাস) সারা জীবন তো কেঁদেই কাটালাম, ভাই!

॥ 'ছায়া' ॥ সারা জীবন!!

॥ প্রমীলা ॥ এক রকম তা-ই বৈ কি! পিতার মৃত্যুর পর থেকেই অভাব-অনটন, দুঃখ-দৈন্য, বিপদ-আপদ লেগেই আছে। 'গ্রহের ফের' কাট্‌ল কই আর!

॥ 'ছায়া' ॥ কিন্তু, এখন? এখন তোর মতো ভাগ্যবতী কে বল্?— যার স্বামী অত বড়ো কবি, তার আবার দুঃখ কি রে! অমন দরদীকণ্ঠ গায়ক, অত তেজী মরদ ক'টি আছে শুনি! ওকে দেখে, ওর গান শুনে কে না মজেছে!

॥ প্রমীলা ॥ (সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকানো) ওই হয়েছে আমার কাল্! এতে একদিন আমিও মজেছিলাম!

॥ 'ছায়া' ॥ আর আজ?

॥ প্রমীলা ॥ লোকের নাকি 'শাপে বর' হয়, আমার হয়েছে 'বরে শাপ'!

॥ 'ছায়া' ॥ কেন?

॥ প্রমীলা ॥ সব 'কেন'র কি উত্তর আছে? আর থাক্‌লেও কি দেওয়া যায়? সে যাক। তোকে একটা দুঃখের কথা আজ বলি।... সাধ ছিল, ঘর বাঁধব—হোক তা' ছোট্ট একটুখানি কুঁড়েঘর,—কিন্তু তা' হ'বে একান্তভাবেই আমার নিজের। স্বামীর আদর-সোহাগে নিশ্চিন্ত শান্তিতে থাকব। চির-দুঃখিনী মা আমার। জীবনের শেষ ক'টা দিন একটু সুখে কাটাবেন ভেবে এসেছিলেন মেয়ের কাছে। হলো না—কিচ্ছু হলো না!

॥ 'ছায়া' ॥ ওসব এখন থাক, প্রমীলা।

॥ প্রমীলা ॥ না-না। আমায় বল্‌তে দে, 'ছায়া'। বলে অন্তত মনের ভার লাঘব করি। তুই ছাড়া আর কে আছে আমার এখানে!

॥ 'ছায়া' ॥ (বিচলিত) বল্।

॥ প্রমীলা ॥ দীর্ঘ একমাস পর নজরুল বাড়ী ফিরেছে গত রাত্রে। এসেই আবার চলে গেছে—গ্রামোফোন কোম্পানীতে।

॥ 'ছায়া' ॥ একমাস!—কোথায় ছিল এ্যাদ্দিন?

॥ প্রমীলা ॥ কোন্ এক বন্ধুর বাড়ী। গানের আসরে মেতে ছিল। এমনটি তো রোজই হয়। তাই বলছিলাম, একটা বেদের, একটা জিপ্‌সির জীবন ও আমার চাইতে ভালো। ওদের স্ত্রী স্বামীর কাছে অন্তত অতটা উপেক্ষা পায় না। স্রোতের মুখে ভেসেই চলছি: নিরুদ্দেশ যাত্রা!

এই দেখ্ না, গত ছ'বছরে কত ঘাটের জল খেলাম—আজ হুগলী, কাল কৃষ্ণনগর; এ-ই সওগাত আফিস, ও-ই পান-বাগান। আর এখন—মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট।...এতো গেল একদিক। অন্যদিকও আছে। এই দেখ্—(পত্রিকা দেখানো)

॥ 'ছায়া' ॥ এ যে নজরুলের 'হিংসাতুর' কবিতা!

॥ প্রমীলা ॥ সারা বিকেল তা-ই পড়লাম। এখান থেকে পড়্...জোরে।

॥ 'ছায়া' ॥ (কবিতা পাঠ)

কবির কবিতা সে শুধু খেয়াল? তুমি বুঝিবে না, রাণী,
কত জ্বাল দিলে উনুনের জ্বলে ফোটে বুদ্বুদ-বাণী!
তুমি কি বুঝিবে, কত ক্ষত হ'য়ে বেণুর বুকের হাড়ে
সুর ওঠে হায়, কত ব্যথা কাঁদে সুর-বাঁধা বীণা-তারে!
সেদিন কবিই কেঁদেছিল শুধু? মানুষ কাঁদেনি সাথে?
হিংসাই শুধু দেখেছ, দেখনি অশ্রু নয়ন-পাতে?
আজো সে ফিরিছে হাসিয়া গাহিয়া?—হায়, তুমি বুঝিবে না,
হাসির ফুর্তি উড়ায় যে—তার অশ্রুর কত দেনা!

কিন্তু, 'রাণী'!—কে সে, প্রমীলা?

॥ প্রমীলা ॥ ও'ই তো সর্বনাশ করেছে আমার!

॥ 'ছায়া' ॥ কে ও'?

॥ প্রমীলা ॥ নার্গিস—আমার সতীন!

॥ 'ছায়া' ॥ সতীন!—নজরুল তো ওকে ত্যাগ করেছে।

॥ প্রমীলা ॥ কিন্তু ও' করেনি! পেত্নীর মতো দিনরাত ওর পিছু পিছু haunt ক'রে ফিরছে!! নজরুলের প্রায় সব ক'টি 'প্রেমের কবিতা' ওকে লক্ষ্য ক'রেই লেখা! (মর্মদাহ) উহ্!! (বুক চেপে ধরা)

॥ 'ছায়া' ॥ ও-টা কি?— দেখি।

॥ প্রমীলা ॥ ও আর কি দেখ্‌বি—'মহিলা-সংখ্যা' সওগাত। আমার একটা কবিতা বেরিয়েছে এতে...তা-ই পড়ছিলাম।

॥ 'ছায়া' ॥ তোর কবিতা !!—দেখি দেখি। জোর ক'রে কেড়ে নেওয়া) তা' এ্যাদ্দিন দেখাস্‌নি কেন ?···এ কি রে ! (চিন্তিত ভাবে)—'শংকিতা' !! কিসের শংকা ?···এ্যাঁ ! এ যে তোরই বুক-ভাঙা রক্ত-ক্ষরা কথা। (আপন মনে পাঠ)—

= শংকিতা =

কেন আজি প্রাণ মম বেদনা-বিহ্বল,
কেন আজি অকারণে চোখে আসে জল !
সন্ধ্যায় সমীরণ হু হু ক'রে বয়ে যায়,
র'য়ে র'য়ে মোর প্রাণ করে কেন হায় হায় !
কোন্ বেদনায় মম বুক আজি কম্পিত,
কে জানে গো হিয়া মাঝে কত ব্যথা সঞ্চিত।
বেলাশেষে নীলিমায় চেয়ে আছি অনিমিখ,
কে ছড়ালো বিদায়ের সিন্দুর চারিদিক !
কিছুই বুঝি না হায় কেন প্রাণ ভারাতুর,—
কে দিল হৃদয়ে বেঁধে মল্লার রাগ-সুর ?
মনে হয়, এ নিখিলে কেহ নাই নাই মোর,
তুমি ও কি বল সন্ধ্যা—কেহ নাই নাই তোর ?

॥ 'ছায়া' ॥ এ সব কি সত্যি ?

বাইরে— নজরুলের পদধ্বনি ॥

॥ প্রমীলা ॥ নজরুল আস্‌ছে। চল্, যাই।

'ছায়া'র হাত থেকে পত্রিকা নিয়ে প্রমীলার দ্রুত প্রস্থান > ভেতর। 'ছায়া'র অনুগমন।

নজরুলের প্রবেশ < বাহির। টেবিলের ওপর কি যেন অনুসন্ধান। খোলা পত্রিকায়—'হিংসাতুর' কবিতার ওপর নজর পড়তেই, কি দেখে চম্‌কে ওঠা ॥

॥ নজরুল ॥ একি !— মদন ! মদন !!

॥ নেপথ্যে ॥ আই, বাবু ! (মদনের প্রবেশ < ভেতর)

॥ নজরুল ॥ হ্যাঁরে! এ ঘরে কে এসেছিল ?

॥ মদন ॥ ছায়া—

॥ নজরুল ॥ ছায়া! মানে ?

॥ মদন ॥ ছায়া দেবী! পাশের বাড়ীর মেম-সাবের বইন।

॥ নজরুল ॥ বোন ?

॥ মদন ॥ হ-বাবু! বিধবা অই আইছে। আঁগো গিন্নি-মা'র সই।

॥ নজরুল ॥ (অন্যমনস্ক) যা' তুই।

চিন্তামগ্ন নজরুল। আবৃত্তি করতে করতে নৃপেনের প্রবেশ < বাহির ॥

॥ নৃপেন ॥ (আবৃত্তি)—

কশ্চিৎ কান্তা—বিরহগুরুণা—স্বাধিকারপ্রমত্তঃ,
শাপেনাস্তং—গমিতমহিমা—বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ—

ওকি, কবি-দা, অত কী ভাবছ ? তোমার হাতে ওটা কি ? (উঁকি মেরে দেখা) ওঃ, 'হিংসাতুর'!

॥ নজরুল ॥ আমায় ভাবিয়ে তুল্‌ল, নৃপেন!

॥ নৃপেন ॥ ভাববস্তুখানা কি, দাদা ?

॥ নজরুল ॥ বেশ রহস্যঘন! এই দেখ্ঃ যেন কার সদ্য-ঝরা অশ্রুজল—জমে আছে এখানে,—এ 'হিংসাতুর' কবিতার ওপর!

॥ নৃপেন ॥ দাঁড়াও! আমিই রহস্যের পর্দা উন্মোচন ক'রে দিচ্ছি (আবৃত্তি)—

আষাঢ়স্য—'তৃতীয়'দিবসে—মেঘমাশ্লিষ্টসানুং,
বপ্রক্রীড়া—পরিণতগজ—প্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥

॥ নজরুল ॥ মানে ?

॥ নৃপেন ॥ মানেঃ আষাঢ়ের 'তৃতীয় দিবসে'—লুসাই পাহাড়ের পাদমূলে—সেদিন 'পরিণত গজ'—উৎখাত-কেলিতে মেতে উঠেছিল···সুন্দর !!

॥ নজরুল ॥ 'তৃতীয় দিবসে'—লুসাই পাহাড়ের পাদ-মূলে! কি mean করছ তুমি ? এ্যাঁঃ! you mean—'নার্গিস'! No, No. !! (চম্‌কে উঠে) নার্গিসের অশ্রুজল !!

॥ নৃপেন ॥ হাঁ !··· নার্গিস-ঘটিত তো বটেই ! (অন্দরের দিকে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ) তুমি একেবারে এক-খেয়ালী, কবি-দা !

॥ নজরুল ॥ (অট্টহাসি) দে গরুর গা ধুইয়ে ! কিন্তু, কেন ? আমি বলি—(আবৃত্তি)

প্রতিরূপে, অপরূপা, ডাকো তুমি, চিনেছি তোমায়,
যাহারে বাসিব ভালো—সে-ই তুমি, ধরা দেবে তায় !

প্রেম এক, প্রেমিকা সে বহু,
বহু পাত্রে ঢেলে পি'ব সেই প্রেম—সে শরাব লোহু।
তোমারে করিব পান, অ-নামিকা, শত কামনায়,
ভৃংগারে, গেলাসে কভু, কভু পেয়ালায় !

(অবারিত অট্টহাস্য ।)

নলিনীর প্রবেশ < বাহির ॥

॥ নজরুল ॥ এ যে বলরাম-দা ! ঠিক সময় এসে পড়েছ।

॥ নলিনী ॥ কবে বেঠিক এসেছি, কৃষ্ণ-ভায়া ? কিন্তু ব্যাপার কি—রাসলীলা নয় তো ?

॥ নৃপেন ॥ কম কোথায়, দাদা ?

॥ নজরুল ॥ বলি, জমে যাও ! 'এসো মালবিকা'—

॥ নলিনী ॥ তা-ই সই—মালবিকা !! (গান)

স্নিগ্ধশ্যাম বেণীবর্ণ
এসো, মালবিকা !—
অর্জুন-মঞ্জরী কর্ণে,
গলে নীপ-মালিকা ॥
ক্ষীণাতন্বী চল ভরে নমিতা,
শ্যাম-কুঞ্জবনে এসো, অমিতা,
আনো কুন্দ-মালতী-জুঁই
ভ'রে থালিকা ॥

ঘননীল বাস অংগ ঘিরে,
এসো অঞ্জনা রেবা নদীর তীরে
পরি' হংস-মিথুন-আঁকা শাড়ী ঝিল্‌মিল্‌
ডাগর চোখে মেখে সাগরের নীল
পরি' বিদ্যুৎ-ইংগিতে
দীপ-মালিকা ॥

॥ নজরুল ॥ বাহ্‌—খাসা গেয়েছ ! জমেছে ভালো !! এ জম্‌কালো দিনে—(আবৃত্তি)

আমি গাই তারি গান—
দৃপ্তদন্তে যে-যৌবন আজ ধরি' অসি খরসান
হইল বাহির অসম্ভবের অভিযানে দিকে দিকে।
লক্ষ যুগের প্রাচীন মমির পিরামিডে গেল লিখে
তাদের ভাঙার ইতিহাস-লেখা। যাহাদের নিঃশ্বাসে
জীর্ণপুঁথির শুষ্ক পত্র উড়ে গেল এক পাশে।
যারা ভেঙে চলে অপদেবতার মন্দির-আস্তানা,
বক-ধার্মিক নীতি-বৃদ্ধের সনাতন তাড়িখানা।
যাহাদের প্রাণ-স্রোতে ভেসে গেল পুরাতন জঞ্জাল,
সংস্কারের জগদল-শিলা, শাস্ত্রের কংকাল।
মিথ্যা-মোহের পূজা-মণ্ডপে যাহারা অকুতোভয়ে
এল নির্মল—মোহ-মুদ্গর ভাঙনের গদা লয়ে
বিধি-নিষেধের চীনের প্রাচীরে অসীম দুঃসাহসে
দু'হাতে চালাল হাতুড়ি-শাবল। গোরস্থানেরে চ'ষে
ছুঁড়ে ফেলে যত শব-কংকাল বসালো ফুলের মেলা,
যাহাদের ভিড়ে মুখর আজিকে জীবনের বালু বেলা।
গাহি তাহাদেরি গান
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।

॥ নলিনী ॥ চমৎকার !! এমন জোরালো ভাষায় যৌবন ও জীবনের বন্দনা —

॥ নজরুল ॥ বাস্! চলো এবার!

॥ নৃপেন ॥ কোথায়?

॥ নজরুল ॥ কোথায় কি রে? যেদিকে দু'চোখ যায়!

॥ নলিনী ॥ তা-ই চলো, দাদা! বাইরে বসন্তের হাওয়া বইছে—গায়ে একটু লাগিয়ে আসি। চলো না হয় গংগা তীরে।

॥ নৃপেন ॥ সে কি বল্‌লে, দাদা! যমুনা ছেড়ে একেবারে গংগা! গংগা-প্রাপ্তি নয় তো?

॥ নজরুল ॥ (অট্টহাসি) অতদূর নয়! চলো—ঘুরে আসি।

॥ নলিনী ॥ চলো। (বেরিয়ে যেতে যেতে) 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি!'

সকলের প্রস্থান > বাহির।

পবিত্র আর ওদুদের প্রবেশ < বাহির। মুক্তবুদ্ধি যুবক কাজী আবদুল ওদুদ; যুক্তিনিষ্ঠ, সংস্কার-পন্থী দৃষ্টিভংগী॥

॥ পবিত্র ॥ বৌদি!

প্রমীলার প্রবেশ < ভেতর॥

॥ ওদুদ ॥ কবি-দা কোথায়, বৌদি?

॥ প্রমীলা ॥ তা' তো জানিনে, ভাই।

॥ ওদুদ ॥ এ এক অদ্ভুত ছেলে! যখনই আসি—হয়তো শুনি, 'বাড়ী নেই', নয়তো, 'কোথায় আছে জানিনে'। দুত্তোর!!

॥ পবিত্র ॥ ও' অমনই। ওর ওপর রাগ ক'রে আর কি হবে বলো।

॥ প্রমীলা ॥ তোমরা বসো—চা করে আনি।

॥ পবিত্র ॥ বুল্‌বুলকে নিয়ে এসো।

॥ প্রমীলা ॥ ও' তো এমাত্র বাইরে থেকে ফির্‌ল। হাত-মুখ ধুয়ে আস্‌বে 'খন। (প্রস্থান > ভেতর)

॥ ওদুদ ॥ নজরুলের এ ছন্নছাড়া আর দায়িত্ব-হীন ভাবই আমাকে পীড়া দেয়, পবিত্র-দা। গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে বেশ দু'পয়সা আস্‌ছে।

ধীরে-সুস্থে মহৎ কাব্য রচনার এ-ই তো সুযোগ। অথচ, দেখো—এখনও ওর জীবনে যেমন নেই কোনো বাঁধন, কাব্যে-সাহিত্যে ও তেম্‌নি নেই কোনো বাঁধুনী।

॥ পবিত্র ॥ থাকবে কি ক'রে? ওতো রবীন্দ্রনাথের মতো শান্তির কবি নয়। ও' হলো অশান্তির, বিপ্লবের কবি: মানুষের অশান্ত, বিক্ষুব্ধ জীবনই ওর কাব্যের প্রতিপাদ্য।··· ধ্বংসোন্মাদ শক্তি-সুন্দরের পূজারী নজরুল।

॥ ওদুদ ॥ শক্তি-সুন্দর !!—উচ্ছৃংখলতার পথে তো নয়,—নিয়ম ও শৃংখলার মধ্য দিয়েই তার প্রতিষ্ঠা হতে পারে!

॥ পবিত্র ॥ কিন্তু আবির্ভাব নয়! অনিয়মের মধ্য দিয়ে—ভাঙনের নেশায় মেতে শক্তি-সুন্দর প্রথমে আসে। জৈবিক ধর্মে উন্মাদ, অসংযত তরুণরাই যে শক্তির প্রতীক। নজরুল ও তাই বলেছে—দারিদ্র্য সইবার মতো পেট আর মার সইবার মতো পিঠ যদি কারুর থাকে, ত এই তরুণদেরই আছে। এরাই সৃষ্টি করবে নতুন সাহিত্য, এরাই আনবে নতুন ভাবধারা, এরাই গাইবে 'তাজা-ব-তাজা'র গান। কিন্তু, প্রথমে ধ্বংস, পরে সৃষ্টি।

॥ ওদুদ ॥ আমার মতে, Rationalistic view তেই মহৎ জীবন আর মহাকাব্যের সৃষ্টি হ'তে পারে। তাতে চিত্তের সৃষ্টিকারী স্থৈর্য থাকে, জীবনে ও কাব্যে গতি ও সংহতির সমন্বয় ঘটে।

॥ পবিত্র ॥ কিন্তু, সংহতি তো নয়,— নজরুল গতির কবি। আর এ যুগটাও ঠিক তারি অনুপন্থী। এই দেখো না—মূরলীদা'র "সংহতি" আর দীনেশ-দা'র "কল্লোল" এক সংগেই বেরুল, তিরিশে। "সংহতি" দু'বছরেই কুপোকাত; "কল্লোল" এখনও চল্‌ছে। কল্লোলের প্রাণ-শক্তি তো নজরুল।

প্রমীলার প্রবেশ < ভেতর। পেছনে—বুলবুল। সাড়ে তিন বছর বয়েস। ফুট্‌ফুটে সুন্দর চেহারা। প্রতিভার ছাপ চোখেমুখে। একটু যেন ক্লান্ত। সংগে মদন—ট্রে হাতে; ট্রে রেখে প্রস্থান॥

॥ পবিত্র ॥ এই যে, বাবা-মণি! দেখি—এদিকে এসো তো।

॥ বুলবুল ॥ (কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে) আচ্ছা, কাকাবাবু, তুমি বাউল গান জানো ?

প্রমীলার চা পরিবেশন ॥

॥ পবিত্র ॥ না তো ! কিন্তু, কেন ? (চা পান)

॥ বুলবুল ॥ আজ এক বাউলের গান শুনে এলাম। কি অদ্ভুত গায়—

পরাণ আমার সোতের দীয়া,
মোরে ভাসাইলা কোন্ ঘাটে ॥

তোমাকে আমি গেয়ে শোনাতে পারতাম। কিন্তু—

॥ ওহুদ ॥ একবার শুনেই !!

॥ বুলবুল ॥ বা রে !—ক'বার শুনব তবে ? ও' তো আর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না—গাইতে গাইতে চলে গেল। তুমি কিচ্ছু জানো না, কাকাবাবু !

॥ পবিত্র ॥ গেয়ে শোনাও তো, বাবা !

॥ বুলবুল ॥ তা' শোনাতাম ; কিন্তু আমার যে আজ শরীর ভালো নেই।

॥ পবিত্র ॥ এ্যাঁঃ—বলো কি ! (কপালে হাত দিয়ে দেখা) সত্যি তো, গা যে একটু গরম !

॥ ওহুদ ॥ (গায়ে হাত দিয়ে তাপ পরীক্ষা) বৌদি, তুমি ওকে এখনই বিছানায় শুইয়ে দাও। বিশ্রাম করুক, সেরে যাবে।

॥ বুলবুল ॥ এ যে সন্ধ্যে—অত সকাল আমি ঘুমোইনে। তুমি বুঝি সন্ধ্যে বেলা ঘুমিয়ে পড়ো, না কাকাবাবু ?

॥ ওহুদ ॥ (হেসে) তুমি একটু শুয়ে থাকো, লক্ষ্মী-বাবা ! শরীর সুস্থ হলে উঠো। ওকে নিয়ে যাও, বৌদি ! আমরা এখন উঠি।

॥ বুলবুল ॥ তা' যাচ্ছি। কিন্তু, পবিত্র-কাকা ! তুমি আরেকদিন এসো, তোমাকে আমি বাউল গান গেয়ে শোনাব।

॥ পবিত্র ॥ আচ্ছা। (মাথায় চুমো খাওয়া)

বুলবুলকে নিয়ে প্রমীলার প্রস্থান > ভেতর ॥

॥ পবিত্র ॥ (উঠে) আমার কি মনে হয়, জানো,—বুলবুল নিশ্চয় জাতিস্মর! পূর্বজন্মে ও' বড়ো গায়ক ছিল। নইলে অতটুকুন ছেলে, (মনে মনে হিসেব ক'রে) এ সাড়ে তিন বছর বয়েস, ওর পক্ষে যে কোনো গান যে কোনো সুরে একবার মাত্র শুনেই মনে রাখা এবং পরে গাওয়া—একি সোজা কথা!

॥ ওদুদ ॥ বিস্ময়কর! কিন্তু, জাতিস্মরে আমি বিশ্বাস করিনে। ওর বাবার অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে ও' জন্মেছে!··· তুমি দেখে নিও, পবিত্র-দা, বুলবুল হ'বে নজরুলেরই উত্তর-সাধক।

॥ পবিত্র ॥ হঠাৎ জ্বর এলো! ভগবান না করুন, ওর যদি কিছু হয়, নুরু পাগলই হয়ে যাবে!!

॥ ওদুদ ॥ চলো, যাই। (উভয়ের প্রস্থান > বাহির)

অন্য দরজা দিয়ে নজরুলের প্রবেশ < বাহির। সংগে বাউল গায়ক ॥

॥ নজরুল ॥ সত্যি, আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি আপনার গানে। মাঝে মাঝে আসবেন কিন্তু।

॥ বাউল ॥ আপনার বাড়ী দেখে গেলাম। আজ কিন্তু বস্‌তে পারব না। কয়েক দিন পর আবার আস্‌ব।

॥ নজরুল ॥ একটু চা—

॥ বাউল ॥ না, আজ কিচ্ছু নয়।

॥ নজরুল ॥ (পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের ক'রে) এই আছে সংগে,—এ সামান্য ক'টি টাকা আপনাকে নিতেই হ'বে। অবশ্য, টাকা দিয়ে আপনার গানের মূল্য-বিচার সম্ভব নয়।

॥ বাউল ॥ (হেসে) তা' হয় না, কবি-ভাই! বাউল মানুষ,—দু'চার পয়সা দিলে নিই; কিন্তু দশ টাকা যারা দেয়, তাদের কাছ থেকে তো টাকা নেওয়া যায় না!

॥ নজরুল ॥ তবে কী নেওয়া যায়?

॥ বাউল ॥ পীরিত !— আজ যাই।

দ্রুত প্রস্থান > বাহির। একটু পায়চারী করে নজরুল'ও বেরিয়ে যাচ্ছিল। প্রমীলার প্রবেশ < ভেতর ॥

॥ প্রমীলা ॥ শোনো !

॥ নজরুল ॥ একি, রুদ্রাণী !!

॥ প্রমীলা ॥ রুদ্রাণী-শূদ্রাণী—যা খুশি বলো! কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোথায় শুনি ?

॥ নজরুল ॥ দেবি, তিষ্ঠ ক্ষণ-কাল !—আরেকটু ঘুরে আসি।

॥ প্রমীলা ॥ আর কত ঘুরবে ? সারাটা জীবন তো ঘুরেই কাটালে !

॥ নজরুল ॥ আমি যে যাযাবর ! (অট্টহাসি)

॥ প্রমীলা ॥ (অটল গাম্ভীর্য) আমি তা' নই। (একটু থেমে) ওগো, আমি মানুষ, না পাথর ? পাথর হলে এ্যাদ্দিনে ফেটে চৌচির হয়ে যেত !

॥ নজরুল ॥ (সবিস্ময়ে) কিন্তু, কী করেছি আমি ?

॥ প্রমীলা ॥ কি করোনি শুনি ?—যেখানে খুশি সেখানে যাচ্ছ ; যা খুশি তা' করছ ! যা ইচ্ছে, তা-ই বল্‌ছ ! আমি যে একটা মানুষ ঘরে আছি, সে খেয়াল আছে তোমার ?

॥ নজরুল ॥ বলো কি, প্রমীলা, আমি তো তোমাকে—

॥ প্রমীলা ॥ থাক্, থাক্ ! আর মিথ্যে স্তোক্-বাক্য শোনাতে হ'বে না। অনেক শুনেছি। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি। কেন ?—কেন তুমি আমায় বিয়ে করেছিলে ?

॥ নজরুল ॥ (উদ্ধত ফণায়) বিয়ে ? বিয়ে তো তুমিও করেছ ! আমার সব কথাই তো তোমাকে খুলে বলেছিলাম। এখন দোষ দিলে চলবে কেন ?— সন্তান দিয়েছি, মান দিয়েছি,—দরিদ্রের সংসারে আর তুমি কী চাও ?

॥ প্রমীলা ॥ সন্তান !! ও' আমি চাইনে !

॥ নজরুল ॥ (আর্তনাদের সুরে) প্রমীলা !

॥ প্রমীলা ॥ কী হ'বে সন্তান দিয়ে ? আমি কি পেয়েছি ?— একদিনের তরে একটু সুখ পাইনি, স্বস্তি পাইনি, শান্তি পাইনি। দ্বিধা-সংশয়—

॥ নজরুল ॥ দুলি ! দুলি !!

॥ প্রমীলা ॥ (মরিয়া হ'য়ে) কি না দিয়েছি আমি তোমাকে ?—রূপ-যৌবন, মান-ইজ্জত,—সব—স-ব দিয়েছি ! তুমি কি দিয়েছ ?...ওগো, আমিও তো নারী—রক্ত-মাংসের মানুষ ! কত সাধ, কত স্বপ্ন ছিল আমার—

কান্নায় ভেঙে পড়ে চলে যাচ্ছিল ॥

॥ নজরুল ॥ ওঃ ! মা—মা গো !! (মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে—প্রমীলা থম্‌কে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকায়) শান্তি ! শান্তি কোথায়, প্রমীলা ?—তোমায় শান্তি দেবো ! আমিই কি তা' পেয়েছি ?

'প্রবাহে'র দ্রুত প্রবেশ < বাহির। প্রমীলার প্রস্থান > ভেতর ॥

॥ 'প্রবাহ' ॥ এ কি রে !—অমন হা-ক'রে আছিস্ কেন ? (নজরুল নিরুত্তর) ও, ভাবছ ! কী ভাবছ, বাছাধন ? স-ব ভাব্‌না রসাতলে যেতে দাও !—শুধু, Enjoy !

॥ নজরুল ॥ Enjoy !! হাঃ-হাঃ-হা—

॥ 'প্রবাহ' ॥ হাঁ ! Enjoy !—Enjoy the Blooming Roses of Eden and Gardens ! Enjoy the Bloomed Bosoms of Rosy 'Helen's, 'Cleopatra's and 'Thais's !!

॥ নজরুল ॥ মানে ?

॥ 'প্রবাহ' ॥ চুলোয় যেতে দাও সব 'মানে' ! সময় নেই আমার দাঁড়াবার—চল্‌লাম। (ঝড়ের বেগে প্রস্থান > বাহির।)

শরৎ পণ্ডিতের প্রবেশ—'প্রবাহে'র ধাক্কা খেয়ে টাল্ সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে—

॥ শরৎ ॥ এ্যাঁ ! ঠিক বোধগম্য হলো না ! বলি, অমন ঝড়ের বেগে কে বেরিয়ে গেল, ভায়া ?

॥ নজরুল ॥ 'প্রবাহ'।

॥ শরৎ ॥ প্র-বা-হ ! মানে—গতির উন্মাদনা !! তাই হবে ! হে-হে-হে—তা' এ বুড়োকেও ঠেলে গেল, না ফেলে গেল ? যুগটাই যেন কেমন যাচ্ছে, ভায়া ! বুড়োয় আর জোয়ানে কোনো ফারাক নেই ! কারু রক্ষে নেই—স্রোতে ভাস্‌তেই হবে।··· তোমার তোড়ই সামলানো যাচ্ছে না ; তা' আবার স্বয়ং 'প্রবাহ' !—যাই।

॥ নজরুল ॥ আপনিও চল্‌লেন ! এসেই ?

॥ শরৎ ॥ যাবো না তো কি ?—কাজ আছে ঢের—চল্‌লাম। (প্রস্থান > বাহির।)

মঈনের প্রবেশ < বাহির ॥

॥ নজরুল ॥ কে, মঈন ? তুইও বল্—'চল্‌লাম' !

॥ মঈন ॥ কি ব্যাপার, কবি-দা ?

হন্তদন্ত হয়ে গিরিবালার প্রবেশ < ভেতর ॥

॥ গিরিবালা ॥ এ-যে মঈন ! তোমার কথাই ভাবছিলাম। (উদ্বেগ-ভরে) আচ্ছা, বলো তো—কাল্ নুরু বুল্‌বুলকে কী বলেছিল ?

॥ মঈন ॥ আঁ—বুল্‌বুলকে—কবি-দা—

॥ গিরিবালা ॥ লুকোবার চেষ্টা করো না। ঠিক্ ঠিক্ বলো।

॥ মঈন ॥ তা' অমন কিছু তো বলেনি। বুলবুল disturb করছিল,—কবি-দা তখন লিখছিলেন কি না, তাই ধমক দিয়ে বলেছিলেন, যাও !

॥ গিরিবালা ॥ 'যাও' !! তা-ই···উঃ ! কোনো বাপ কি ছেলেকে অমন কথা বলে ! যাবে না কেন ?···এ্যাঁ ! ভগবান, ওকে তুমি রক্ষে করো ! (দুই কর কপালে ঠেকানো)

॥ মঈন ॥ কী হয়েছে, মাসি-মা ?

॥ গিরিবালা ॥ জ্বর !—এক শো তিন ডিগ্রি !!

॥ মঈন ॥ এ্যাঁ ! এক শো তিন ডিগ্রি !! (দ্রুত প্রস্থান > অন্দর।)

গিরিবালা নজরুলের দিকে এক নজর চেয়েই বেরিয়ে যায়।

রক্তলেশহীন চেহারা, স্তম্ভিত নজরুল—ঠায় বসে আছে। কালো ছায়া নেমে এলো মঞ্চে ॥

॥ পর্দা-পতন ॥

——:০:——

অংক—দুই ——— ৩য় দৃশ্য

॥ দৃশ্য-সজ্জা-কালীন গজল—সামনে বসে ঃ বহিরাগত যে কোনো গীতশিল্পী ॥

বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল্‌শাখাতে দিস্‌নে আজি দোল্।
আজো তার ফুল্‌কলিদের ঘুম টুটেনি, তন্দ্রাতে বিলোল ॥

আজো হায় রিক্ত শাখায় উত্তরী-বায় ঝুর্‌ছে নিশিদিন,
আসেনি দখ্‌নে হাওয়া গজল-গাওয়া, মৌমাছি বিভোল্ ॥

কবে সে ফুলকুমারী ঘোম্‌টা চিরি' আস্‌বে বাহিরে,
শিশিরের স্পর্শসুখে ভাঙ্‌বে রে ঘুম রাঙ্‌বে রে কপোল ॥

ফাগুনের মুকুল-জাগা দুকূল-ভাঙা আস্‌বে ফুলেল বান্,
কুঁড়িদের ওষ্ঠ পুটে লুট্‌বে হাসি, ফুট্‌বে গালে টোল্ ॥

কবি তুই গন্ধে ভুলে ডুব্‌লি জলে কূল পেলিনে আর,
ফুলে তোর বুক ভরেছিস্ আজ্‌কে জলে ভর্‌বে আঁখির কোল ॥

———

পূর্ব-দৃশ্যের অনুরূপ ॥ কয়েক দিন পরের ঘটনা ॥

চরিত্রায়ণে—আবদুল কাদির, আবদুল হামিদ ॥ গিরিবালা ॥ জন-কয়েক

পাড়া-প্রতিবেশী ॥ নজরুল ॥ মঈন, শান্তি॥

আবদুল কাদির আর আবদুল হামিদের প্রবেশ < বাহির। দু'জনই নজরুলের বন্ধু ও ভক্ত॥

॥ কাদির ॥ মাসি-মা! ও মাসি-মা!!

॥ হামিদ ॥ আস্তে—অত জোরে চেঁচাবেন না। রোগীর অসুবিধা হ'তে পারে।

॥ কাদির ॥ ভেতরেও যেতে পারব না—ডাক্তারের বারণ। কি করি, বলুন তো?

গিরিবালার প্রবেশ < ভেতর। অনিদ্রায় আর দুশ্চিন্তায় চোখ-বসা॥

॥ গিরিবালা ॥ কাদির? বসো, বাবা! ইনি—

॥ কাদির ॥ ইনি—আবদুল হামিদ সাহেব,—কোলকাতা কর্পোরেশনের দু'নম্বর ডিস্ট্রিক্ট গো-খানার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। আর, ইনিই—আমাদের সকলের মাসি-মা।

॥ হামিদ ॥ তাইলে—আমারও মাসি-মা। বুলবুল কেমন আছে এখন, মাসি-মা?

॥ গিরিবালা ॥ সারাদিন অত্যন্ত খারাপ গেছে। গুটি এত বেশী উঠেছে যে গায়ে সর্ষে রাখার ঠাঁইও নেই। সন্ধ্যে থেকে একেবারে নিঃসাড় হ'য়ে পড়ে আছে।

॥ কাদির ॥ ডাক্তার আসেনি?

॥ গিরিবালা ॥ এই তো—একটু আগে চলে গেল।

॥ কাদির ॥ কি বল্‌ল?

॥ গিরিবালা ॥ বল্‌ল—(ঢোক গিলে) আজ রাতটা যদি কোনো মতে সারে—

॥ কাদির ॥ এ্যাঁ! কবি-দা কোথায়?

॥ গিরিবালা ॥ বুলবুলের শিয়রে বসে কোরান পাঠ করছে!

॥ হামিদ ॥ অন্য কোনো চেষ্টা-তদবির হয়নি ? বসন্ত-রোগের তো অনেক টোট্‌কা ওষুধ আছে।

॥ কাদির ॥ কিছু বাদ যায়নি—ডাক্তারী, কোবরেজী, হোমিওপ্যাথী, তাবিজ-তুমান, তুকতাক। কবি-দা তো পাগলের মতো হয়ে আছেন। বুলবুলের কাছ থেকে তাঁকে নড়ানোই যায় না।

॥ হামিদ ॥ রোগীর ঘরে সারাদিন বসে থাকা ও তো ভালো নয়।

॥ গিরিবালা ॥ কে শোনে কার কথা !—এ ক'দিন হাফিজের রুবাইয়াৎ অনুবাদ করে শেষ করল—বুলবুলের শিয়রে বসেই। ওকে নিয়ে হয়েছে মুশ্‌কিল—নাওয়া নেই, খাওয়া নেই,—খালি নামাজ আর কোরান-পাঠ চল্‌ছে। রাত-ভর ভগবানের কাছে ধন্না দিয়ে পড়ে থাকে। অনিদ্রায়-অনাহারে, চিন্তায়-ভাব্‌নায় কি মানুষ কি হয়েছে—দেখলে চেনাই যায় না যেন।

॥ কাদির ॥ একবার দেখে আসুন তো, মাসি-মা !

॥ গিরিবালা ॥ আচ্ছা। তোমরা বসো। (যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে) মঈন আর শান্তি এখনও এলো না !

॥ কাদির ॥ কোথায় গেছে ওরা ?

॥ গিরিবালা ॥ দম্‌দমে—কোন্ এক সাধুর কাছে নুরু ওদের পঠিয়েছে। ও' নাকি সর্ব রোগে ধন্বন্তরি ! (প্রস্থান > অন্দর)

॥ হামিদ ॥ আশ্চর্য !

॥ কাদির ॥ কি আশ্চর্য ?

॥ হামিদ ॥ সাধু-সন্ন্যাসী, আর তুকতাকে নজরুলের কোনোদিন বিশ্বাস ছিল না বলেই তো জানতাম।

॥ কাদির ॥ তা' নয়,—এ তাঁর মজ্জাগত ধর্ম। ছেলেবেলা ফকির-দরবেশের আস্তানায় আর সাধু-সন্ন্যাসীর পেছনে পেছনে তিনি অনেক ঘুরেছেন। সে আট-দশ বছর বয়েসে, পিতার মৃত্যুর পর—স্ব-গ্রাম চুরুলিয়ায়, হাজি

পাঁহ্‌লোয়ানের মাজারে খাদেমগিরিও করেছেন কিছুদিন। পরবর্তী কালে শত্‌ চেষ্টা ক'রেও এ বদ্ধমূল সংস্কারের কবল থেকে যে তিনি রেহাই পাননি, তা তো বুঝতেই পাচ্ছেন!

হঠাৎ বাড়ীর ভেতর থেকে সমবেত-কণ্ঠে কান্নার ধ্বনি ভেসে আসে। কাদির ছুটে ভেতর দিকে চলে যায়। আবদুল হামিদ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

কয়েকজন পাড়া-প্রতিবেশীর প্রবেশ < বাহির। উন্মাদ-প্রায় ছুটে বেরিয়ে এলো নজরুল। উস্কখুস্ক চুল; চোখের নীচে কালশিরা পড়ে গেছে। রক্তজবার মতো লাল দু'চোখ। পেছনে—কাদির॥

॥ নজরুল ॥ মঈন—মঈন কোথায়?

মঈন ও শান্তির প্রবেশ < বাহির॥

॥ মঈন ॥ এ-ই তো আমি এসে পড়েছি, কাজী-দা!

॥ নজরুল ॥ (মঈনের কাঁধে ঝাঁকুনী দিতে দিতে) সাধু কোথায়? কি রে—এলেন না তিনি? কি বলেছেন—বল্‌ বল্‌? (ঝাঁকুনী) তিনি কি মরাদেহে প্রাণ দিতে পারেন?

মঈন ভেবাচেকা খেয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে॥

॥ কাদির ॥ (একান্তে) বুলবুল এ মাত্র মারা গেল।

॥ মঈন ॥ মারা গেল!!—কবি-দা—

॥ নজরুল !! বল্‌ বল্‌। হ্যাঁ রে, সাধু-সন্ন্যাসী কি মানুষ বাঁচাতে পারে?

॥ মঈন ॥ কেউ মরা মানুষ বাঁচাতে পারে না, ভাই!

॥ নজরুল ॥ (চমকে উঠে) পারে না!! কেউ পারে না? ডাক্তার-কোব্‌রেজ, সাধু-সন্ন্যাসী, ফকির-দরবেশ—কেউ না! হাঃ-হাঃ-হা—(মর্মান্তিক অট্টহাসি) বুলবুল—বাবা! কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না রে!! ভগবান?—খোদা?—কেউ না!!

চরম নৈরাশ্যে একেবারে ভেঙে পড়ে নজরুল। মঈন ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে। মঞ্চে ঘন অন্ধকার নেমে আসে॥

॥। যবনিকা-পতন ॥।

॥। অংক—তিন ॥।

॥ দৃশ্য-সজ্জা-কালীন গজল—সামনে বসেঃ বহিরাগত যে কোনো গীতশিল্পী ॥

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে অতীত দিনের স্মৃতি।
কেউ দুখ ল'য়ে কাঁদে কেউ ভুলিতে গায় গীতি ॥

কেউ শীতল জলদে হেরে অশনির জ্বালা।
কেউ মুঞ্জরিয়া তোলে তার শুষ্ক কুঞ্জবীথি ॥

হেরে কমল-মৃণালে কেউ কাঁটা কেহ কমল।
কেউ ফুল দলি' চলে কেউ মালা গাঁথে নিতি ॥

কেউ জ্বালে না আর আলো তার চির-দুখের রাতে,
কেউ দ্বার খুলি' জাগে চায় নব চাঁদের তিথি ॥

অংক—তিন——১ম দৃশ্য

১৩৪৪ সাল, ৩রা আষাঢ়। ভোর বেলা ॥

কোল্‌কাতা—নজরুলের বাসা। বৈঠকখানা ॥

চরিত্রায়ণে—নজরুল ॥ 'প্রবাহ' ॥ আব্বাস ॥ পবিত্র ॥ প্রমীলা ॥।

নজরুল পত্র লিখ্‌ছে। আগের সে উন্মাদনা, আর কলহাস্যের ভাব নেই। উদাস, বিবাগী চেহারা।

প্রবাহের প্রবেশ < বাহির। প্রবাহের গতিও মন্থর ॥

॥ **নজরুল** ॥ Come on, my soul! You are just in time. (বিষণ্ণ হাসি)

॥ **'প্রবাহ'** ॥ শুন্‌লাম, তোর সে হাসি নাকি উবে গেছে। কিন্তু, আজ যে বেশ Jolly মনে হচ্ছে!

॥ **নজরুল** ॥ হবে না? আজ যে আমার হাসির দিন! এমন দিন জীবনে আর হয়তো আস্‌বেই না—এ-ই প্রথম, এ-ই শেষ!

॥ **'প্রবাহ'** ॥ কিন্তু ব্যাপার কি বল্‌ তো?

॥ **নজরুল** ॥ রোস্‌—বল্‌ছি।··· আরে, ওই যে আব্বাস আস্‌ছে!

আব্বাস উদ্দীন আহমদের প্রবেশ < বাহির ॥

॥ **নজরুল** ॥ তোদের পরিচয় ক'রে দিই। এ আব্বাস উদ্দীন আহ্‌মদ—মুস্‌লিম-বাঙলার সেরা কণ্ঠশিল্পী।— আমি হ'লাম 'সুর', আর আব্বাস আমার 'কণ্ঠ'!··· এ 'প্রবাহ'—আমার একাত্মক বন্ধু! আব্বাসের কণ্ঠেই তোর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি, প্রবাহ। আব্বাস, ধর্‌ তো—"আমার কোন্‌ কূলে আজ···"

॥ **আব্বাস** ॥ আচ্ছা! (হারমোনিয়ম টেনে নিয়ে গান ধরে)

আমার কোন্‌ কূলে আজ ভিড়ল তরী
এ কোন্‌ সোনার গাঁয়।
আমার ভাটির তরী আবার কেন
উজান যেতে চায় ॥
আমার দুঃখেরে কাণ্ডারী করি'
আমি ভাসিয়েছিলাম ভাঙা তরী,
তুমি ডাক দিলে কে স্বপন-পরী
নয়ন-ইশারায় ॥
আমার নিবিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি,
ডেকেছিল ঝড়ের রাতি,
তুমি কে এলে মোর সুরের সাথী
গানের কিনারায় ॥

ওগো সোনার দেশের সোনার মেয়ে,
তুমি হবে কি মোর তরীর নেয়ে,
এবার ভাঙা তরী চল বেয়ে
রাঙা অলকায় ॥

॥ নজরুল ॥ কিন্তু, এ ভাঙা ভাটির তরী কি কোনোদিন উজান যায়, প্রবাহ ?

॥ 'প্রবাহ' ॥ খুলেই বল্। ভেবে দেখি।

॥ নজরুল ॥ পত্র এসেছে—দীর্ঘ পনের বছর পর। তারি উত্তর লিখছিলাম। মাঝখানে এসে থেমে যেতে হলো।

॥ 'প্রবাহ' ॥ নার্গিসের পত্র তো ?

॥ নজরুল ॥ হাঁ!

॥ 'প্রবাহ' ॥ কি জবাব দিচ্ছিস, শোনাতে আপত্তি আছে ?

॥ নজরুল ॥ আদৌ না। শোন্, লিখেছি—

কল্যাণীয়াসু,

তোমার পত্র পেয়েছি সেদিন নববর্ষার নবঘনসিক্ত প্রভাতে। মেঘ-মেদুর গগনে সেদিন অশ্রান্ত ধারায় বারি ঝরছিল। পনের বছর আগে এমনি এক আষাঢ়ে এমনি বারি-ধারার প্লাবন নেমেছিল—তা' তুমিও হয় তো স্মরণ করতে পারো। এই আষাঢ় আমায় কল্পনার স্বর্গ-লোক থেকে টেনে এনে ভাসিয়ে দিয়েছে বেদনার অনন্ত স্রোতে। আমার অন্তর্যামী জানেন, তোমার জন্যে আমার হৃদয়ে কি গভীর ক্ষত, কি অসীম বেদনা! কিন্তু সে বেদনার আগুনে আমিই পুড়েছি, তা দিয়ে তোমায় কোনোদিন দগ্ধ করতে চাইনি। তুমি এই আগুনের পরশমণি না দিলে আমি অগ্নিবীণা বাজাতে পারতাম না; আমি ধূমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হ'তে পারতাম না।…

॥ 'প্রবাহ' ॥ তারপর ?

॥ নজরুল ॥ তুই-ই বল্—আমি তো খুঁজে পাচ্ছিনে।

॥ 'প্রবাহ' ॥ আমি? তাইলে বল্‌তেই হয়—সে রামও নেই, আর সে অযোধ্যাও নেই। রামরাজ্য আস্‌বে কোত্থেকে? হাঃ-হাঃ-হা—যাই। (হঠাৎ প্রস্থান > বাহির।)

॥ আব্বাস ॥ তুমি এদিকের কাজ সেরে নাও, কাজী-দা!—আমি "মেগাফোন" থেকে ঘুরে আসছি। (প্রস্থান > বাহির।)

খানিক স্তব্ধ হ'য়ে বসে থেকে নজরুল আবার লিখতে সুরু করে দেয়। লেখা শেষ হ'তে না হ'তেই পবিত্রের প্রবেশ < বাহির॥

॥ নজরুল ॥ পবিত্র যে! তোরা তো আজকাল ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছিস্! আয় আয়—

বন্ধুর পথে চলিব আবার, বন্ধুরা এসো ফিরে
সেই আগেকার নিত্যশুদ্ধ প্রাণ-প্রবাহের তীরে।
প্রিয়ার চেয়েও প্রিয় ছিল মোর তোমাদের ভালবাসা,
আমাদের মাঝে ছিল কত ভালো, কত আলো, কত আশা।
মৃত পুত্রেরে ভুলেছি, ভুলিনি তোমাদের সেই প্রাণ,
আজো মনে হলে বক্ষ বহিয়া নামে রোদনের বান।

॥ পবিত্র ॥ আমি তো অনেক বার এসেছি, নুরু! কিন্তু, তোরই যে দেখা নেই। আজ শুনি, গ্রামোফোন কোম্পানীতে; কাল শুনি, গায়ক-কোম্পানী নিয়ে রুদ্ধ কক্ষে বিচিত্র সুরের গান রচনা চলছে; কখনও—কোরান পাঠের সংবাদ, কখনও বা সুফি-তত্ত্ব আলোচনার কথা। দেখা করবার ফুরসত কই?

॥ নজরুল ॥ মুক্তির পথ আমি খুঁজে পেয়েছি, পবিত্র। সুরের মায়ামন্ত্রে আকৃষ্ট হয়ে আত্মিক সমুন্নতির পথেই আসবে মুক্তি। ঠিক এ অসময়ে আবার প্রিয়তমার ডাক এসেছে!

॥ পবিত্র ॥ মানে?

॥ নজরুল ॥ নার্গিস!

॥ পবিত্র ॥ নার্গিস !!

॥ নজরুল ॥ হাঁ ! ওর পত্র পেলাম।

॥ পবিত্র ॥ কি লিখেছে ও' ?

॥ নজরুল ॥ লিখেছে—

তুমি কি গিয়াছ ভুলে ?
তোমার চরণ-স্মরণ-চিহ্ন আজো মোর নদী-কূলে
মুছিল না প্রিয়, মুছিল না তার বুকে যে লিখিলে লেখা,
মাঝে বহে স্রোত, দু'কূল জুড়িয়া চরণ-স্মরণ-রেখা !
কূলে একা বসি' ঢেউ গণি আর চাহি ওপারের তীরে
প্রভাতে যে পাখী উড়িল সে আর সাঁঝে ফিরিল না নীড়ে।

—কিন্তু, আমি ভুলে গেছি, পবিত্র,—সবাইকে ভুলে গেছি ! আজ আমি পরমসুন্দরের ধ্যানে নিমগ্ন।

॥ পবিত্র ॥ কাউকে তুই ভুল্‌তে পারিস্‌নি, ভাই !

॥ নজরুল ॥ পারিনি ?—হবে হয়তো ! নইলে সবাইকে আবার ডাকছি কেন ? সকলের কথাই বা অমন মনে পড়ছে কেন ?—ঢাকার সে আনন্দোজ্জ্বল দিনগুলো—'মোতিহারে'র দাড়ি-কর্তন !! হাঃ-হাঃ-হা—সে যেন চোখের সামনে ভাস্‌ছে, পবিত্র। আরো কত ঃ ডাঃ শহীদুল্লাহ্—এ্যাঃ ! না, থাক। জীবন-পথের আঁকে-বাঁকে কত জনের সংগে দেখা—কত মুখ, কত মন··· বাহার-নাহার,— হাঁ, নাহার ! কই ? ওরা তো এখন আসে না ! ফজিলত···না-না-না, ওসব ভুলে গেছি ! কই না তো—ভুলিনি !...মা—মাগো ! কোথায় তুমি আজ ? শেষ-দেখা দেখ্‌তে এসেছিলে—কারাগারে ঃ কারার লৌহকবাটও খুলে গেছল, কিন্তু আমার মনের রুদ্ধ কবাট যে সেদিন খোলেনি !! (অশ্রু গড়িয়ে পড়ে দু'গণ্ড বেয়ে)

॥ পবিত্র ॥ (নজরুলের কাঁধে হাত রেখে) নুরু ! অত ভেঙে পড়লে তো চল্‌বে না, ভাই ! তুই আবার ফিরে আয়—বাঙলার জন-সাধারণ তোরি পথ চেয়ে বসে আছে। তুই কবি—তোর ব্রত, ওদের আশা আর আশ্বাসের বাণী শোনানো। তাই তুই কর্ !

॥ **নজরুল** ॥ হাঁ-হাঁ! ওদের শান্তির পথই যে আমি খুঁজে ফিরছি। তারি তরে আমার যত সাধনা।···এক জ্যোতির্ময় শক্তি-সুন্দর আমার মাঝে ঘুমিয়ে আছে, টের পেয়েছি! তাকে আমি জাগিয়ে তুলবই। সে-ই জাতিকে মুক্তির পথ দেখাবে !!

॥ **পবিত্র** ॥ সে শক্তি-সুন্দর আর কেউ নয়, তোরই কবি-প্রতিভা! কিন্তু, তুই তো কারু কথা শুনবিনে! যাক্—যাই আজ! (প্রস্থান > বাহির)

॥ **নজরুল** ॥ (স্বগত) কেউ আমাকে বুঝল না! আমি—আমিই কি বুঝতে পেরেছি নিজেকে? কি চাই আমি? কোন্ পথ আমার? দূর, ছাই!··· বিদ্রোহী আমি? তাই বটে—'ভগবান'! হাঃ-হাঃ-হা—তুমি আমায় মুক্তি দেবে, শান্তি দেবে?—কিন্তু, কেন—

কেন সৃষ্টি করলে নরক জন্মায়নি যখন মানব!
কেন তাদের ভয় দেখাও? ভয় দেখিয়ে ভক্তি চাও?
তোমার পরম ভক্তেরা তাই হয় শয়তান, হয় দানব!
বিদ্রোহী করেছে মোরে আমার গভীর অভিমান!
তোমার ধরার দুঃখ কেন
আমায় নিত্য কাঁদায় হেন?
বিশৃংখল সৃষ্টি তোমার, তাই তো কাঁদে আমার প্রাণ!
বিদ্রোহী করেছে মোরে আমার গভীর অভিমান!

দ্রুত প্রস্থান > বাহির। নার্গিসের কাছে লেখা পত্র টেবিলে খোলা পড়ে আছে। প্রমীলার প্রবেশ < ভেতর। টেবিলে কি যেন খোঁজা। পত্রের ওপর নজর পড়তেই—

॥ **প্রমীলা** ॥ কল্যাণীয়াসু !!—কে? (পত্র পাঠ) এ্যাঁ! নার্গিস! (চেহারায় হিংস্র হিংসার ভাব) তোমাকে এখনও সে ভোলেনি?—এখনও ভালবাসে! ওর সমগ্র মনোপ্রাণ জুড়ে আজো তুমি বিরাজ করছ! উঃ!! (বুকে হাত দিয়ে বসে পড়ে) মা—মাগো!!

॥ পর্দা-পতন ॥

——:০:——

অংক—তিন ——— ২য় দৃশ্য

॥ দৃশ্য-সজ্জা-কালীন গজল—সামনে বসে ঃ বহিরাগত যে কোনো গীতশিল্পী ॥

বক্ষে আমার কা'বার ছবি চক্ষে মোহাম্মদ রসুল।
শিরোপরি মোর খোদার আরশ গাই তারি গান পথ-বেভুল ॥

লায়লির প্রেমে মজনু পাগল আমি পাগল 'লা-ইলা'র,
প্রেমিক দরবেশ আমায় চেনে অরসিকে কয় বাতুল ॥

হৃদয়ে মোর খুশীর বাগান বুলবুলি তায় গায় সদাই
ওরা খোদার রহম মাগে আমি খোদার ইশ্‌ক্ চাই।

আমার মনের মস্‌জিদে দেয় আজান হাজার মোয়াজ্জিন্,
প্রাণের 'লওহে' কোরান লেখা রুহ্ পড়ে তা রাত্রিদিন।

খাতুনে-জিন্নত্ আমার মা হাসান হোসেন চোখের জল,
ভয় করি না রোজ-কিয়ামত্ পুলসিরাতের কঠিন পুল ॥

১৩৪৭ সাল। সন্ধ্যা ॥ কোলকাতা—নজরুলের বৈঠকখানা ॥

চরিত্রায়ণে—নজরুল ॥ বরদাকান্ত ॥ মুজফ্‌ফর ॥ গিরিবালা ॥ ডাঃ গুপ্ত ॥ ডাঃ রায় ॥ শান্তি ও বৈষ্ণব বাবাজী ॥ মৌলবী সাহেব ॥ ওস্তাদ ॥।

নজরুল অস্থির ভাবে পায়চারী করছে ; মাঝে মাঝে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তাকিয়ে দেখ্‌ছে বাইরের দিকে। যেন যে কোনো মুহূর্তে কার আগমন-প্রত্যাশায় আছে। হাতে এক খণ্ড কাগজ। পরনে—গেরুয়া ধুতি-চাদর। প্রৌঢ় বয়েস। বরদাকান্ত মজুমদারের প্রবেশ < বাহির। পরনে গেরুয়া বসন ॥

॥ **নজরুল** ॥ এ-ই যে কান্ত-দা ! সে-ই কখন থেকে অপেক্ষা করে আছি,—তোমাকে এ কবিতাটা শোনাব ব'লে।

॥ **বরদাকান্ত** ॥ (শান্তভাবে) কি কবিতা ?

॥ নজরুল ॥ যোগ-শক্তি সম্পর্কে—খানিক আগে লিখ্‌লাম। শোনো—

কোথা সে পূর্ণ সিদ্ধ ও যোগী, দেখেছ কি কেউ তাঁরে,
দনুজ-দলনী শক্তিরে পুনঃ ভারতে জাগাতে পারে?
ভারত জুড়িয়া শুধু সন্ন্যাসী সাধু ও গুরুর ভিড়,
তবু এ ভারত হইয়াছে কেন ক্লীব মানুষের নীড়?
'প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী, নাহি বিশ্বম্' বলি' কেউ
আবার আনিতে পারে কি ভারতে মহাশক্তির ঢেউ?
পাতাল ফুঁড়িয়া দানব দৈত্য উঠিয়াছে পৃথিবীতে
এলো না তো কেউ শক্তি-সিদ্ধ তাদের সংহারিতে!
কোথা সেই মহাতান্ত্রিক, কোথা চিন্ময়ী মহাকালী?
মন্দিরে মন্দিরে মৃন্ময়ী প্রতিমার পূজা খালি!
কে ঘুচাবে এই লজ্জা ও ঘৃণা, কোথা সে যুগাবতার?
জগন্নাথের রথ দেখিব না, পথ চেয়ে আছি তাঁর।

॥ বরদা ॥ চমৎকার !!

॥ নজরুল ॥ কিন্তু সে পূর্ণ-যোগী ও সিদ্ধ-পুরুষের আবির্ভাব কি সম্ভব? যোগ-ধ্যানের দ্বারা কি তাঁর ঘুম ভাঙানো যাবে, কান্ত-দা?

॥ বরদা ॥ কেন যাবে না? শক্তি-সাধকের পক্ষে সবই সম্ভব। তবে, সাধনায় একাগ্রতা ও আন্তরিকতা থাকা চাই।

॥ নজরুল ॥ সব চাইতে বেশী ভালবাসি আমি মানুষকে। কল্যাণ-শ্রী জীবাত্মার মাঝেই আমি পেতে চাই পরমা-শ্রী পরমাত্মাকে। ভেবেছিলাম, মৃত সন্তানকে বুঝি ভুলতে পারব। পারিনি—পারব না, কান্ত-দা! তাই তো প্রমীলার অসুখে অমন বিচলিত হয়ে পড়েছি। তাকেও যদি হারাই? না-না! যে কোনো প্রকারে হোক্‌, ওকে বাঁচাতেই হবে! আত্মিক শক্তি-প্রয়োগে ভৌতিক জীবনের মংগল সাধন কি সাধ্য? বলো, বলো, কান্ত-দা?

॥ বরদা ॥ Concentrate your mind, my friend!

॥ নজরুল ॥ কি করে তা করব ? মন যে কোনো মতেই স্থির হ'তে চায় না। স্ত্রী মৃত্যু-শয্যায়! ডাক্তার-কোবরেজ কিছু করতে পাচ্ছে না! তুমি শুধু আশ্বাসই দিয়ে চলেছ!

॥ বরদা ॥ দ্বিধা-সংশয় দূর করতে হবে, কাজী! আমি তো আগেই বলেছি, লক্ষ্য যাই হোক, এক নির্ধারিত পথে এগুতে হ'বে। তাইলে নির্ঘাত সিদ্ধি আসবে। (মুদিত নেত্রে) মায়ের শক্তির তো অন্ত নেই! তিনি যে দশমহাবিদ্যা!! তিনিই শ্রেয়, তিনিই প্রেয়ঃ শক্তি-সুন্দর, প্রিয়-সুন্দর! একান্ত মনোপ্রাণে তাঁরি ধ্যান করো—শক্তি পাবে! হ্যাঁ, এখানে নয়,—চলো মায়ের ঘরে যাই।

দু'জনের প্রস্থান > ভেতর।

মুজফ্‌ফর আহমদের প্রবেশ < বাহির। একটু যেন সন্ত্রস্ত ভাব॥

॥ মুজফ্‌ফর ॥ (চাপা-গলায়) মাসি মা! ও মাসি-মা!

গিরিবালার প্রবেশ < অন্দর॥

॥ গিরিবালা ॥ তোমরা তো আমাদের ভুলেই গেছ, মুজফ্‌ফর! অনেক দিন পর এলে!

॥ মুজফ্‌ফর ॥ কি করব, মাসি-মা! উপায় ছিল না।

॥ গিরিবালা ॥ কেন? কি হয়েছে তোমার?

॥ মুজফ্‌ফর ॥ ছে-চল্লিশ সালের গোড়াতে, মানে, গতবার—কোলকাতা ও তার উপান্ত থেকে সব কমিউনিষ্ট নেতাদের বহিষ্করণের আদেশ হয়েছে। সে খপ্পরে আমিও পড়েছি। কোলকাতায় প্রবেশ নিষেধ—মাঝে মাঝে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আসি। তা ছাড়া, নজরুলকেও বিপদে ফেল্‌তে চাইনে। ওতো আর এখন সক্রিয় রাজনীতিতে নেই।

॥ গিরিবালা ॥ এদিকে যে আমাদের ভীষণ বিপদ!

॥ মুজফ্‌ফর ॥ কি বিপদ, মাসি-মা?

॥ গিরিবালা ॥ দুলির সাংঘাতিক অসুখ!

॥ মুজফ্‌ফর ॥ কা অসুখ?

॥ গিরিবালা ॥ কয়েকদিন আগে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তারপর থেকেই শয্যাগত।

॥ মুজফ্ফর ॥ ডাক্তার দেখানো হয়নি ?

॥ গিরিবালা ॥ এই একটু আগে ডাক্তার এসেছে,—এখনও প্রমীলার ঘরেই আছে। কবিরাজী আর হোমিওপ্যাথী চিকিৎসাও চল্‌ছে !

॥ মুজফ্ফর ॥ না-না, এতো ঠিক নয়। এক ধরণের চিকিৎসা করানোই উচিত। যাক, কাজী কোথায় এখন ?

॥ গিরিবালা ॥ মায়ের ঘরে—বরদাকান্ত এসেছে কিনা ! ওকে নিয়ে ভারী ফ্যাসাদ—কখনো করে মা-কালীর যোগধ্যান, কখনো বা চলে স্থফি-তত্ত্ব আলোচনা। খাওয়া-দাওয়ার তো ঠিক-ঠিকানা নেই-ই ! অনিয়ম চলছেই। আমি ক-দিক সামলাই বলো ! ওদিকে ওদের তুই ছেলে,—সানি আর নিনি—ওদেরও দেখ্‌তে হয়। ভগবান কেন যে এ্যাদ্দিন বাঁচিয়ে রেখেছেন, তা' তিনিই জানেন ! আর পারিনে আমি ! (ক্লান্তির স্থর) একটু যে ধর্ম-কর্ম করব, তারো যো নেই। বাড়ীতে অনাচার লেগেই আছে ! তোমরা তো আবার ওসব মানো না।—আমরা সেকেলে মানুষ, বাবা ! এক একবার ভাবি—কাশী চলে যাব। কিন্তু, ওরা যেতে দিচ্ছে কই ?

॥ মুজফ্ফর ॥ এ-ই তো আপনার কাশী, এ-ই তো আপনার গয়া, মাসি মা ! ওদের ছেড়ে স্বর্গে গিয়েও সুখী হ'তে পারবেন না ! একমাত্র মেয়ে—

॥ গিরিবালা ॥ ওদের জন্যে কি কম করেছি আমি ? সারা জীবন খালি ঘানি টেনেই চল্‌লাম ! ওরা তা' বুঝে কই ?—তাও বলি, এ পোড়া-কপাল—ভগবানই এখানে শান্তি লেখেননি ! (উত্তেজিত) দেখো, একদিন আমি ঠিক চলে যাব—কাউকে কিচ্ছু না বলে,—যেদিকে তু'চোখ যায় !

॥ মুজফ্ফর ॥ আমি অবশ্য কিছু কিছু শুনেছি ! তাই তো এসেছিলাম—ওকে বুঝিয়ে যদি পথে আন্‌তে পারি। ওর সংগে কি দেখা করা যাবে ?

॥ গিরিবালা ॥ ওরে-ব্বাবা ! রুদ্ধ কক্ষে ও' এখন ধ্যান-মগ্ন !

॥ মুজফ্ফর ॥ তবে আর দেখা হলো না। পুলিশের ফেউ তো পেছনে লেগেই আছে! বেশীক্ষণ এখানে থাকা Safe নয়। চলুন—বৌদিকে দেখে আমি খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাই।

॥ গিরিবালা ॥ চলো।

দু'জনের প্রস্থান > ভেতর। একটু পর পাশের ঘর থেকে নজরুল ও বরদাকান্তের প্রবেশ ॥

॥ নজরুল ॥ কাল্ আস্বে কিন্তু, কান্ত দা!

॥ বরদা ॥ তোমার মনের যে অবস্থা দেখে গেলাম এতে তো যোগধ্যান চলে না। যাই আজি। (প্রস্থান > বাহির)

ডাঃ গুপ্তের প্রবেশ < ভেতর ॥

॥ নজরুল ॥ এ-ই যে—ডাঃ গুপ্ত! আপনার Patient-এর অবস্থা কেমন বুঝ্ছেন?

॥ ডাঃ গুপ্ত ॥ খুব আশাপ্রদ নয়! আপাতত মৃত্যুর ভয় নেই। তবে—

॥ নজরুল ॥ তবে কি? বলুন!

॥ ডাঃ গুপ্ত ॥ অর্ধাংগ অবশ হওয়ার আশংকা আছে।

॥ নজরুল ॥ Paralysis !!

॥ ডাঃ গুপ্ত ॥ হাঁ!

হোমিওপ্যাথ-ডাক্তারের প্রবেশ < বাহির ॥

॥ ডাঃ গুপ্ত ॥ ইনি—(সন্দিগ্ধ ভাবে) ইনি কে?

॥ নজরুল ॥ ও, আপনাদের বুঝি পরিচয় নেই। ইনি ডাঃ রায়!—কোলকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ-ডাক্তার!

॥ ডাঃ গুপ্ত ॥ হোমিওপ্যাথ! (তাচ্ছিল্যের সুরে) আপনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও করান নাকি?

॥ নজরুল ॥ হাঁ—মানে—

॥ ডাঃ রায় ॥ (ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ডাঃ গুপ্তের দিকে তাকিয়ে) আমি Patient-এর ঘরে যাচ্ছি। আপনি আসুন, কাজী সাহেব! (প্রস্থান > ভেতর।)

॥ ডাঃ গুপ্ত ॥ দেখুন, কাজী সাব! আমার দ্বারা চিকিৎসা করাতে চান্ তো ওসব ছেলেমানুষী চল্‌বে না।

॥ নজরুল ॥ মানে?

॥ ডাঃ গুপ্ত ॥ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা আবার চিকিৎসা নাকি! ওতো বাচ্চা ছেলেদের মিষ্টি খাওয়ানো। (দ্রুত প্রস্থান > বাহির)

নজরুলের চিন্তিত ভাবে পায়চারী। শান্তিপদ সিংহের প্রবেশ < বাহির। সংগে বৈষ্ণব-বাবাজী॥

॥ শান্তি ॥ কবি-দা! অনেক খুঁজেপিতে বাবাজীকে ধরে এনেছি।

॥ বৈষ্ণব ॥ সবই ওঁর লীলা!—হরে-কৃষ্ণ! হরে-কৃষ্ণ!!...... তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি, গোসাঁই! (নিমীলিত নেত্রে) হুঁ—মনে পড়েছে,—বৃন্দাবনে—সে রাসলীলার দিন! উন্মাদিনী রাই-এর মতো ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছ তুমি! কৃষ্ণ-নামে পাগল!—

॥ নজরুল ॥ (বিস্মিত) আমি তো কোনোদিন বৃন্দাবন যাইনি!

॥ বৈষ্ণব ॥ তুমি তো বৃন্দাবনেই ছিলে!—আমায় ফাঁকি দিতে পারবে না, গোসাঁই! দেহ না যেতে পারে, আত্মা তোমার গেছে!··· হরে-কৃষ্ণ! কৃষ্ণ-কৃষ্ণ!! কৃষ্ণ-হরে!!! নর-নারায়ণ প্রেম-সুন্দর যে তোমার অন্তরে চির-অধিষ্ঠিত! কোনো ভয় নেই, সব শুনেছি আমি। কিন্তু কালী-সাধনা তো তোমার চল্‌বে না!

॥ নজরুল ॥ কেন? ওতো শক্তি-সাধনা! শক্তিতেই তো মুক্তি, বাবাজী!

॥ বৈষ্ণব ॥ প্রেমের চাইতে বড়ো শক্তি আর কি আছে, গোসাঁই? শান্তি-গোসাঁই চরণামৃত নিয়ে এসেছে। রীতিমত পান করাবে।— সব রোগ সেরে যাবে। আজ যাই আমি, আবার আসব। (যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে) শক্তির পথে নয়,—ভক্তির পথেই মুক্তি আসবে। (প্রস্থান > বাহির।)

শান্তির প্রস্থান > ভেতর। ডাঃ রায়ের প্রবেশ < ভেতর॥

॥ ডাঃ রায় ॥ ওই এলোপ্যাথ-ডাক্তারই যত নষ্টের মূল! ওরা আবার ডাক্তার নাকি—দশ রোগের দশটা ওষুধ মিশিয়ে মিক্সচার দিয়ে বসে!

লাগে তো ভালো,—না লাগে তো 'নেই' !! যাই আমি। (প্রস্থান > বাহির।)

মৌলবী সাহেবের প্রবেশ < বাহির ॥

॥ নজরুল ॥ আসুন! আসুন!! কিন্তু সাকী তো আঁখ্‌ খুলে আজো চাইল না, মৌলবী সাহেব!

॥ মৌলবী সাহেব ॥ অত অসহিষ্ণু হলে চল্‌বে কেন, কবি-ভাই! শারাব পান ক'রে চলুন,—পেয়ালা যে এখনও ভরপুর! আস্‌বে, সাকী আস্‌বে—

॥ নজরুল ॥ সবাই বল্‌ছে, আস্‌বে। কিন্তু, কই? 'আর কত দিন'?

আমার দিলের নীদ্-মহলায় আর কত দিন, সাকী,
শারাব পিয়ায়ে জাগায়ে রাখিবে, প্রীতম্ আসিবে নাকি?
অপলক চোখে চাহি আকাশের ফিরোজা পর্দা-পানে,
গ্রহ-তারা মোর সেহিলিরা নিশি জাগে তার সন্ধানে।
রবাবের সুরে অভাব তাহার বৃথাই ভুলিতে চাই,
মন যত বলে আশা নাই, হৃদে তত জাগে 'আশ্‌নাই'।
শিরাজী পিয়ায়ে শিরায় শিরায় কেবলই জাগাও নেশা,
নেশা যত লাগে অনুরাগে, বুকে তত জাগে আন্দেশা!
লাখো আউলিয়া দেউলিয়া হল যাহার কা'বা-দেউলে,
কত রূপবতী যুবতী যাহার লাগি' কালি দিল কুলে,
কেন সেই বহু-বিলাসীর প্রেমে সাকী মোরে মজাইলি,
প্রেম-নহরের কওসর বলে আমারে জহর দিলি?

কাজী আবদুল ওদুদের প্রবেশ < বাহির ॥

॥ নজরুল ॥ ওদুদ যে! এসো—এসো!

॥ মৌলবী সাহেব ॥ আজ আমি উঠি। (প্রস্থান > বাহির)

॥ ওদুদ ॥ বৌদির অসুখ। তুমি যে এদিকে কালী-সাধক আর সুফি-দরবেশ নিয়ে মেতে উঠেছ!—ঠিকমতো চিকিৎসা চল্‌ছে তো?

॥ নজরুল ॥ কিছু বাদ দিইনি, ভাই। সব রকম চিকিৎসাই চল্‌ছে।

॥ ওদুদ ॥ মানে ?

॥ নজরুল ॥ এলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী ; আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ! কিন্তু কিছুই হচ্ছে না।

॥ ওদুদ ॥ হবেও না। কোনো একটা বিশেষ ধারায় চিকিৎসা চালানোই যুক্তি-সংগত।

॥ নজরুল ॥ কিন্তু—

॥ ওদুদ ॥ ওতে কিন্তু নেই, কবি-দা ! আমাকে উঠ্‌তে হচ্ছে এখনই ; বিশেষ কাজে একবার বাগবাজার যেতে হবে। আমার অনুরোধ, তুমি ওসব আধ্যাত্মিক সাধনা ছেড়ে দাও—ও'পথ তোমার নয়। যাই আজ (দ্রুত প্রস্থান > বাহির।)

॥ নজরুল ॥ মানে ?—তোমরা বল্‌তে চাও, আমার পথ ঠিক নয়। (উঠে অস্থিরভাবে পায়চারী) কোন্ পথ ঠিক তাইলে ? (চিন্তা)

॥ নেপথ্য ॥ (বরদাকান্তের স্বর) মায়ের শক্তির তো অন্ত নেই ! তিনিই শ্রেয়, তিনিই প্রেয়।— তাঁরি ধ্যান করো।

॥ নজরুল ॥ কে ! কে তুমি ?

॥ নেপথ্য ॥ (বৈষ্ণব বাবাজীর স্বর) না না, গোসাঁই। শক্তির পথে নয়,—ভক্তির পথেই মুক্তি আস্‌বে।

॥ নজরুল ॥ (থম্‌কে দাঁড়ানো) এ্যাঁ !— প্রেম ! শক্তি !! ভক্তি !!! হাঃ-হাঃ-হা—সব, স-ব মিথ্যে !

॥ নেপথ্য ॥ (মৌলবী সাহেবের স্বর) শারাব পিয়ে চলুন—সাকী আসবে !

॥ নজরুল ॥ না-না-না ! কেউ আস্‌বে না ! কিচ্ছু হবে না !!

॥ নেপথ্য আওয়াজ ॥ হোমিওপ্যাথী ! হাঃ-হাঃ-হা ! ওতো বাচ্চা ছেলেদের মিষ্টি খাওয়ানো !

দু-কানে হাত চেপে ধরে নজরুল ॥

॥ নেপথ্য আওয়াজ ॥ এ্যালোপ্যাথী ! বাজে !!—ও আবার চিকিৎসা নাকি !

॥ **নজরুল** ॥ শুন্‌তে চাইনে আমি! যাও—যাও—তোমরা সব যাও! সব মিথ্যেবাদী—কেউ কিচ্ছু জানে না!! (মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়া) পাগল হ'য়ে যাবো আমি! (হঠাৎ উঠে) মা! মাগো!!

দ্রুত পদে গিরিবালার প্রবেশ < ভেতর ॥

॥ **গিরিবালা** ॥ কি হলো, নুরু?

॥ **নজরুল** ॥ আমি চললাম।

॥ **গিরিবালা** ॥ (শংকিত স্বরে) কোথায়?

॥ **নজরুল**॥ মায়ের ঘরে। একদিন, দু'দিন—যদ্দিন যায় যাক। আমি না বেরুনো পর্যন্ত কেউ যেন আমায় বিরক্ত না করে। মায়ের কাছে আমি ধন্না দিয়ে পড়ে থাক্‌বো। দেখি, তিনি চোখ না তুলে কতক্ষণ থাক্‌তে পারেন!

দ্রুত গতিতে প্রস্থান > ভেতর। বিমূঢ়, স্তম্ভিত গিরিবালা। দুশ্চিন্তা আর নৈরাশ্যের কালিমা চেহারায়, মঞ্চে আব্‌ছা অন্ধকার॥

॥ পর্দা-পতন ॥

——ঃ০ঃ——

অংক—তিন —— ৩য় দৃশ্য

॥ দৃশ্য-সজ্জা-কালীন গান—সামনে বসে ঃ বহিরাগত যে কোনো গীতশিল্পী ॥

আমার গহীন জলের নদী!
আমি তোমার জলে রইলাম ভেসে জনম অবধি॥

তোমার বানে ভেসে গেল আমার বাঁধা ঘর,
চরে এসে বস্‌লাম রে ভাই ভাসালে সে চর।
এখন সব হারায়ে তোমার জলে রে
আমি ভাসি নিরবধি॥

আমার ঘর ভাঙিলে ঘর পাব ভাই
ভাঙলে কেন মন,
হারালে আর পাওয়া না যায়
মনের রতন।
জোয়ারে মন ফেরে না আর রে
(ও সে) ভাটিতে হারায় যদি॥

তুমি ভাঙ' যখন কূল রে নদী
ভাঙ' একই ধার,
আর মন যখন ভাঙ' রে নদী
দুই কূল ভাঙ' তার।
চর পড়ে না মনের কূলে রে
একবার সে ভাঙে যদি॥

১৩৬০ সাল, অগ্রহায়ণ। ১৯৫৩ খ্রীঃ, ১৫ই ডিসেম্বর। শেষরাত॥
দমদম্ এরোড্রাম—ওয়েটিং রুমের সাম্‌নে॥

চরিত্রায়ণে—শাক্ত সন্ন্যাসী, গিরিবালা॥ ওদুদ॥ পবিত্র, অনিরুদ্ধ॥ নজরুল, সব্যসাচী॥ প্রমীলা, লতিকা, ষ্ট্রেচার-বাহকদ্বয়॥।

শাক্ত সন্ন্যাসীর প্রবেশ < বাহির। পরনে গেরুয়া পোষাক। পেছনে গিরিবালা—আপাদ-মস্তক কালো বোরখায় ঢাকা; মুখাবরণ উন্মুক্ত; বয়েস—সত্তরের কোঠায়। ধরা-পড়ার আশংকায় যেন সন্ত্রস্ত॥

॥ গিরিবালা ॥ কাউকে তো দেখছিনে! চ'লে গেল নাকি ওরা ?

॥ শাক্ত সন্ন্যাসী ॥ প্লেন এসেছে মাত্র দশ মিনিট হলো,—এরি মধ্যে চলে যাবে! কে যেন বল্‌ল—গুরুদেব এখনো অসুস্থ!

॥ গিরিবালা ॥ ওদের রোগ তাইলে সারেনি ?

॥ সন্ন্যাসী ॥ ঠিক জানি নে। এক-একজন এক এক রকম কথা বল্‌ছে। তবে, হাঁ, এতো আর সত্যিকার রোগ নয় যে সারবে, মাসি-মা!

॥ গিরিবালা ॥ কে যেন আস্‌ছে! আমি ওই অন্ধকার কোণটাতে গিয়ে দাঁড়াই! খবরদার! আমার কথা যেন কাউকে জানিও না।

॥ সন্ন্যাসী ॥ অত দূর থেকে ছুটে এসেছেন—

॥ গিরিবালা ॥ না-না! তাইলে তোমাদের আশ্রম থেকেও পালাব, বলে রাখছি। আমি শুধু একটিবার আমার মেয়েকে দূর থেকে দেখেই চলে যাব! একবার যাদের ছেড়ে গেছি…ওই কে এসে পড়ল—আমি যাই। (দ্রুত আত্মগোপন)

ওয়েটিংরুম্ থেকে ওহুদের প্রবেশ ॥

॥ সন্ন্যাসী ॥ শুনুন তো—

॥ ওহুদ ॥ বলুন—কি চাই আপনার?

॥ সন্ন্যাসী ॥ আচ্ছা বল্‌তে পারেন—আমার গুরুদেব এ প্লেনে এসেছেন কি না?

॥ ওহুদ ॥ আপনার গুরুদেব! তা' আমি কি করে জানব?

॥ সন্ন্যাসী ॥ মানে, কাজী নজরুল ইস্‌লাম—আমার গুরুদেব বরদাকান্ত মজুমদারের সহ-সাধক। আপনি তো ওঁকে চেনেন—মাঝে মাঝে আপনাকে দেখ্‌তাম কিনা ওঁদের বাড়ী!

॥ ওহুদ ॥ ও, তা-ই বলুন। (আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ ক'রে) তা' এসেছেন—এ প্লেনেই তো রোম থেকে এলেন।

গিরিবালা এক পা এগিয়ে এসে আবার পিছিয়ে যায় ॥

॥ সন্ন্যাসী ॥ যাক। অত কষ্ট করে আসা সার্থক হলো তাইলে। তবে, হাঁ, আপনারা যে ওঁকে জাগাতে পারেননি, সে আমি জানি!

॥ ওহুদ ॥ জাগাতে পারিনি মানে?

॥ সন্ন্যাসী ॥ গুরুদেব এখন ধ্যান-স্তিমিত হ'য়ে আছেন,—নিজে না জাগ্‌লে কারু সাধ্যি নেই ওঁকে জাগায়!

॥ ওহুদ ॥ Fantastic idea!

॥ সন্ন্যাসী ॥ Fantastic!!—জানেন মশাই, স্বয়ং মা ওঁর ওপর ভর করে আছেন। মায়ের অমন সাক্ষাৎ-দর্শন ক'জনের ভাগ্যে ঘটেছে?—কখনো

ব্রহ্ম-তালু থেকে বিকীর্ণ জ্যোতির্মণ্ডল রূপে, কখনও বা স্বর্ণমৃগের মায়ারূপ ধারণ করে মা তাঁকে দেখা দিতেন !!

॥ ওতুদ ॥ মা ভর ক'রেই তো ও বেচারার সর্বনাশটি করেছেন, মশাই ! আচ্ছা, বল্‌তে পারেন—কবে মায়ের এ কৃপা-দৃষ্টি থেকে উনি বঞ্চিত হবেন ? যত সব !…জানেন, মশাই, ভিয়েনার জগদ্বিখ্যাত স্নায়ু-বিশেষজ্ঞ প্রফেসর হান্স্ হফ্ কি বলেছেন ? এ হলো এক রকম স্নায়বিক রোগ—মস্তিষ্কের অবশীর্ণতা !!

হন্তদন্ত হ'য়ে পবিত্রের প্রবেশ < বাহির। সংগে কাজী অনিরুদ্ধ ইস্‌লাম। নজরুলের জীবিত দ্বিতীয় তথা কনিষ্ঠ সন্তান। বয়েস—উনিশ-কুড়ি বছর ॥

॥ পবিত্র ॥ এই যে ওতুদ—তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে !

॥ ওতুদ ॥ সন্ন্যাসীকে গুরুদেবের সন্ধান দিচ্ছিলাম !

॥ পবিত্র ॥ গুরুদেব ?

॥ ওতুদ ॥ কবি-দা !

॥ পবিত্র ॥ ও, তোমার সব তাতেই রসিকতা ! আপনি দাঁড়ান। ও'তো এখনই আস্‌বে ! নিনি, তুমি যাও তো, বাবা—তোমার মা-কে প্লেন থেকে নামানোর ব্যবস্থা করো।

॥ অনিরুদ্ধ ॥ আপনিও আসুন, কাকাবাবু !

॥ পবিত্র ॥ আস্‌ছি—তুমি যাও। লতিকা তোমাকে সাহায্য করবে। (নিনির প্রস্থান > ভেতর) জিনিস-পাতি সব কারে ওঠাবার ব্যবস্থা করে এলাম।…ওই তো সানি আস্‌ছে—কবি-দাকে নিয়ে।

নজরুলের প্রবেশ < ভেতর। আপাদ-কণ্ঠ গাউন-পরা। নির্বিকার শূন্যদৃষ্টি, অবিন্যস্ত পদক্ষেপ। নিয়ে আস্‌ছে কাজী সব্যসাচী ইস্‌লাম,—নজরুলের বর্তমান জ্যেষ্ঠ সন্তান। একুশ-বাইশ বছর বয়েস।

সন্ন্যাসী নজরুলকে সাষ্টাংগ প্রণাম করে। গিরিবালা একটু এগিয়ে আসে।

ষ্ট্রেচারে করে প্রমীলাকে নিয়ে অনিরুদ্ধ আর স্বেচ্ছাসেবিকা নার্স মিস্ লতিকা ঘোষের প্রবেশ। প্রমীলা অর্ধাংগ-অবশ– অসহায় দৃষ্টি মেলে এদিক ওদিক চাইছে ॥

॥ গিরিবালা ॥ হুলি !! (আর্তনাদ)

॥ প্রমীলা ॥ কে ? কে—(গিরিবালার আত্মগোপন)

॥ পবিত্র ॥ কি হলো, বৌদি ?

॥ প্রমীলা ॥ কে যেন ডাক্‌ল আমায় ! মা—আমার মা এসেছেন।

॥ পবিত্র ॥ (এদিক ওদিক দেখে) কই, কেউ তো নেই এখানে। ভুল শুনেছেন আপনি। চলো সবাই। সানি, তোমার বাবাকে ধরো—

॥ প্রমীলা ॥ না-না ! মা-কে দেখ্‌বো আমি—মা এসেছেন ! (অন্তর্হিত হতে হতে) মা—মাগো !!

সকলের প্রস্থান। শূন্য মঞ্চ। গিরিবালার প্রবেশ ॥

॥ গিরিবালা ॥ হুলি ! হুলি !!—চলে গেল ? আমিও যাবো—না-না ! ও আমি সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে পারবো না ! সইতে পারবো না আমি এ দৃশ্য ! নুরু ! হুলি !! বুক যে আমার ফেটে যাচ্ছে ! যা'—তোরা যা'— এ্যাঁ ! একি বল্‌লাম আমি ? মা হ'য়ে একি বল্‌লাম !! না না, আমিই যাই,—তোরা বেঁচে থাক ! কিন্তু, এর চাইতে মরণও যে ভালো ! উঃ !!... ওকি ? স-ব অন্ধকার !—অন্ধকার কেন ? আলো—আলো কোথায় ?—

টল্‌তে টল্‌তে পতনোন্মুখ। মঞ্চ অন্ধকার। অনুরূপ যন্ত্র-সংগীত ॥

SHAMSUL AREFEEN—M. A., LL.B.
41, AGHA MASIH LANE,
DACCA—2

যবনিকা